আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস
২০২২
Scaling up Customs Digital Transformation
by Embracing a Data Culture and
Building a Data Ecosystem
বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২

স্মরণিকা

প্রকাশক

বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

◆

সম্পাদনা পরিষদ

আহ্বায়ক

তাসমিনা হোসেন
কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

সদস্য

ড. নাহিদা ফরিদী
অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

মির্জা সহিদুজ্জামান
অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

সৈয়দ এ, মু'মেন
জনসংযোগ কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাকিবুল হাসান
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস মূল্যায়ন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাফিয়া সুলতানা
উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

নাজমুন নাহার কায়সার
উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

মোঃ ইফতেখার আলম ভূঁইয়া
উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

দ্বৈপায়ন চাক্‌মা
উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

জেবুন্নেছা
উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

সদস্য সচিব

সুমন দাশ
উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

◆

ডিজাইন ও মুদ্রণ

ক্রিয়েটিভ ভিশন | ০১৯২৯ ২৯৩৩০৭

◆

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০২২

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১২ মাঘ ১৪২৮
২৬ জানুয়ারি ২০২২

বাণী

'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ কাস্টমস এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা এবং শুল্ক-কর প্রদানকারী সকল অংশীজনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে কাস্টমস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ কাস্টমস অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজ, স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ কাস্টমস এর কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য "Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem" সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নিরাপদ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিশ্চিত এবং বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা শুল্ক বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। এজন্য কাস্টমস প্রশাসনের অবকাঠামোসহ সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের বিকল্প নেই। এ বিবেচনায় বর্তমান সরকার কাস্টমস বিভাগের আধুনিকায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। কাস্টমস ব্যবস্থাপনার অটোমেশন, করদাতাদের দ্রুত সেবা প্রদান, আমদানি-রপ্তানি সরলীকরণ, কন্টেইনার/কার্গো স্ক্যানিং, বাণিজ্য ও ট্যারিফ উদারীকরণসহ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (এনএসডব্লিউ), ডাটা এনালাইসিস এবং আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চোরাচালান এবং জাল জালিয়াতি প্রতিরোধে বাংলাদেশ কাস্টমস বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক কাস্টমস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং তেমনি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অসাধু তৎপরতাও হ্রাস পাবে বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি, বাংলাদেশ কাস্টমস দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারকল্পে ডিজিটাল পদ্ধতিসহ আন্তর্জাতিক রীতিনীতি দ্রুত বাস্তবায়নপূর্বক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে আরও তৎপর হবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বাররক্ষী হিসাবে নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করতে সক্ষম হবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ মাঘ ১৪২৮
২৬ জানুয়ারি ২০২২

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের কর্মকর্তা-কর্মচারি, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য 'Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পরই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও শিল্পায়নের উপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এর ফলেই দেশে রাজস্ব আদায়ের বহুমুখী খাত সৃষ্টি হয়েছিলো। জাতির পিতার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত হয়েছিল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে পরপর তিন দফা সরকার গঠন করে সমগ্র দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। WCO Data Model ও Data Standard-কে ভিত্তি ধরে রাজস্ব নীতি প্রণয়ণ করছে। ডিজিটাল কাস্টমস সেবা ও উন্নত তথ্য ভান্ডার নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস এর অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্লাটফর্ম Asycuda World এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সাথে MoU স্বাক্ষর করছে। আমাদের সরকার ব্যবসায়ীদের উন্নত ডিজিটাল সেবা ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে নানা ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ কাস্টমস তাদের পেশাগত দক্ষতা, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি, অপবাণিজ্য রোধ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং সর্বোপরি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আরও সফল হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ মাঘ ১৪২৮
২৬ জানুয়ারি ২০২২

বাণী

২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও World Customs Organization (WCO) এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশও 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' পালন করছে।

বিনিয়োগ ও বাণিজ্য গতি সঞ্চারের জন্য নিরাপদ, তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর, ডিজিটাল কাস্টমস পদ্ধতি প্রবর্তন এখন সময়ের দাবী এবং বাংলাদেশ কাস্টমসও সকল প্রকার আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। WCO এবারের কাস্টমস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem', যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের স্বপ্ন ছিল একটি দারিদ্র্যমুক্ত ও শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। জাতির পিতার সেই অর্থনৈতিক দর্শন অনুসরণ করে তারই রক্তের উত্তরাধিকার বর্তমান প্রজন্মের কিংবদন্তি ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও হিরন্ময়ী নেতৃত্বে কোভিড পূর্ব গত এক দশক গড়ে ৭.৪% অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এমনকি অপ্রত্যাশিত অভিঘাত কোভিড-১৯ মহামারী কালে গত বছর যেখানে বৈশ্বিক অর্থনীতি ৩% সংকুচিত হয়েছে, এমন ক্রান্তিকালেও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশ শীর্ষ পাঁচটি সহনশীল অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে SDG অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। যুক্তরাজ্যের Center for Economics and Business Research-এর অতি সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ২০৩৬ সালেই আমরা বিশ্বের ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবো।

দেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে মনে করি। একইসাথে কাস্টমস দেশের অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে সমৃদ্ধ রাজস্ব ভান্ডার গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ মাঘ, ১৪২৮
২৬ জানুয়ারি, ২০২২

বাণী

বাংলাদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২৬ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস পালন করছে। ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (WCO)-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের সদস্য দেশসমূহে দিবসটি পালিত হচ্ছে। আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে বিশ্ব শুল্ক সংস্থা শুল্ক ব্যবস্থাপনায় সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট।

২. "Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem" - এ বছর আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবসের প্রতিপাদ্য। "সীমান্ত বিচ্ছিন্ন করে, শুল্ক ব্যবস্থা সংযুক্ত করে" - এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সদস্য দেশসমূহে অধিকতর কার্যকর ডিজিটাল সিস্টেম এবং তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা আবশ্যিক। শুল্ক ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য উদার ও প্রসার কার্যক্রমে তথ্য-উপাত্তের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৩. বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ শুল্ক প্রশাসন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকবে।

৪. "আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস ২০২২" উদ্‌যাপনের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা,
জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মসিউর রহমান)

সভাপতি
অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ মাঘ ১৪২৮
২৬ জানুয়ারি ২০২২

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও WCO এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশও 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান বৈশ্বিক মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক উদারীকরণের ফলে কাস্টমস হতে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণ এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা, সীমান্তে চোরাচালান/অপবাণিজ্য রোধ, দেশীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধসহ বাংলাদেশ কাস্টমস রাষ্ট্রীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারীর প্রাক্কালে বিশ্ব অর্থনীতি যেখানে নিম্নমুখী সেখানে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন সুসংহতকরণ, স্টেকহোল্ডারগণের মধ্যে কার্যকর সমঝোতা বৃদ্ধি, সময়োপযোগী প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমস দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বাণিজ্যিক পরিবেশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem', যা সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাযাত্রায় ধাবমান। অর্থনৈতিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে 'এমার্জিং টাইগার' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তবে করোনা ভাইরাসের করাল গ্রাসে সারা বিশ্বের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যার প্রভাব বাংলাদেশেও স্পষ্ট। তারপরেও জিডিপি প্রবৃদ্ধি, প্রাপ্ত রেমিটেন্স, রপ্তানির পরিমাণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ইত্যাদি সূচকে আমাদের অর্থনীতি করোনা মহামারীতেও যথেষ্ট সুসংহত রয়েছে। সরকারের সঠিক সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রণোদনা এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া করোনাকালীন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে যথেষ্ট স্থিতিশীলতা এনে দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য নির্বিঘ্ন এবং পণ্যের সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক রাখতে এবং বাংলাদেশ কাস্টমস অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। করোনার এই ক্রান্তিলগ্নে সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে ফ্রন্টলাইনে দাঁড়িয়ে দেশের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় বাংলাদেশ কাস্টমসকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং বাংলাদেশ কাস্টমসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আবুল হাসান মাহমুদ আলী
এমপি, দিনাজপুর-৪

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

১২ মাঘ ১৪২৮
২৬ জানুয়ারি ২০২২

প্রতি বছরের ন্যায় বিশ্বের ১৮৩টি দেশের কাস্টমস পরিবারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশ কাস্টমস ২৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাস্টমস ফ্রন্টলাইনার হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, দেশীয় শিল্প সুরক্ষা, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ কাস্টমসের অবদান অপরিসীম। করোনা বিপর্যয় পরবর্তী বিশ্ব বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করতে কাস্টমসের সুবিশাল Data Ecosystems কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় দ্রুত পণ্য খালাস, Global Supply Chain সুসংহতকরণ, স্টেকহোল্ডারগণের মধ্যে কার্যকর সমঝোতা বৃদ্ধি, সময়োপযোগী প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমস দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বাণিজ্যিক পরিবেশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনা ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে চলেছে। বাণিজ্য সহজীকরণ এবং নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস আমদানি-রপ্তানি পণ্যের দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটালাইজেশনের নানা উদ্যোগ হাতে নিয়েছে এবং এগুলোর বেশ কয়েকটি বাস্তবায়নও হয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে Asycuda World System, Non-Intrusive Inspection (NII), Radioactivity Detection, বিশ্বস্ত করদাতাদের দ্রুত সেবা প্রদান, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাণিজ্য ও ট্যারিফ উদারীকরণ, Post Clearance Audit, Advance Ruling এবং Advanced Passenger Information (API)। এই সব ডিজিটাল উৎস হতে প্রাপ্ত ডাটা বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চোরাচালান এবং জাল জালিয়াতি প্রতিরোধসহ একটি টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণে কাস্টমস একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমি আশা করি নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)

সদস্য
(কাস্টমস: নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

১২ মাঘ ১৪২৮
২৬ জানুয়ারি ২০২২

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও World Customs Organization (WCO) এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কাস্টমস ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করছে। এ উপলক্ষ্যে কাস্টমস পরিবারের সদস্য হিসেবে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

বিশ্ব অর্থনীতি কোভিড-১৯ এর মত এক মহাসংকটকালকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলছে। বিশ্ব বাণিজ্যের চাকাকে সচল রাখতে সদা তৎপর রয়েছে WCO। বাণিজ্য ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে WCO এবারের কাস্টমস দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে, 'Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem'। বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক/বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে আরও বেগবান ও সহজতর করার নিমিত্ত WCO ঘোষিত প্রতিপাদ্য এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ কাস্টমস নীতিগত ও পদ্ধতিগতভাবে সর্বক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির আত্মীকরণের মাধ্যমে ব্যবসা সহায়ক ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে যেমন বাংলাদেশ কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, পাশাপাশি উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সর্বক্ষেত্রে Digitalization ও Automation এর সর্বোচ্চ প্রয়োগ, Authorized Economic Operator (AEO), National Single Window (NSW) সহ বিভিন্ন প্রকল্প ও ধারণা বাস্তবায়নে কাজ করছে। ইতোমধ্যে রপ্তানিমুখী ওষুধশিল্প সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে AEO প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আমদানি ও রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোতেও এই সুবিধা বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে কাজ চলমান রয়েছে।

পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে সকলকে মানিয়ে নেয়ার জন্য ডিজিটাল কাস্টমস পদ্ধতি গড়ে তুলতে বাংলাদেশ কাস্টমস সদা সচেষ্ট। রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে মধ্যম আয়ের দেশ এবং উন্নত দেশে রূপান্তরের অগ্রযাত্রায় একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে বাংলাদেশ কাস্টমসের প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত থাকবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(ড. মোঃ সহিদুল ইসলাম)

Message from the World Customs Organization

International Customs Day 2022

Embargo date:
26 January 2022, UTC 09:00

Traditionally, every year, the Customs community comes together on 26 January to mark International Customs Day. This day of celebration is a unique opportunity for WCO Members, the WCO Secretariat and global Customs' partners to reflect on a particular theme and to act upon it.

Thus, throughout 2022, under the slogan "Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem", the Customs community will be focusing on how to operate in a fully digital environment and create an operating model that captures and exploits data from across the trade ecosystem.

Over the years, digital technology has evolved rapidly and Customs can now tap into data from other government agencies, commercially available databases, and open-source information platforms such as digitized global public records and multilingual news sources.

The extent to which data can be used effectively depends on various factors surrounding data ethics, including privacy, commercial secrecy and legal issues regarding the use of data by Customs and Tax administrations, and the importance assigned to innovation in public administrations.

To build data ecosystems, or consolidate existing ones, the following enabling actions may be considered:

- establishing formal data governance to ensure the relevance, accuracy and timeliness of data;
- making use of the standards developed by the WCO and other institutions regarding data format and data exchange;
- providing appropriate management of data to ensure that the right people have access to the right data, and that data protection regulations are respected; and,
- adopting progressive approaches, such as data analytics, to collect and successfully exploit data to drive decision-making.

A robust data culture empowers people to ask questions, challenge ideas and rely on detailed insights, not just intuition or instinct, to make decisions.

In order to nurture a data-driven culture, administrations need to enhance the data-literacy of their staff - in other words, their ability to interpret and analyze data accurately.

WCO I OMD

Customs administrations should integrate data science into their curriculums for newly recruited officers and participate in the development of distance learning courses to familiarize Customs officers with the collection and analysis of data in order to forge a data-driven culture. Staff also need to understand the bigger picture, namely the impact of Customs on the effective protection of society, trade facilitation and fair revenue collection.

On the other hand, Customs administrations are invited to consider leveraging data in their relationships with other actors along the supply chain, as well as making data available to the public and academia as a means of enhancing transparency, stimulating the production of knowledge and enabling dialogue with civil society.

Sharing data analysis with other government agencies increases the role and visibility of Customs in policy-making and in obtaining necessary resources, including donor funding. Disseminating Customs data and information in society is part of governments' response to the general demand for open governance.

To support Customs administrations, the WCO Secretariat has placed data-related topics on the agendas of several committees and working groups, organized awareness-raising seminars, developed e-learning modules, drafted a Capacity Building Framework for Data Analytics which was adopted by the WCO Council in December 2020, issued practical publications and published articles in the WCO News Magazine.

Moreover, a community of experts has been established, under the name of BACUDA (BAnd of CUstoms Data Analysts), which brings together Customs and data scientists with the objective of developing data analytics methodologies.

The Secretariat will continue to investigate ways to collect and share data on Customs administrations with a view to enhancing the way it delivers capacity building, and will continue to undertake data-driven assessments and work with international experts to respond to assistance requests.

More measures will be presented in the WCO Data Strategy that the WCO Secretariat is currently working on. The ambition will be to make data a vernacular language among Customs administrations and between the WCO Secretariat and WCO Members. The road ahead is not an easy one, there will inevitably be challenges along the way, but as we have learned during the COVID-19 pandemic, the Customs community is united, stronger and more resilient in the face of adversity.

Dr. Kunio Mikuriya
WCO Secretary General
26 January 2022

সম্পাদকীয়

২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, বিশ্বব্যাপী World Customs Organization (WCO) এর সদস্যভুক্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই বছর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem"।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি। বাণিজ্যের গতিশীলতা আনয়ন এবং করোনা মহামারীর প্রভাব কাটিয়ে অর্থনীতি পুনর্গঠনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্যের ইকোসিস্টেম ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে ডিজিটাল কাস্টমসের উন্নয়ন এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

অন্যান্য বছরের ন্যায় উৎসাহ, উদ্দীপনা ও দেশব্যাপী প্রচার-প্রচারনার মাধ্যমে এবারের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। দিবসটি পালনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে কাস্টমস অনুবিভাগের গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রতিপাদিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও তার অংশীজনদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের বিনির্মান হয়।

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত স্মরণিকায় মূল প্রবন্ধ ছাড়াও কাস্টমস বিষয়ক তত্ত্ব, তথ্যবহুল বিভিন্ন রচনা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যে সকল কর্মকর্তা রাজস্ব আহরনের গুরুদায়িত্বে ব্যাপৃত থেকেও লেখনির মাধ্যমে এই স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদেরকে প্রকাশনা উপ-কমিটির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। উল্লেখ্য যে, স্মরণিকায় লেখকদের প্রদত্ত তথ্যাদি ও বক্তব্য তাঁদের একান্ত নিজস্ব মতামত হিসেবে বিবেচ্য। আশাকরি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস পাঠক হৃদয়ের চাহিদা কিছুটা পূরণ করতে সহায়তা করবে।

সম্পাদনা পরিষদ

সূচি

পৃষ্ঠা

মূল প্রবন্ধ ১৬

Bangladesh in the Fourth Industrial Revolution (4IR) ২৪
Dr. Md. Shahidul Islam
Abhishek Chakravarty

Assisting implementation of Bangladesh Single Window ৩৯
Md. Nasir Uddin

Digital Customs Administration to Spearhead Cross-Border Paperless Trade ৬৭
Noor Md. Mahbubul Haq

স্বর্ণ আটকের পেছনের কাহিনি ৭৩
ড. মইনুল খান

The Role of Data Analytics (DA) for Enhanced Customs Control ৮৯
Mohammad Abu Yusuf, PhD

সমন্বিত পারস্পর্যে বেনাপোলে কাস্টমস সংস্কার ৯৯
মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরী

Revenue Collection: How it relates with Stress and Anxiety? ১১১
Dr. Nahida Faridy

"International Customs Day-2022" Expectation & Reality (an anecdote of self-Experience) ১২২
Mirza Shahiduzzaman

The Green Customs! Shaping the future ১২৭
Md. Tariq Hassan

Revenue gap and better fiscal policy ১৩৪
Kanchan Rani Dutta

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২

মূল প্রবন্ধ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহজীকরণ ও প্রতিপালন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রক্ষণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষায় বিশ্বব্যাপী কাস্টমসের অনবদ্য ভূমিকাকে সম্মান জানিয়ে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ২৬ জানুয়ারি পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস। একবিংশ শতাব্দি তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের শতাব্দি। সরকারি, বেসরকারি প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য নির্ভর সিদ্ধান্ত-গ্রহণ সময়ের দাবি। তদুপরি, চলমান কোভিড-১৯ সংক্রান্ত অতিমারির কারণে দক্ষ মানব সম্পদের অপ্রতুলতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্য নির্ভর ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। তথ্য শাসন (Data governance) সংক্রান্ত বৈশ্বিক প্রবণতা সত্বেও কাস্টমস প্রশাসন এ বিষয়ে অধিকতর উন্মুক্ত নীতি নির্ধারণে বিভিন্ন কারিগরি, নৈতিক এবং আইনি বাঁধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ সকল বাঁধা উত্তরণে কাস্টমসের পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল রূপান্তর অত্যাবশ্যক। বিশ্বাস ও আস্থার উপর ভিত্তি করে একটি সুসংহত কাস্টমস তথ্য ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা; মানব সম্পদের অপ্রতুলতাকে পূরণ করার জন্য একটি সত্যিকার তথ্য সংস্কৃতি গ্রহণ করা; এবং বিশ্বব্যাপী কাস্টমস প্রশাসনের মধ্যে একটি সহযোগিতার সংস্কৃতি লালন করার মাধ্যমে কাস্টমস প্রশাসনের ডিজিটাল রূপান্তর সম্পন্ন করা সম্ভব।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজিকরণে কাস্টমস অটোমেশনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উন্নত সেবা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির দ্বারা কাস্টমস শুল্কায়নে এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের ব্যবহার Data Ecosystem নিশ্চিত করেছে। একইসাথে, Data Culture অর্থাৎ তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা কাস্টমস পরিবেশকে গতিশীল ও ন্যায়ানুগ নিশ্চিত করায় রাজস্ব প্রবনতার অগ্রগতি সৃজিত হয়েছে। ASYCUDA World নির্ভর কাস্টমস Data System রাজস্ব প্রশাসনের রাজস্ব শৃঙ্খল ও কাঠামোর শক্তিশালী ভিত সৃষ্টি করেছে, যা সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা (WCO) ও আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের পটভূমি ও বিকাশ

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) নীতিমালার আওতায় কাস্টমস ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালে ১৩টি ইউরোপিয়ান দেশ কর্তৃক একটি স্টাডি গ্রুপ তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৫৩ সালের ২৬

জানুয়ারি ব্রাসেলসে সংস্থাটির প্রথম আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি ১৯৯৪ সালে World Customs Organization (WCO) নামে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সভার দিন ২৬ জানুয়ারিকে স্মরণে রেখে ২০০৯ সাল হতে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২২ এর প্রতিপাদ্য বিষয়

সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ ও আন্তর্জাতিক কাস্টমস সহযোগিতার সুদৃঢ় ভিত্তি সৃষ্টির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিশীলতা রক্ষা এবং বৈশ্বিক করোনা অতিমারীর প্রভাব কাটিয়ে অর্থনীতি পুনর্গঠনে কাস্টমস ডিজিটাইজেশনের ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়ে World Customs Organization আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২২ এর প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছে "Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem" অর্থাৎ 'তথ্য-সংস্কৃতির চর্চা এবং তথ্য-ইকোসিস্টেম বিনির্মাণের মাধ্যমে ডিজিটাল কাস্টমসে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিতকরণ'। এ প্রতিপাদ্যে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে: Digital Transformation (ডিজিটাল কাস্টমসের সম্প্রসারণ), Data Culture (তথ্য-উপাত্ত চর্চা) ও Data Ecosystem (তথ্য প্রতিবেশ)। Data বা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ সহজীকরণে একটি Digital Platform আবশ্যক, যার উপর ভিত্তি করে Data Analysis ও প্রয়োগিক কার্যকরণ বা Applicaton নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে, উক্ত Digital Platform ভবিষ্যত Data Ecosystem তথা সংস্থা, অবকাঠামো এবং প্রায়োগিক কার্যকরণ-এর সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণের পরিবেশ প্রস্তুত করবে। Data Ecosystem এর Data মূলত: সরকার এবং অংশীজনদের রাজস্ব নীতি প্রণয়ন, রাজস্ব ফাঁকি রোধে নিবারণী কার্যক্রম এবং স্বচ্ছ বাণিজ্যে সর্বোচ্চ সহযোগিতার মতো নীতি নির্ধারণী বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। ফলশ্রুতিতে তথ্য-উপাত্ত চর্চার পরিবেশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যাবে, যেখানে Data বা তথ্য সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যতম প্রধান নিয়ামক হবে। ডিজিটাইজেশনের স্বয়ংক্রিয় প্লাটফরম ব্যবহারে Data বা তথ্য-উপাত্তের নিশ্চয়তা এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী Data Ecosystem বা পরিবেশ নিশ্চিত করার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণাঙ্গ তথ্য-উপাত্ত চর্চার আবহ কাস্টমস প্রশাসনে সৃজন করাই আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের এবারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। শুল্ক ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল উত্তরণে নিম্নলিখিত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে:

ক) পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে তথ্য জগত বিনির্মাণ: কাস্টমস কর্তৃক সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগীসহ বিভিন্ন প্লাটফরমের তথ্য ব্যবহার ও বাণিজ্যিক ডাটাবেইজের তথ্য আহরণের মাধ্যমে উন্নত তথ্য জগত প্রতিষ্ঠা করতে

হবে। এটি কাস্টমস নীতি প্রণয়ন, জালিয়াতি রোধ, রাজস্ব আহরণ, জনবলের যথাযথ ব্যবহারসহ কাস্টমস ইউনিটের সাফল্য বৃদ্ধির নিয়ামক হবে। তথ্য জগত বিনির্মাণে তথ্য সংগ্রহে আন্তর্জাতিক ও দেশিয় ডিজিটাল নিরাপত্তা, তথ্যের গোপনীয়তা বা ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হয় কি না সে সংক্রান্ত আইনি ভিত্তি বিবেচনায় নিয়ে উদ্ভাবনী উপায়ে উন্নত তথ্য জগত বিনির্মাণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

খ) তথ্য-উপাত্ত চর্চার মাধ্যমে জনসম্পদ সৃষ্টি: তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে আধুনিক কাস্টমস পরিসেবা প্রদান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্মকর্তাদের আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিনত করতে হবে। Data Analysis বিষয়টি জটিল বা Technical নয় বরং উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাস্টমস প্রশাসনের মূল সংস্কৃতিতে রূপান্তরে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কাস্টমস ট্রেনিং একাডেমি যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গ) দেশিয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মিথোষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত তথ্যজগত বিনির্মাণ: আন্তর্জাতিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে দেশিয় তথ্যের স্বচ্ছতায় প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। বাংলাদেশ কাস্টমস বিভিন্ন দেশের সাথে Mutual Customs Data Exchange বিষয়ক MoU স্বাক্ষরপূর্বক স্বয়ংক্রিয় তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্র নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। একইসাথে, দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আর্থিক এবং গবেষণা সংস্থাকে ASYCUDA World এ সংরক্ষিত তথ্যের ব্যবহারের সুযোগ প্রদান শক্তিশালী রাজস্ব নীতি কাঠামো ও আধুনিকায়ন পরিকল্পনায় অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

Data Ecosystem এর মাধ্যমে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় তথ্যভান্ডার সৃজন এবং তথ্য বা Data এর ব্যবহারে সরকারি-বেসরকারি অংশীজনদের পারস্পরিক সহযোগিতা শক্তিশালী কর কাঠামো ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতে আরো সমুন্নত করবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Data Culture বিকাশে ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

- ✓ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নে পৃথক কমিশনারেট সৃজনসহ Data Analysis এ প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- ✓কাস্টমস কর্মকর্তাদের Data Science বিষয়ক জ্ঞান বিকাশে বাংলাদেশ কাস্টমস এর একাডেমিক সিলেবাস যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- ✓WCO হতে প্রদত্ত গাইডলাইন অনুযায়ী নীতি নির্ধারণে WCO Data Model ও Data Standards কে ভিত্তি করে রাজস্ব নীতি প্রণীত হচ্ছে; এবং
- ✓তথ্যের গোপনীয়তাসহ Data Access এর নিরাপত্তা নিশ্চিতে ASYCUDA World এ সিকিউরিটি মডিউল সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কাস্টমসের ডিজিটাল প্লাটফরম এ্যাসাইকুডা

Automated Systems for Customs Data এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এ্যাসাইকুডা, যা UNCTAD কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি কম্পিউটারাইজড কাস্টমস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। কাস্টমস এর ডিজিটাল ব্যবস্থা নিশ্চিতে UNCTAD এর Technical Assistance Program আশির দশকে প্রথম চালু হয়। শুরুতে ASYCUDA এর ভার্সন ২.৬ এর মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হলেও পরবর্তীতে Y2K Compliant ভার্সন ২.৭ ও ASYCUDA++ পেরিয়ে বর্তমানের এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করেছে। বর্তমানে বিশ্বের ৯০টির বেশি দেশে ১৯টি ভাষায় এ সিস্টেমের মাধ্যমে শুল্কায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৪০ টিরও অধিক দেশে এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশ কাস্টমসের ডিজিটাল ব্যবস্থার ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগকে কম্পিউটারাইজড করার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় গৃহীত ETAC (Excise, Tax and Customs) প্রকল্পের মাধ্যমে বস্তুত: কাস্টমস অটোমেশন কার্যক্রমের সূচনা হয় ১৯৯১ সালের ১ ডিসেম্বরে। এ প্রকল্পের আওতায় প্যারাডক্স সফটওয়্যারের মাধ্যমে উন্নয়নকৃত কাস্টমস ইনফরমেশন সিস্টেম (সিআইএস) ব্যবহার করে শুল্ক ভবন ও শুল্ক স্টেশনসমূহের বিল অব এন্ট্রির তথ্যাদি পোস্ট ডাটা এন্ট্রি শুল্কায়নকৃত রাজস্ব ডাটাসমূহ কম্পিউটারে ধারণ করে বাজেট প্রণয়ন, বিশ্লেষণ, গবেষণা ও পরিসংখ্যানের কাজে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে UNCTAD কর্তৃক উদ্ভাবিত এ্যাসাইকুডা version 2.6 চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমস এর অটোমেশন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় এবং বাংলাদেশ কাস্টমসের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ট্রেড স্ট্যাটিস্টিকস ও কম্পিউটারাইজড অপারেটিভ ট্যারিফ জেনারেট করা সম্ভব হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কাস্টমস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন মডার্নাইজেশন (ক্যাম-১) প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কাস্টমস এর ডিজিটাইজেশনের দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি ১ আগস্ট, ১৯৯৯ সালে শুরু হয়ে জুলাই, ২০০৪ সালে সমাপ্ত হয়। এ সময় ৪টি কাস্টম হাউস (চট্টগ্রাম, ঢাকা, আইসিডি, বেনাপোল) এবং সিইপিজেডে ASYCUDA++ সিস্টেম সফলভাবে চালু করা হয়। পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন ও অধিকতর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন নিশ্চিতকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার, চেম্বার প্রতিনিধি, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত উর্ধ্বতন কাস্টমস কর্মকর্তাদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সভায় UNCTAD কর্তৃক উদ্ভাবিত ও চালুকৃত ASYCUDA++ সিস্টেমটির ওয়েবভিত্তিক ভার্সন ASYCUDA World System স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল

বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে গৃহিত আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালে ASYCUDA World System বাস্তবায়ন করা হয়। কোনরূপ বৈদেশিক অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড বাস্তবায়ন করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে স্থাপিত ডাটা সেন্টার ও চট্টগ্রামে স্থাপিত ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার এর মাধ্যমে শুল্ক ভবন, শুল্ক স্টেশনসমূহের মধ্যে ডাটা কানেক্টিভিটি স্থাপনসহ এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প পরিকল্পনা, প্রকিউরমেন্ট, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরকারি সেবায় Digital Transformation এ যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে চালুকৃত ASYCUDA World System কার্যক্রমের গতিশীলতা ও অধিক সংখ্যক মডিউল কার্যকরণের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যারসহ পুরো সিস্টেমকে Upgradation করা হয় (Scalling Up), যা মুজিব বর্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যতম সফলতার পরিমাপক।

ASYCUDA World System কার্যক্রমের মাধ্যমে Data Ecosystem প্রস্তুত এবং Data Culture বাস্তবায়ন

- এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড n-tier architecture এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি web enabled system, যা ব্যবহার করে এয়ারলাইন্স অপারেটর, ফিডার অপারেটর, শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরওয়াডার্স, সিএন্ডএফ এজেন্ট, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা এবং শুল্কায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে তাদের প্রাত্যহিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন (Data Ecosystem)। এছাড়া, এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম আধুনিক নিরাপত্তা প্রোটোকল তথা বায়োমেট্রিক আইডেনটিফিকেশন সাপোর্ট করে থাকে;

- ASYCUDA World সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে মেনিফেস্ট, কাস্টমস ডিক্লারেশন, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, একাউন্টিং প্রসিডিউরস, সাসপেন্স প্রসিডিউরস এবং ট্রানজিট ম্যানেজমেন্ট সম্পন্ন করা যায়। এর ট্রেড ডাটা ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানি রপ্তানির গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ, মনিটরিং, ফিসকাল এনালাইসিস, নীতি নির্ধারণী ও গবেষণাধর্মী কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে (Data Culture);

- ASYCUDA World এ প্রিপেইড একাউন্ট বা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি চালানের ক্ষেত্রে ব্যাংকে গমন ব্যতিরেকে শুল্ক পরিশোধের সুবিধা রয়েছে;

- সকল শুল্ক ভবনসহ দেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী স্থল শুল্ক স্টেশনসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে স্থাপিত কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টারের আওতায় একযোগে uniform এবং harmonized system-এ কাজ করতে পারছে। এর ফলে বর্তমানে শুল্ক স্টেশনসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময় করে বা কেন্দ্রীয় ডাটাবেস পর্যালোচনা করে শুল্কায়ন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে;

- আঞ্চলিক পর্যায়ের ট্রানজিট/ট্রানশিপমেন্ট বাণিজ্য সহজ ও দ্রুত সম্পাদন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মডিউল বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

- এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের কম্পিউটার সিস্টেমের ইন্টারফেসিং সম্পন্ন হওয়ায় ই-এলসি ব্যবস্থাপনা মনিটরিং এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর সাথে ইন্টারফেসিং হওয়ায় এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড ব্যবহারের মাধ্যমে ডেঞ্জারাস কার্গো মনিটরিং কার্যক্রম সহজতর হয়েছে;

- চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে মেনিফেস্ট ডাটা শেয়ারিং এর মাধ্যমে কন্টেইনার ম্যানেজমেন্ট ও আমদানি চালান খালাস দ্রুততর হওয়ায় বন্দরের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কন্টেইনার জট নিরসন সম্ভব হয়েছে; এবং

- সকল বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে এক্সিট নোট চালুর ফলে শুল্ক কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি পণ্য খালাসের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে।

স্থিতিশীল রাজস্ব কাঠামো বাস্তবায়নে কাস্টমস অনুবিভাগের আধুনিকায়ন কার্যক্রম

টেকসই রাজস্ব ব্যবস্থা নিশ্চিতে কাস্টমস আধুনিকায়নের আওতায় গৃহীত কর্মপরিল্পনাসমূহ নিম্নরূপ:

- **ইনটার‍্যাক্টিভ কাস্টমস ওয়েবসাইট:** বাংলাদেশ কাস্টমস এর অটোমেশনের অংশ হিসেবে www.bangladeshcustoms.gov.bd শীর্ষক ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে;

- **তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** ASYCUDA World সিস্টেম থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য চালান, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, এজেন্ট ইত্যাদি সনাক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন বৈধ পণ্য চালান দ্রুত খালাস হচ্ছে, Compliance বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে যথাযথ রাজস্ব আহরিত হচ্ছে;

- **খালাসোত্তর নিরীক্ষার (PCA) ব্যবস্থা:** পণ্য খালাসে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ASYCUDA World সিস্টেম এ আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের পাশাপাশি খালাসোত্তর নিরীক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে;

- **শুল্ক মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা:** শুল্ক মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা আধুনিক করার লক্ষ্যে শুল্ক মূল্যের দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যসমূহের মূল্যসহ সঠিক ঘোষণা যথাযথভাবে প্রদান ও তা অটোমেটিক সিস্টেমে যাচাইয়ার্থে ASYCUDA World সিস্টেম এ কার্যক্রম চলমান আছে;

- **National Enquiry Point (NEP) বাস্তবায়ন:** আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাস্টমস বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস National Enquiry Point স্থাপন করছে। এর মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারগণ আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত যে কোন তথ্য বা প্রশ্নের উত্তর সহজেই অনলাইনে পেতে পারবেন। এর ফলে ব্যবসায়ীগণ সঠিক ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন;

- **মেধাস্বত্ত্ব অধিকার (IPR) সংরক্ষণ:** গবেষণা, উদ্ভাবনী কাজ ও উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান এবং নকল ও ভেজাল পণ্যের আমদানি রোধকল্পে বাংলাদেশ Intellectual Property Rights (IPR) সংরক্ষণে তৎপর রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক IPR সংক্রান্ত বিধিমালা জারি করা হয়েছে;

- **অগ্রিম রুলিং পদ্ধতি (Advance Ruling System) প্রবর্তন:** ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসের অগ্রিম রুলিং পদ্ধতি চালু করেছে;

- **কন্টেইনার স্ক্যানার পদ্ধতি (Non-Intrusive Inspection) প্রবর্তন:** আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ঘোষণা যাচাই ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে Non-Intrusive Inspection (NII) এর জন্য বন্দরে কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া NII পদ্ধতি পরিচালনা ও পণ্যের কায়িক পরীক্ষার বিষয়ে Standard Operating Procedure (SOP) প্রস্তুত করা হয়েছে ;

- **National Single Window (NSW) বাস্তবায়ন:** ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত World Trade Organization (WTO) এর নবম মিনিস্টেরিয়াল সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক Trade Facilitation Agreement এর অন্যতম Instrument হিসেবে Interactive National Single Window (NSW) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে;

- **Authorized Economic Operator (AEO) চালুকরণ:** সাপ্লাই চেইনের অন্তর্ভুক্ত যে সকল ইকোনমিক অপারেটর WCO এর নির্ধারিত মান ও শর্ত পূরণে সক্ষম হবে- তাদের AEO স্ট্যাটাস প্রদান করা হচ্ছে; এবং

- **Bond Management Automation Project বাস্তবায়ন:** রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার ও স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে সরকার প্রদত্ত শুল্ক সুবিধার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে স্বচ্ছ, জবাবদিহীতামূলক, আধুনিক এবং আমদানি ও রপ্তানির reconciliation নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বন্ড ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে- যার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান।

উপসংহার

বাংলাদেশ কাস্টমস সরকারি সেবা প্রদানে আধুনিক ও ডিজিটাল ব্যবস্থার পথিকৃৎ। ইতোমধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রক্রিয়ায় ASYCUDA World নির্ভর বিভিন্ন Module বাস্তবায়িত হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে আধুনিক ও পরিপূর্ণ Data Ecosystem নিশ্চিত হয়েছে। Digital Transformation এর ধারা যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে শুচিত হয়, মুজিব বর্ষে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে।

বৈশ্বিক করোনা অতিমারীর প্রভাবকে অতিক্রম ও সফল মোকাবিলায় কাস্টমস ডিজিটাল ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জনমুখী, ব্যবসা-বান্ধব ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কাস্টমস ডিজিটাল পদ্ধতি ন্যূনতম সংখ্যক রাজস্ব কর্মকর্তা দিয়ে সর্বোচ্চ সেবায় আমদানি-রপ্তানি পণ্য চালান দ্রুত খালাসে নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামোর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা বাংলাদেশ কাস্টমস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গর্বিত অংশীদার। ডিজিটাল কাস্টমসের এই অগ্রগতিকে আরো সুদৃঢ়করণের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে জনসেবা নিশ্চিত করাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর অন্যতম অঙ্গীকার।

Bangladesh in the Fourth Industrial Revolution (4IR)

Dr. Md. Shahidul Islam
Abhishek Chakravarty

What is the Fourth Industrial Revolution '4IR'?

Many scholars have set different definitions of the current buzzword '4IR' or the Fourth Industrial Revolution. And interestingly, all of them are agreeable to a unique feature of the '4IR', which is that such a revolution has promised to re-mold the entire format of the globe in terms of aggressive technological advancements. 4IR is widely called a fusion of advances in artificial intelligence (AI), robotics, the Internet of Things (IoT), 3D printing, genetic engineering, quantum computing, and other micro-level technologies. Such a digital revolution was not much slower but rose the

necessity to look for further advancement, and the condition is now the era of '5IR' or Fifth Industrial Revolution' where we are currently living. Unlike the '4IR', the updated version of the revolution aims to work for a sustainable future where humans and machines can contribute collaboratively by breaking the traditional comforts of an evolution. Hence, an easy concept of the Fourth Industrial Revolution or Industry 4.0 can be that 4IR is a unified tempest of extreme and excessive levels of technologies where humans are not aptly valued.

Evolution of the Industrial Revolutions

According to Britannica, the industrial revolution was first started and confined to Britain from the mid-18th century to about 1830. Then the second industrial revolution happened in Britain, continental Europe, North America, and Japan till the early 20th century. Industrial processes targeted to change the society through wide disbursement of wealth where the economy was planned to be transferred into a large-scale machine-based industry from agricultural and handicrafts deeds. However, the industrial revolution has some basic features that mainly trigger the evolution in different industrial revolution periods, such as the use of introductory material, use of new energy sources, the invention of new machines, critical application of science in the factory system method, etc.

The First Industrial Revolution: Significant Socio-cultural Changes (from the mid-18th century to about 1830)

The Industrial Revolution began in the 18th century, when agricultural societies became more industrialized and urban. The transcontinental railroad, the cotton gin (cotton engine), electricity and other inventions permanently changed society.

Key features of the first Industrial Revolution

- To extend laborers' poverty and misery since their employment became dependent on inflated means of production.

- Lack of job security since frequent technological enhancements recurrently displaced workers
- The absence of worker protections and regulations meant long work hours for miserable wages, living in unsanitary residences, and exploitation and abuse in the workplace.

The Second Industrial Revolution: Exploitation of Many Natural and Synthetic resources (from the mid-19th century until the early 20th century)

Historians have labeled the years from 1870-1914 as the period of the Second Industrial Revolution. While the First Industrial Revolution caused the growth of industries, such as coal, iron, railroads and textiles, the Second Industrial Revolution witnessed the expansion of electricity, petroleum and steel.

Many of the changes that occurred during this period had to do with new products simply replacing old ones. For instance, during this time, steel began to replace iron. Steel was being utilized for construction projects, industrial machines, railroads, ships and many other items. Steel production made it possible for rail lines to be built at competitive costs, which further spread transportation.

Key features of the second Industrial Revolution

- Upsurge to the automatic factory through advances in machines, tools, and computers
- Widespread distribution of ownership through purchase of common stocks by individuals and by institutions such as insurance companies
- Governments moved into the social and economic realm to meet the needs of their more complex industrial societies instead of the laissez-faire ideas

The Third Industrial Revolution: Digital Revolution (from the mid-20th century until the early 21st century)

The Third Industrial Revolution, or Digital Revolution, began in the late 1900s and is marked by the spread of automation and

digitization through the use of electronics and computers, the invention of the Internet, and the discovery of nuclear energy. This era witnessed the rise of electronics like never before, from computers to new technologies that enable the automation of industrial processes. Advancements in telecommunications led the way for widespread globalization, which in turn enabled industries to offshore production to low-cost economies and radicalize business models worldwide (Ward, 2019).

The Fourth Industrial Revolution: (Advent of 21st century towards emerging Fifth Industrial Revolution)

According to the World Economic Forum, The Fourth Industrial Revolution represents a fundamental change in the way we live, work and relate to one another. It is a new chapter in human development, enabled by extraordinary technology advances commensurate with those of the first, second and third industrial revolutions. These advances are merging the physical, digital and biological worlds in ways that create both huge promise and potential peril. The speed, breadth and depth of this revolution is forcing us to rethink how countries develop, how organizations create value and even what it means to be human. The Fourth Industrial Revolution is about more than just technology-driven change; it is an opportunity to help everyone, including leaders, policy-makers and people from all income groups and nations, to harness converging technologies in order to create an inclusive, human-centered future. The real opportunity is to look beyond technology, and find ways to give the greatest number of people the ability to positively impact their families, organizations and communities.

Emerging Fifth Industrial Revolution

The main difference between the 4th and 5th industrial revolutions is that the 5th industrial revolution seeks to foster a more balanced working relationship between increasingly smart technologies and humans. Rather than humans competing with robots for jobs, as

feared with the arrival of the 4th Industrial Revolution, humans are now envisioned to collaborate with them. These *cobots*—collaborative robots—are to be integrated into industrial processes for more repetitive and mundane tasks, providing humans with greater opportunities to use their creative flair (Sondh, 2021). It is believed that human creativity has to be intermingled with the technology and creativity can't be replaced by any technology. As the fifth industrial revolution develops, we are sure to see many more innovations across industries. But it will not be enough to merely automate tasks or digitize processes—the best and most successful companies will be those that can marry the twin forces of technology and human creativity.

So there are broadly five eras of industrial revolutions and each age experienced or is experiencing new advancements compared to the previous one. Mainly the fourth industrial revolution is focused by the countries (as the fifth industrial revolution is emerging) to keep up the pace with the new changing world with the advancement of technology and innovations.

The sequence of the five industrial revolutions

The mechanized production system in the first industrial revolution drove the initial social change since people became progressively urbanized. After that, the mass production system in the second industrial revolution took happen due to the electricity and scientific developments. Generations from the third industrial revolution saw the emergence of computers and digital technology that started to begin in the 1950s. Nevertheless, the advent of the 21st century's fourth industrial revolution bore the necessity of something else that started in the second decade of the 21st century in the name of the fifth industrial revolution. Scholars opined that the third and fourth revolutions were rigid on humans and stiff on the environment (Regenesys Business School, 2020). And so, the preceding generations had to adjust their lifestyle to what the machines could do. The role of IoT and big data is absolute in the 4IR. Thus, the Fifth Industrial Revolution is different. Human

beings are now front and center in the production process. It suggests and also warns that it is compulsory for the people of the present world to adapt to change and keep pace with the new if they do not want be get out of the system. Therefore, adaptation is a must. Appreciating the fact, Esben Østergaard, Universal Robots chief technology officer and co-founder, whispered, "Industry 5.0 will make the factory a place where creative people can come and work, to create a more personalized and human experience for workers and their customers".

1st Industrial Revolution	2nd Industrial Revolution	3rd Industrial Revolution	4th Industrial Revolution	5th Industrial Revolution
Machanisation	Electrification	Automation and Globalisation	Digitalisation	Personalisation
Occurred durting the 18th and 18th centuries, mainly in Europe and North America	From the late 1800s to the start of the First World War	The digital revolution occurred around the 1980s	Start of the 21st century	2nd decade of the 21st century
Steam engines replacing horse and human power	Production of steel, electricity and combustion engines.	Computers, digitisation and the internet,	AI, robotics, IoT, blockchain and crypto.	Innovation purpose and inclusivity.
Introduction of mechanical production facilities driven by water and steam power	Division of labour and mass production, enabled by electricity.	Automation of production through electronic and IT systems	Robotics, artificial intelligence, augmented reality, virtual reality	Deep, multi-level cooperation between people and machines. Consciousness.

Source: Regenesys Business School, 2020

Main Technologies of 4IR

The fourth industrial revolution is driven by digitization, information and communications technology, machine learning, robotics and artificial intelligence, and it has already shifted more decision-making from individuals to machines (Syam and Sharma, 2018). The technologies of the fourth industrial revolution can be defined from two point of views.

1. **From Design & Development View**
   4IR is being driven by emerging technology breakthroughs in fields such as artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, autonomous vehicles,

3-D printing, nanotechnology, biotechnology, quantum computing, that accelerates the process of design and testing by eliminating tedious and predictable task of coordinating research and supervision

2. **From Managerial View**

   4th IR is the application of AI to completely automatize the function of converting data into useful information and business alternatives for the decision making of strategic management

The most common technologies used in the fourth industrial revolution are the following-

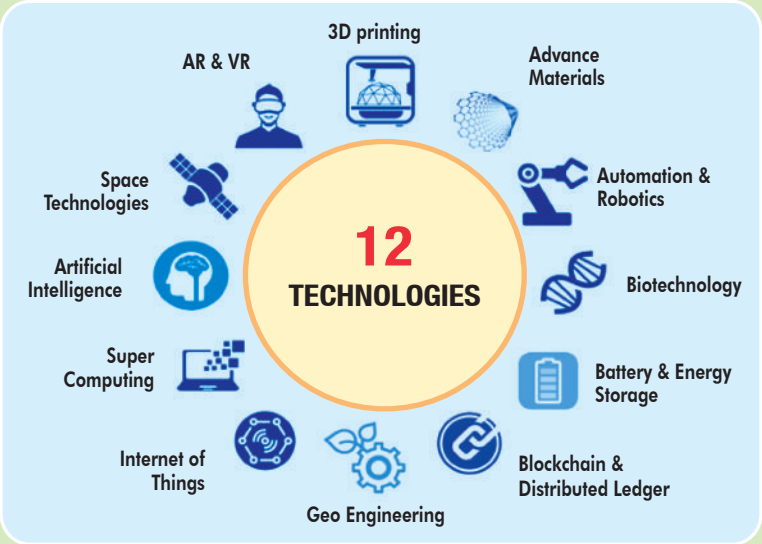

Source: World Economic Forum

Artificial intelligence

AI defines a particular type of computer that not only can 'think' like humans but also diagnose multipart patterns, process the ways, draw specific conclusions, and make necessary recommendations.

Blockchain

"Blockchain is a secure, decentralized, and transparent way of recording and sharing data, with no need to rely on third-party intermediaries." Blockchain technology can be used for making supply chains traceable, securing sensitive medical data anonymously, and combating voter fraud. Bit coin- the digital currency is the best-known blockchain application.

Virtual reality and augmented reality

In a simple term, VR bids immersive digital experiences (using a VR headset) that simulate the real world, while augmented reality (AR) amalgamates the digital and physical worlds. Interesting examples consist of L'Oréal's makeup app- it allows users to experiment with makeup products digitally before buying them, and the Google Translate phone app lets users scan and instantly decode street signs, menus, and every textual item.

Biotechnology

To advance new technologies and products for various uses, biotechnology binds cellular and biomolecular processes. This includes evolving new pharmaceuticals and materials, well-organized industrial manufacturing processes, and cleaner, more efficient energy sources.

Robotics

Generally, robotics refers to designing, manufacturing, and using robots for personal and commercial use. Now complex and sophisticated robots are widely used in fields as wide-ranging as manufacturing, health and safety, and human assistance.

Besides, IoT, 3D printing, innovative materials like plastics, metal alloys, biomaterials, renewable energy technologies promise to shake up sectors including manufacturing, renewable energy, construction, healthcare and energy capture through the inventions of

4IR in Business: Scopes and Challenges

Customer is the king of all businesses. Hence, it is in no way different in the case of using 4IR technologies in any industry. The revolution has made it compulsory for every business entity to satisfy customers with updated technology versions to make their lives comfortable. Technologies of 4IR have enhanced customers' expectations through developing customer experiences enabling businesses to offer greater personalization and more valuable, connected experiences across brick-and-mortar and online channels. Since customers are already provided with more options than ever, they are all okay to switch brands for a better experience if they are not graced with personalized benefits. Researches show that businesses customers find it challenging to share their personal and business information with companies in fear of data security. And so, companies need to deliver exceptional sales and service in brick-and-mortar stores and online and verify that they have customers' best interests at heart to keep customers' loyalty sustainably.

To sustain customers' satisfaction in products and services, businesses need to ensure that they have the accurate mix of skills in their workforce to keep pace with moving technology. Experts from several fields suggest having balanced workforce groups where emotional intelligence, creativity, and critical thinking will dominate since AI warns to replace humans with machines. However, Fourth Industrial Revolution or 4IR- whether it is a blessing or curse, is entirely dependent on all of the people of the planet- how people can utilize the benefits of 4IR without misusing in crimes. Experts advise that understanding the 4IR, its new technologies and their threats is critical for all the nations to act accordingly to ensure the equal pace (Dimitrieska, Stankovska and Efremova, 2018). It is a must to use the technologies of 4IR to create sustainable values and nurture customers' trust for a better earth. Experts suggest establishing

guardrails that keep the novelties of the Fourth Industrial Revolution on a track to benefit all of humankind. Otherwise, such a blessing will take no time to turn into a curse.

Bangladesh in the Fourth Industrial Revolution

“Bangladesh is open and ready to move on the 4IR, to support start-ups, and to pilot innovative applications in our farms and factories”

Honorable Prime Minister Sheikh Hasina,
The Government of the People's Republic of Bangladesh
World Economic Forum, Davos, 2017

Honorable Prime Minister recently said at the closing ceremony of a two-day international conference on the 4th Industrial Revolution-2021, "We're formulating an innovative education ecosystem (IEE) by increasing the budget for research and innovation. We're framing the National Blended Learning Policy-2021. Through this policy, we'll be able to introduce an education system bridging the technological gap,"

It clearly indicates that Bangladesh is trying to cope up pace with the other developed countries to take full advantage of the fourth industrial revolution. Bangladesh has already entered into the era of 5G network where it aims to completely change the business model, education system, standard of living, and conventional digital and social media. Given the perspective of the Fourth Industrial Revolution, three issues are gaining importance in Bangladesh -- the development of the industry through innovation of sophisticated technology, creating a skilled workforce, and protecting the environment.

Although specialists opine that Bangladesh is still not fully ready to wholly adopt the values of 4IR in industry, but Bangladesh is working to catch up to the state of developed countries. The

strategy for Bangladesh can be to study the process of industrial development of western countries and mimic them in artificial coordination and thus, observe developed economies' trends to establish the best possible solution when Bangladesh catches up.

In order to achieve targets aiming at the fourth industrial revolution, national strategy for the Artificial Intelligence (AI) in Bangladesh is focusing on-

- AI in the government
- industrialization of AI technologies
- data and digital infrastructure
- skilling the AI workforce
- extensive research and development
- funding and accelerating AI eco-system
- inclusive and diverse artificial intelligence
- ethics, data privacy and security

However, Bangladesh is not far behind using the technologies of 4IR. The country is utilizing the benefits of 4IR in many cases, such as the use of robotics technology in chemical examination at the import stage (health hazards, the risk for humans, time constraints, cost, manipulation, etc.), use of an AI-automated image analyzer in image analysis in sea, land and airports (human error, manipulation, time constraint, etc.), and use of blockchain technology in custom bond RM entitlement and export (misuse of the bond facility, money laundering, false export, etc.). However, experts from VAT Intelligence, Audit and Investigation Directorate, National Board of Revenue and Customs, Excise and VAT Appellate Tribunal have suggested some recommendations on how Bangladesh can extract the best benefits of 4IR in a panel discussion of Innovative Bangladesh. The recommendations are given below:

- The strong urge towards change and reform
- Developing skilled workforce and IT literate workforce
- Promoting Automation in all spheres

- Growing awareness program among stakeholders
- Ensuring compatibility with existing rules and regulation
- Imparting proper training and revisiting the curriculum
- Introducing specialized projects for enabling the IT incorporation

To overcome the challenges of 4IR in Bangladesh, such as shrunken humanoid work at offices or factories, absence of high-level skills and expertise and shortage of finances, Bangladesh needs to immediately start training and finance sourcing opportunities. Therefore, to exploit the advantages of 4IR, many organizations have already begun to take necessary actions as follows (Alam, 2020)-

Ministry of Fisheries and Livestock	Department of Fisheries- IoT based automated smart fish farm
Ministry of Food	Food Safety Authority- AI and IoT based real-time food safety monitoring for a food establishment
Bangladesh Technical Education Board	Efficient Monitoring & Evaluation of BTEB affiliated Diploma Institute
Bangladesh Steel and Engineering Corporation	4IR Initiatives in pipe manufacturing process of National Tubes Ltd.
BRTC	Adoption of 4IR Technologies in Passenger Bus Tracking Service of BRTC
BRTA	Improving driving license testing and road safety with 4IR
National Disabled Development Foundation	Smart Wheel Chair for Persons with Disabilities in align with 4IR

There is an immense impact of 4IR on the economy of Bangladesh. It is estimated that the workforce will do a portfolio of things to generate income in the employment sector. 4IR is also expected to create new technologies for growth like work that will eventually lower the risk of jobs in terms of automation. Businesses of Bangladesh are enjoying new collaborators with data-enabled products under new operating models through creating customer satisfaction. Hence, it is still a challenge for the

Bangladeshi society (mostly) to absorb and accommodate the new modernity while still embracing traditional values. Besides that, Bangladesh needs commitment, development of both technical and executive capabilities: upskilling and reskilling, development of solid digital foundations, and integration of technologies with existing legacy systems. The government of Bangladesh has already introduced the 2021-2041 Perspective Plan (PP2041). The key aim of Vision 2041 is to eradicate extreme poverty, achieve the Upper Middle Class by 2030 and the status of a high economic nation by 2041. In order to achieve the targets, the government of Bangladesh is working relentlessly through adopting the advantages of 4IR.

Emerging Fifth Industrial Revolution (5IR) and Bangladesh

One must accept the unavoidable 5IR to stay in the sphere. For these days, people might be unsure about the initiatives of 5IR but, whatever, things will be different since some signals have already taken place on the planet. Some signals are-

1. Networked sensors: This is a system where machines collect data from relevant sources that will eventually create a giant data store and then act to improve systems, processes, manufacturing and delivery.
2. Visualization and modeling: This system will open every phase of a value chain to frequent review in production lines for managing and future monogramming products and product lines.
3. Tracking system: This process will make it better to improve real-time production tracking from the checkout in the retailer, right back to the start of the production process. All limitations, redundant inventory, and delays will be immediately pointed out with this system. If properly maintained with technologies like IoT and

machine learning, such a system will assist with the decrease in material wastage, theft preclusion, and prevention of mismanagement of assets.

Besides, intelligent sensing, virtual training and many more are just a matter of time to exploit such amazing inventions of 5IR. In Bangladesh, the technologies of 4IR are not yet fully adopted. In this situation, the adaptation for the technologies of 5IR needs necessary time because it hardly makes any sense to overpass the 4IR and jump into 5IR. However, exploitation of the use of the systems from 5IR requires people's mindsets to be adaptive to it. Once people get used to the system, the Fifth Industrial Revolution will be the hub to initiate a new socio-economic era that will fill up the gaps between the 'top' and the 'bottom,' through creating countless openings for civilization, and ultimately for an improved globe. Bangladesh will surely focus on the continuous development and up rise of advance technologies and keep up to the emerging 5th industrial revolution to evolve with other countries in the world.

References

Alam, A. S. (2020). Fourth Industrial Revolution. A2i.

Chapel, L. (2021, September 9). The Second Industrial Revolution: Timeline & Inventions. Study.Com. Retrieved from https://study.com/academy/lesson/the-second-industrial-revolution-timeline-inventions.html

Dimitrieska, S., Stankovska, A., & Efremova, T. (2018). The Fourth Industrial Revolution Â€“advantages and disadvantages. Economics and Management, 14(2), 182–187. https://ideas.repec.org/a/neo/journl/v14y2018i2p182-187.html

Fourth Industrial Revolution: Bangladesh being readied to tap into opportunities. (2021, December 12). The Daily Star. https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/4th-industrial-revolution-bangladesh-being-readied-tap-opportunities-2915456

Industrial Revolution - The first Industrial Revolution. (n.d.). In Encyclopedia Britannica.

Industrial Revolution. HISTORY. https://www.history.com/topics/industrial-revolution

McGinnis, D. (2020, October 27). What is the fourth Industrial Revolution? The 360 Blog from Salesforce. https://www.salesforce.com/blog/what-is-the-fourth-industrial-revolution-4ir/

Regenesys Business School. (2020, September 8). The Fifth Industrial Revolution (5IR) and how it will change the business landscape. RegInsights. https://insights.regenesys.net/the-fifth-industrial-revolution-5ir/

Syam, N., & Sharma, A. (2018). Waiting for a sales renaissance in the fourth industrial revolution: Machine learning and artificial intelligence in sales research and practice. Industrial Marketing Management, 69, 135–146. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.12.019

Sondh, K. (2021, April 29). In the 5th Industrial Revolution, creativity must meet technology. Oxfordeconomics.Com. Retrieved from http://blog.oxfordeconomics.com/world-post-covid/in-the-5th-industrial-revolution-creativity-must-meet technology

Ward, K. (2019, February 18). Timeline of revolutions. MDS Events. Retrieved from https://manufacturingdata.io/newsroom/timeline-of-revolutions/

The Writer is Member (Customs: Audit, Modernization & International Trade)
National Board of Revenue, Bangladesh
and
Part-Time Teacher
Department of International Business, University of Dhaka

The Writer is Adjunct Lecturer, Department of Management
Bangladesh University of Business and Technology

Assisting implementation of Bangladesh Single Window

Md. Nasir Uddin

Bangladesh is a signatory to the World Trade Organization (WTO) & World Customs Organization (WCO) and acceded to Revised Kyoto Convention (RKC) & ratified the Trade Facilitation Agreement (TFA). It is trying hard to implement the measures recommended by these organizations on a priority. One of these is the implementation of Bangladesh Single Window. The development partners are providing technical assistance in the effort of the NBR and related stakeholders; both public and private are cooperating in the process.Implementation of a National Single Window is generally believed to be a comprehensive and complex task. By one school of thought it requires 5 steps to establish a National Single Window. Number of steps for the implementation of it may vary from school to school but there is a consensus on the requirement of a gradual

and step by step approach for the establishment of it. The concept of Single Window is passing through a period of transition. It is still a relatively new concept. It is believed to be an important tool of trade facilitation.

WTO encourages its members to implement Single Window for trade facilitation. UN/CEFACT has specific recommendations for establishment of a Single Window. UN/CEFACT Recommendation No-35 on '**Establishing a legal framework for international trade Single Window**' provides a list of key issues in its Annex II -'Checklist Guidelines' that need to be addressed by governments. This are-

1. The need to have a legal basis for the establishment of a Single Window facility (a legislative framework);
2. Single Window facility structure and a leading agency;
3. Data protection issues- such as access to, and the integrity and accuracy of data;
4. Authority to access and share data between agencies;
5. Need for proper mechanism for the identification, authentication and authorization of users;
6. Data quality issues- its accuracy and integrity within a SW environment;
7. Liability issues- need to address liability issues, such as providing for national and international legal recourse and possible indemnities for damages suffered;
8. Arbitration and dispute resolution;
9. Government to promote functional equivalence of electronic documents with paper documents; and
10. Proper procedures for electronic archiving must be established in line with national and international rules of electronic archiving.

There are over 30 Single Windows in operation throughout the world and UN/CEFACT plans to expand it over time to include more countries. Cutting costs through reducing delays, faster

clearance & release of goods, predictable application & explanation of rules, more effective & efficient deployment of resources, etc. are the aims of the Single Window.

There is no unique model for a Single Window, as operators adopt their systems to specific national/regional conditions and requirements. Financing can be provided by the State, by the private sector or with a help of a private-public partnership. The use of Single Window facilities can be compulsory or voluntary in accordance with the decision of a country. Services vary and may be provided free of charge or based on various payment schemes. A necessary precursor for implementation of a Single Window is the review of 'as is processes'and the development of 'to be processes'. This is due to the fact that prior to any automation, a process should be simplified and standardized.

Implementation of Bangladesh Single Window has been advancing in phases. The first phase started on 30th September, 2013 with the United States Agency for International Development (USAID) Bangladesh Trade Facilitation Activity (BTFA) and continued for more than a year. The National Board of Revenue (NBR) tasked the USAID-BTFA for the implementation of National Single Window (NSW) along with other trade facilitation measures.USAID-BTFA undertook a number of activities for the implementation of National Single Window, such as-

a. Assisting the formation of a NSW Working Group(WG);
b. Holding of meetings of the NSW-WG;
c. Conducting training for the members of NSW-WG;
d. Business Process Mapping of the major Custom Houses(Chittagong Custom House, Dhaka Custom House, ICD Custom House, Dhaka and Benapole Custom House) in collaboration with the officials of the

NBR and designated WG members and the officials of the relevant Custom Houses;

e. Submitted Report to the NBR on Legal Impediments, Gaps and Recommendations for establishing a National Single Window in Bangladesh;
f. Customs Business Process Reengineering; and
g. Conducting workshop jointly with the NBR in presence of the concerned officials of major Custom Houses with a view to prepare a standard format to be used by all the Custom Houses and the Land Customs Stations for uniform Custom business operation.

Along with these activities, USAID-BTFA also submitted an ICT Roadmap (National Single Window ICT Roadmap) for the establishment of an ICT platform based on the ASYCUDA World (AW) System with a view to implementing the NSW in Bangladesh in accordance with the request of the NBR. Besides these, one on one meetings with Plant and Quarantine Department; Bangladesh Standards and Testing Institute; Drug Administration of Bangladesh; etc. were also organized for mapping of business processes and introduction of 'Risk Management System' of these agencies. For the purpose of capacity building of the stakeholders involved in the implementation of NSW in Bangladesh in general and the Working Group members selected for the piloting of it in particular a field visit was organized for the WG members and the concerned officials of NBR to Jordan with a view to seeing the operations of Jordan's Single Window and to learn how it has implemented its Single Window with the AW as the electronic platform and implement NSW in Bangladesh using this experience and knowledge gathered.In accordance with the preliminary decision of the NBR, four working group members were to participate in the piloting of the Electronic National Single Window of Bangladesh. These were-

a. The office of The Chief Controller of Imports and Exports;
b. Bangladesh Standards and Testing Institution;
c. Plant and Quarantine Department; and
d. Drug Administration of Bangladesh.

At that point of time the NBR decided to give the task of implementation of NSW to the World Bank. In lieu of the NSW USAID-BTFA was given the following alternative tasks-

1. Expedited Shipment(Courier Service);
2. Pre-Arrival Processing;
3. Review of present Customs Intelligence;
4. Identification of Non-Tariff barriers;
5. Review of Customs Auction Procedures;
6. Recommendation for Domestic Transit; and
7. Review of Customs Broker Procedures.

With the transferring of the responsibility of the implementation of NSW to the World Bank a NSW Working Group (NSW-WG) has been reestablished under the Bangladesh Inter-Ministerial Trade and Transport Facilitation Committee (ITTFC) to oversee the implementation of NSW. The NSW-WG includes representatives from FBCCI to ensure participation of both the public and private enterprises. Implementation of Bangladesh Single Window (BSW) includes back-office automation of 21 Certificate, Licensing and Permit Issuing Agencies (CLPIAs). This activity will include Business Process simplification, software development and building of Information Communications & Technology (ICT) infrastructure to support the BSW implementation. Along with the other activities BSW aims to replace the paper-based clearance system to electronic system.

Implementation of Single Window is one of the trade facilitation activities of Customs Modernization under Bangladesh Regional Connectivity Project-1.

Summary of the Project-

- Implementing Ministry: Ministry of Finance
- Implementing Division: Internal Resources Division
- Implementing Agency: National Board of Revenue

Duration of the Project:

- According to DPP: From July/2017 to June/2020
- According to RDPP: From July/2017 to December/2023

Aim of Bangladesh Single Window Project:

System to system interface with all the Government and non Government Agencies related to international trade bringing them into one Online Platform. This Online Platform will work as a Single Entry Point. For ease of international trade the importers & exporters will apply to only Online System, just one application for all kinds of Certificates, Licenses & Permits and services. This will include-

- Submission of one application for all Certificates, Licenses & Permits;
- Acceptance and processing of application;
- Payment of all kinds of duties, taxes and fees online (e-payment);
- Sending of prepared Certificates, License and Permit online;
- Reduction of human interference;
- Preparation of correct statistical information; and
- Introduction of Integrated Risk Management.

The World Bank, Bangladesh has appointed 'Price Waterhouse Cooper' (PwC) for assisting the implementation of the task under the supervision of Project Implementation Unit (PIU) of the NBR. PIU has undertaken a lot of activities for the implementation Bangladesh Single Window.

Principal Activities undertaken by PIU:

➢ Appointment of NPC; ➢ Appointment of IPS; ➢ Appointment of ITS; ➢ Signing of MOU;	➢ Appointment of PMQA; ➢ Purchase of office equipment; ➢ Approval of RDPP; ➢ Initial Selection of Package of NSW, ➢ RMS & VDB Software; etc.

Signed Memorandum of Understanding with a total of 38 agencies mentioned in the table below-

SL No	Agencies
1	Bangladesh Atomic Energy Commission
2	Bangladesh Bank
3	Bangladesh Computer council
4	Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA)
5	Bangladesh Election Commission
6	Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA)
7	Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
8	Bangladesh Investment Development Authority (BIDA)
9	Bangladesh Land Port Authority
10	Bangladesh National Authority For Chemicals Weapons Convention (BNACWC)
11	Bangladesh Navy
12	Bangladesh Standards and Testing Institutions (BSTI)
13	Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)
14	Chittagong Port Authority (CPA)
15	Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB)
16	Customs Wing, NBR
17	Department of Environment
18	Department of Explosives
19	Department of Fisheries
20	Directorate General Of Drug Administration
21	Income Tax Wing, NBR
22	Ministry of Science and Information & Communication Technology
23	Ministry of Agriculture (MOA)
24	Ministry of Civil Aviation and Tourism
25	Ministry of Commerce
26	Ministry of Fisheries and Livestock

27	Ministry of Health & Family Welfare
28	Ministry of Industries
29	Ministry of Shipping
30	Mongla Port Authority (MPA)
31	Office of the Chief Controller of Imports and Exports
32	Office of the Comptroller General of Accounts (CGA)
33	Payra Port Authority (PPA)
34	Plant Quarantine Wing (PQW)
35	Posts and Telecommunications Division
36	Register of Joint Stock Companies and Firms (RJSC&F)
37	Sonali Bank Limited
38	Value Added Tax (VAT) wing, NBR

PMQA (PwC) Deliverables-

Deliverables	Status		Deliverables	Status
As-Is Assessment (D1)	Submitted		Model Contract in the form of SLA (D8)	Ongoing
Need Assessment (D2)	Ongoing		NSW Governance Model (D9)	Draft Submitted
Business Process Reengineering including NSW Data Model (D3)	Ongoing		NSW Operating Model (D10)	Draft Submitted
Capacity Building and Change Management Plan (D4)	Draft Submitted		Legal and Regulatory Report (D11)	Ongoing
Risk Management and Valuation Strategy (D5)	Draft Submitted		Terms of Reference (D12)	Draft Submitted
Revised Functional &Technical Requirement (D6)	Draft Submitted		Draft Request for Proposal (D13A)	Draft Submitted
Service Specifications for NSW Operator (D7)	Ongoing			

Other activities undertaken by PIU-

1. Appointment of PwC to hire PMQA services
2. Review of Inception Report submitted by PMQA
3. Conducted field visit by the PMQA
4. Preparation of As Is Report by PMQA
5. Got " Need Assessment Report" submitted by PMQA
6. Got some of the deliverables finalized by PMQA

The offices of CLPIAs have been visited in three phases-

- Phase-1: February 2020
- Phase-2: November 2020
- Phase-3: February 2021

There are 32 CLPIAs that have been visited from 23rd November, 2020 to 17th February, 2021 in three phases for mapping of business processes. List of CLPIAs those have been visited with dates-

1	Dhaka customs House	23-Nov-2020
2	Office of Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E)	24-Nov-2020
3	Plant Quarantine Wing, DAE	25-Nov-2020
4	Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA)	26-Nov-2020
5	Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA)	30-Nov-2020
6	Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA)	01-Dec-2020
7	Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI)	02-Dec-2020
8	Department of Fisheries (DoF)	03-Dec-2020
9	Chittagong Customs House	06-Dec-2020
10	Chittagong Port Authority	07-Dec-2020
11	Export Promotion Bureau (EPB)	08-Dec-2020
12	Directorate General of Drug Administration (DGDA)	09-Dec-2020
13	Benapole Customs House & Land Port Authority	10-Dec-2020
14	Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association (BGMEA)	15-Dec-2020
15	Bangladesh Telecom Regulatory Commission (BTRC)	24-Feb-2021
16	Department of Explosive	24-Feb-2021
17	Department of Livestock	25-Feb-2021
18	Sonali Bank Limited	25-Feb-2021
19	VAT Division, NBR	28-Feb-2021
20	Income Tax Division, NBR	28-Feb-2021
21	Election Commission	01-Mar-2021
22	Customs Bond Commissionerate	01-Mar-2021
23	Biman Bangladesh Airlines	02-Dec-2020
24	Bangladesh Investment Development Authority (BIDA)	18-Mar-2020
25	Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI)	24-Mar-2020
26	Bangladesh Atomic Energy Commission	08-Feb-2021
27	Bangladesh Computer Council (BCC)	09-Feb-2021
28	Pangaon Customs House	14-Feb-2021
29	Bangladesh National Authority For Chemicals Weapons Convention (BNACWC)	15-Feb-2021
30	Bangladesh Bank	16-Feb-2021
31	Department Of Environment	17-Feb-2021
32	Register of Joint Stock Companies and Firms (RJSC&F)	17-Feb-2021

Main purpose of visiting of the offices of CLPIAs: To prepare As Is Report.

Minor purposes-

1. To know the present level of automation of the CLPIAs for establishing interface with them.
2. To know the processes of issuance of CLPs to reduce steps taken for facilitation of trade.
3. To know the types of CLPs issued and the necessity for their issuance.
4. To know the documents required for issuance of CLPs for reduction of number of documents.
5. To know the time required for issuance of CLPs for reduction of time for facilitation of trade.

Activities Related to Initial Selection Document (ISD)-

1. Preparation of ISD and high level costing document
2. Revision and finalization of IS document
3. No Objection from World Bank
4. Publication of Specific Procurement Notice
5. Pre Application Meeting
6. Amendments of IS document
7. Submission of Initial Selection Applications

Steps of Initial Selection Process for Procurement of NSW, RMS and VDB Software:

1. Opening of Applications
2. Distribution of Application to Evaluation Committee
3. Clarification requests sent to applicants
4. Submission of Initial Selection Evaluation Report to WB
5. World Bank No Objection on Evaluation Report
6. Recommendation of 5 (five) Applicants for Initial selection by the Evaluation Committee
7. Waiting for Approval from HOPE

Activities of PIU on Functional & Technical (F&T) Requirement:

1. F&T Requirement Report got submitted by PwC
2. F&T sent to all Field Offices, IT team of NBR, WB, IPS and ITS for comments

3. Feedback Received from Field Offices, PIU, WB, IPS and ITS
4. Comments and Observations sent to PMQA for modification
5. Conducting several rounds of tri party (PIU, PwC & WB) meeting
   for reviewing the feedback received from different corners

Challenges for the implementation of BSW-

- **Shortage of manpower, both general and technical;**
- **Coordination** between stakeholders and Government agencies;
- **Different automation systems of different CLPIAs;**
- **Different levels of automation systems of different CLPIAs**; etc.

For the implementation of BSWthe NBR has incorporated provisions in the Customs Act, 1969 during the budget 2020-2021. These provisions have given the NBR the legal basis for the implementation of BSW.However, additional legal basis is required to be included in the Customs Act, 1969 for updating the Manifest Submission and other business processes to assisting the establishment of BSW and other Trade Facilitation Measures, such as- Pre-Arrival Processing; Post Clearance Audit; etc.

Important amendments to Section 2, 18, 30, 43, 44 and 79 of the Customs Act, 1969 were recommended by the participants of both the related public & private stakeholders and Customs officials at the workshop held from 9th to 10th May, 2018 at Cox's Bazar and the committee formed by the NBR with senior officials of Customs and USAID-BTFA team. These recommendations are also the results of-

a. Business Process Review made jointly by USAID-BTFA & the NBR; and

b. Awareness meetings conducted at different Custom Houses by USAID-BTFA & the NBR with the participation of representatives of related stakeholders.

The recommendations made, require their execution to form the legal basis for simplification and streamlining of manifest submission and other Customs business processes. Execution of these recommendations will assist the implementation BSWalong with-

- Pre-arrival Processing;
- Expedited Shipment;
- Conducting proper Risk Management and Selection of Lanes;
- Post Clearance Audit;
- Introduction of Deminimis; etc.

NBR accepted the recommendations and wanted to incorporate the proposed amendments, changes and replacements in the Customs Act, 1969 during the budget 2018-2019. However, it could not be accommodated in the budget proposal for there being insufficient time for completion of necessary formalities. Fresh initiative was taken by the Modernization Section of the NBR for the execution of the recommendations at the next budget, 2019-2020. During this budget a new sub-section (5) in section 43 and a new proviso in section 44 of the Customs Act, 1969 were incorporated using some of the text of the recommendations in isolation without considering the recommendations in totality. This has resulted in the existence of contradictory provisions in section 43 and 44 of the Customs Act, 1969. Therefore, the recommendations made proposing the amendments, changes and replacements of old provisions by new provisions need to be incorporated in the Customs Act, 1969 in totality for an effective implementation of BSW along with other Trade Facilitation Measures.

The following activities may be undertaken for assisting the implementation BSW-

Introduction of writing examination and irregularities reports in the Inspection Act of the ASYCUDA World (AW) System at all the Custom Houses & Land Customs Stations- Inspection Act is an essential e-document of a Bill of Entry. It is used to capture findings of the consignment selected for examination. Examination results can be captured in coded form or in a free text manner. Apart from capturing examination results it has other control over declarations. Writing examination and irregularity reports in the inspection Act using the relevant codes determined, is one of the features of AW System. Introduction of it assists in the implementation of a number of trade facilitation measures, some directly and others indirectly. There are 212 pre-defined examination codes created for writing the examination and irregularity reports. The use of the Inspection Act of the AW System for writing examination reports using the code numbers was implemented partially at the Dhaka Custom House by USAID-BTFA with the support of the NBR and the authority of Dhaka Custom House. There was also training programs organized at Dhaka and ICD Custom Houses in collaboration of USAID-BTFA, ICD Custom House and the NBR. An order for mandatory use of the Inspection Act of AW System was issued by the Commissioner, Custom House, Dhaka. It is remarkable that the NBR had also issued two orders for the implementation of the Inspection Act.

In accordance with the update, some of the examination reports of goods are written in the ‘inspection act’ by one or two particular Custom Houses. But the remaining Custom Houses and Land Customs Stations do not write examination reports in the Inspection Act using the Code Numbers created by the NBR. Same is the case with writing irregularity reports; these are not

written in the Inspection Act using Code Numbers created for them. Facilities are available to write these reports in the 'inspection act' as AW connectivity is established with all other facilities at the jetties or premises where goods are examined. Writing of these reports in the 'inspection act' as a matter of rule than exception will ease the process of clearance of goods and contribute to modernization of Customs and facilitate trade. Along with the easing of clearance of goods it will reduce time and cost for the exporters in getting drawback against their exports. Specific **benefits of using the Inspection Act** for writing examination and irregularity reports using the created code numbers-

- Capturing of examination results in the Inspection Act in coded form is helpful for analyzing risk and can assist in developing risk profile;
- Review of examination results in coded form helps in developing risk management criteria;
- Assists in selection of lanes (Red, Yellow, Blue & Green);
- Provides Customs control over delivery of goods even after payment of duty & tax;
- Improve Customs clearance process;
- It is a useful tool and eases efforts of faster clearance of goods;
- It drastically reduces workload as reports are written using the code number;
- It is also important for proper implementation of Authorized Economic Operator Program (AEO), Pre-Arrival Processing (PAP), Post Clearance Audit (PCA) and Expedited Shipment;
- It is vital for the establishment of Risk Management System;
- It reduces the time of clearance of goods and cost of doing business;

- Increases transparency as the findings can be retrieved accurately;
- Assist in building up records almost effortlessly or with minimum effort;
- Can be reproduced for different purposes; etc.

Introduction of Mobile Version of the Inspection Act: It has been designed by the IT team of the NBR and the software is prepared by UNCTAD. This has been designed for-

- Tracking of Bill of Lading; and
- Tracking of Bill of Entry.

With the introduction of it the C & F Agents are in a position to see the status of his B/E, including payment of duties and taxes.According to the update, Mobile Version of the Inspection Act is being used for locking Bill of Lading and Bill of Entry. If Bill of Lading is locked it will not be possible to submit Bill of Entry and if Bill of Entry is locked, it cannot be processed. Writing of examination and irregularity reports in the Inspection Acthas not started yet by using the Mobile Version. If it is introduced across the board it will ease writing examination and irregularity reports from the point of examination of goods or from any place at any time easing completion of these activitiesand achieving great success.So, Mobile Version of the Inspection Act should be introduced on a priority at all the Custom Houses and Land Customs Stations for modernization and facilitation of trade in Bangladesh.

As no system is perfect, there might be limitations in the use of Inspection Act of the AWSystem for writing examination and irregularity reports, though nobody so far has come up with specific problem. The good thing with the system is that it is flexible. As a flexible system if limitations are found these can be sorted out and customized according to needs.

Introduction of *e-payment* System:There is nothing special with the introduction of E-Payment system in the present

environment. It is simple and easy. There is no need for manual or any other kind of persuasion for effecting e-payment of duties and taxes; it happens automatically if it is introduced. For e-payment Bangladesh Bank works as a hub, any e-payment is effected through this hub. The hub of Bangladesh Bank understands the languages related to e-payment. It sends to the concerned bank message of payment and it sends/forward the message to the AW System. *E-payment* System was first implemented in 2017 at ICD Custom House, Dhaka. A total of 41 Banks were enabled for effecting e-payment system. E-payment system piloted at ICD Custom House, Dhaka needs to be rolled out at all the other Custom Houses and Land Customs Stations and implement fully without any exception on a priority. E-Payment system is a benefit for the taking by the importers and exporters, especially by the importers. It certainly helps in faster clearance of goods. The rare event of gateway problem between Bangladesh Bank and Sonali Bank is to be resolved if it stands in the smooth operation of *e-payment* System.

Introduction of Pre-Payment System: Along with the introduction of *e-payment* System, Pre-Payment System for all the consignments irrespective of size, value, duties and taxes should also be implemented across the board as a handy alternative. These two systems may exist together complementing each other. The Pre-Payment Account System can handle the smaller payments of export, bond, etc. in a very trade friendly manner. Under this system the importer or his Clearing and Forwarding Agent is not required to make payment for each and every consignment. He keeps sufficient amount of money in his Pre-Payment Account which is deducted against the consignments by the system automatically. It saves his time and cost. With the simultaneous availability of *e-payment* and Pre-Payment Account Systems the under mentioned out dated methodscan be eliminated completely.

- Payment in the form of Pay Orders;
- Payment in cash; and
- Payment by treasury challan.

Introduction of Dispatch Note: In accordance with the provision of sub-section (2) of section 87 of the Customs Act, 1969 a pass shall be sent with the bonded goods and the ownerof such goods shall acknowledge receipt and warehousing of the goods and shall inform the concerned Commissioner of Customs accordingly as per provision of sub-section (3) of the same section.Implementation of these provisions is vital for Customs control of bonded goods and security of Government's duties and taxes. Experience of Custom House, Chattogram and Chattogram Regional Bond Office showed that until 2003 these provisions of the Customs Act were in execution manually quite satisfactorily. Customs control over the bonded goods specially goods going to the private Home Consumption Bond, Deemed Exporters' Bond, etc. under this provision was remarkable.

With the automation of the business processes this function is required to be automated. AW System has this feature known as 'Dispatch Note' which in the language of the Customs Act is- 'passes'. Introduction of dispatch note was in the process during the implementation of AW, but could not be completed as the project period ended.However, it needs to be implemented for ensuring Customs control and security of duties and taxes on the bonded goods including-goods of Export Processing Zones, Private ICDs, Home Consumption Bond, Deemed exporters' Bond, etc. The network of 'Dispatch Note' should also cover the movement of export goods.

Introduction of Electronic-Signature: Introduction of Electronic Signature is one of the requirements of automation of Customs Business Processes.It is also a small initiative of modernization of the Customs administration. In the absence of

the introduction of this facility signing of documents remains manual and cumbersome. One of the examples is signing the SAD by the importer or his authorized C&F Agent. SAD is submitted online but there is no facility available for electronic signature.

Making Paperless Customs: Paperless Customs is a demand of modern Customs environment. It is also a recommendation of WTO and WCO for modernization of Customs and facilitation of trade. The question is, is Bangladesh ready for it or has the means for making its Customs paperless. The answer is yes, Bangladesh has the necessary infrastructurewith adequate legal backing in relation to e-commerce and equal value of electronic documents with paper documents and automation platform for making Bangladesh Customs paperless. Change of mind set is a necessity. Initiatives are required to be taken by the appropriate authorities.

Reduction of number of documents: Reduction of number of documents is one of the important conditions of Trade Facilitation. At present following documents are required by the Customs authorities of different Custom Houses and Land Customs Stations in general.

1. Bill of Entry
2. Bill of Lading/Air-waybill/Truck Receipt/Rail Receipt
3. Letter of Credit Authorization Form
4. Letter of Credit
5. Insurance Cover Note
6. Insurance policy
7. Invoice
8. Packing List
9. Certificate of Origin
10. Certificate from OGA, if required

Consideration must be given to reducing the need of numberof documents when making a declaration. The current number of documents required is 10, whereas in many countries it is 2 or 3 as shown below in the table-

Sl No	Name of country	No of docs		Sl No	Name of country	No of docs
1	France	2		6	Canada	3
2	Ireland	2		7	South Korea	3
3	Hongkong	3		8	Singapore	3
4	Panama	3		9	Sweden	3
5	Italy	3		10	Denmark	3

The unnecessary requirement of producing documents lowers Bangladesh's score on key indicators, such as the World Banks 'Doing Business Indicator', and 'Logistics Performance Index'. In Bangladesh the number of documents required may be reduced to 5 quite safely. These 5 documents would be-

1. Bill of Entry;
2. BL/AWB/Truck Receipt/Rail Receipt;
3. Letter of Credit;
4. Invoice; and
5. Packing List.

Submission of these 5 documents can be made mandatory. Other documents may be submitted as required based on the necessity. Country of Origin Certificate is submitted as a mandatory provision irrespective of the origin and nature of the consignments. It should only apply in the case of claiming duty benefit or for other specific purposes. So, this should not be submitted in the case of all the bills of entry. Similarly, there should not be any reason for submission of Insurance Policy and Letter of Credit Authorization Form.Of course, these are submitted as a condition of the Import Policy Order. So, to get away with these, it has to be sorted out with the Ministry of Commerce, which is not impossible. If it is brought to the notice

of the Ministry of Commerce with appropriate recommendation, it might bring necessary changes in the Import Policy Order.

Reduction of number of steps: Unnecessary and redundant steps need to be eliminated not only for the implementation BSW but also for the implementation of other trade facilitation measures and modernization of Bangladesh Customs. The following proposals may be considered-

- The system of submission of print out of SAD, hard copy of BL & LC can be eliminated as these are submitted electronically;
- Stop entering of details of Bill of Lading in the Register: This operation is unnecessary (if it is still in practice) as the details of BL remains in the AW system;
- Do away with passing on declaration bundle through different desks (if it is still in practice): Efforts can be taken to abolish this process. How to do away with Declaration Bundle? Getting the Invoice and Packing List in PDF from Bank and LC &other documents online might do the work;
- Stop recording of manifest details in the register (if it is still in practice): It is not required as it is available in the AW System;
- Endorsement of hard copy of SAD with stamp & signature (if it is still in practice) is also not necessary as the C&F Agents are given pass words which is if not better, as good as endorsement by putting signature and stamp.

The processes mentioned in the following diagrammay be considered.

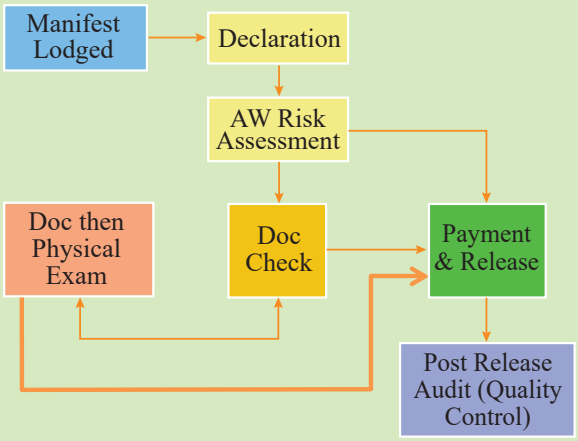

Implementation of all the features of AW System: Automation of business processes of Customs is one the condition of WTO TFA. Members are expected to operate their Customs businesses by the application of automation system. Unfortunately, some of the features of AW system remain either unutilized or underutilized. The features of AW not implemented should be implemented and those are not fully implemented need to be fully implemented without further delay.

Submission of Bill of Entry and Bill of Export from the offices of the C&F Agents or from the offices of the C&F Agents Association: It is high time that bill of entry and bill of export are submitted from the offices of Clearing and Forwarding Agents or from the facility of Clearing and Forwarding Agents Association instead of submission from DTI of Custom Houses or Land Customs Stations. There is no point in submitting these from the DTIs. This is self-defeating, as it costs money and energy unnecessarily.

Electronic Submission of all documents: It is right time for submission of all documents related to import and export electronically instead of some electronically and the rest manually. Customs cannot be paperless without submission of electronic documents and elimination of submission of hard copy documents. Some will argue that it is not possible because import documents such as-invoice and packing list which are huge in numbers and will eat up the space of the server. Space problem is not a big issue if we apply our minds and exercise our authority provided in the Customs and allied Acts. Documents exceeding the period of preservation against which there is no case pending in the court can be deleted. Besides this, export documents not related to duties and taxes can be deleted as a matter of routine. In addition to this, documents should be preserved in archive. Time has become over due to replace the system of submission of paper documents by electronic documents. Submission of electronic documents is a requirement of meaningful implementation of BSW.

Introduction of Advance Manifest Submission: Submission of a Cargo Manifest & Registration of it plays an important role in the implementation of a number of trade facilitation measures including implementation of BSW as clearance processes of imported goods cannot start before submission of a cargo manifest (in general). None of the following activities related to the clearance of imported goods can start before the submission (submission & registration) of a cargo manifest-

- Submission of Bill of Entry;
- Conducting Risk Management;
- Selection of Lanes;
- Examination of goods;
- Classification of goods;
- Assessment of goods;
- Payment of duties and taxes;
- Issuance Exit Note; and
- Delivery of goods.

It is therefore, important to get the cargo manifest submitted and registered as soon as possible. With the availability of the web

based AW System, Bangladesh Customs, like the Customs Departments of many other countries, is in a position to introduce the submission of an Advance Cargo Manifest. This Advance Cargo Manifest is an electronic cargo manifest which can be submitted before the departure of a ship or an aircraft from the last port of call.

Submission of an advance manifest prior to departure of a ship/aircraft from the last port of call creates a win-win situation for all the related stakeholders. This will benefit Customs, Importers, Clearing & Forwarding Agents, Shipping Agents, Port Authorities (both Sea & Airport authorities), Airlines, Freight Forwarders, Courier Services, Bangladesh Biman (as an Airline and handling agent), Postal Department and the consumers as a whole.

As an example, most of the functions of the authorities of Sea Ports in relation to collection of dues, planning of handling of containers and cargo & other formalities can be completed before the arrival of ships and the goods if manifest is submitted in advance. Such as-

a) Collection of River Dues: Can be collected in advance before the arrival of the ship;
b) Lift-on charge (charge for lifting container): Can be collected in advance before the arrival of the ship;
c) Repairing charge (charge for repairing of container Tk. 5/ for each container): Can be collected in advance before the arrival of the ship; etc.

Clearance of goodswithin the free time without payment of demurrage: One of the problems that our importers face is that they often fail to clear their goods within the free time. As a result, they are required to pay demurrage on their goods for keeping it at the port for a period in excess of free time. This put them in a number of disadvantages. If they are importers of raw materials this adds additional cost to their finished goods requiring them to make a higher mark up. This extra burden is

ultimately shifted to the consumer of the goods. If the importers use the raw materials for making export goods they become less competitive in international market. Customs can certainly play an important role in assisting the importers in clearing their goods within the free time. But the role of the importers, exporters and their Clearing and Forwarding Agents is more crucial as they are required to take timely action, submitting bill of entry & bill of export at the first available opportunity and pay the duties and taxes immediately after assessment and take delivery of the goods from the port.

Minimizing congestion of the port: Congestion ofChattogram Sea Port is the biggest challenge in the international trade in Bangladesh as 70% of imports and 80% of exports are conducted through this port. While other Sea and River Ports remain under utilized, dependence on this port is out of comprehension. Customs can help very significantly in the reduction of congestion of the Chattogram Sea Port by taking the following initiatives-

- Ensuring submission& registration of a cargo manifest prior to the departure of a vessel from the last port of call, creating opportunities for completion of most of the activities before the arrival of the vessel and goods;
- Completion of the following activities of the consignments of Yellow Lane before the arrival of the vessel-
    - Submission & registration of Bills of Entry;
    - Checking of documents;
    - Classification of goods;
    - Assessment of goods; and
    - Payment of duties and taxes.
- Completion of the activities by the Chattogram Port authority before the arrival of ships and the goods, such as-

a) Collection of River Dues: Can be collected in advance before the arrival of the ship;
b) Lift-on charge (charge for lifting container): Can be collected in advance before the arrival of the ship; and
c) Repairing charge (charge for repairing of container Tk. 5/ for each container): Can be collected in advance before the arrival of the ship; etc.

Completion of the above activities before the arrival of the vessel and issuance of Exit Note and delivery of the goods immediately upon arrival is easy and does not involve any cost. If this is done 80% of the consignments falling into Yellow Lane will be cleared in no time. Many of the consignments could be delivered directly from the vessel. If the procedures of actions proposed are done simultaneously by Chattogram Custom House and Chattogram Sea Port authority, clearance of bulk of the goods of Chattogram sea port will be significantly faster contributing minimizing congestion to a remarkable level.

Reduction of turnaround time of a vessel: Turnaround time ofvessels coming to the ports of Bangladesh is one of the highest. Clearance process is very slow and ships are required to remain at the outer anchorage for a number of days, sometimes a couple of weeks. Getting berth at a jetty is uncertain. This is due to the congestion of the ports and congestion occurs due to slowness in the clearance process of goods, all these resulting in longer turnaround time of vessels at the sea ports in Bangladesh. This issue will be addressed if-

- Complete manifests are submitted and registered prior to departure of vessels from the last port of call;
- Goods are cleared within the free time; and
- The congestion of the portis reduced.

Reduction of cost of doing business: This is the net result of the introduction and implementation of different trade facilitation measures that includes implementation of Single Window. It is the consequence of simplification and streamlining of the business processes of import and export. This is the result of elimination of unnecessary & redundant steps and submission of documents in excess of requirements. This is the consequence of elimination of distortions that crept in the business processes in a gradual process.

Introduction of Exit Note:'Exit Note System' was piloted& rolled out to some Customs Houses and Land Customs Stations during the period of implementation of AW System in 2013. As update received, the system has been expanded to all the Customs Houses and most of the Land Customs Stations. Some Land Customs Stations remain out of its net. The remaining Land Customs Stations need to be covered without any delay. The critical issue is the appropriate& standard implementation of the measure at all the Customs Houses and Land Customs Stations without compromise. The authority should remain alert to make sure that the system remains standard and similar at all the points and not distorted.Whoever is the owner of the Warehouse generates 'Exit Note.' The following are the entities that generate 'Exit Note'-

- All the Sea Port Authorities;
- Bangladesh Biman for all the Airport Authorities;
- Courier Services of Dhaka Custom House; and
- All the Land Port Authorities.

The Clearing & Forwarding Agent goes to the Warehouse owner after payment of duties and taxes with the copy of the bill of entry to get the 'Exit Note' issued by the Warehouse owner for taking

delivery of the goods. Exit Note is effected by Customs officers posted at the delivery gate.

Implementation of Single Window whether Customs centric, national or regional is not a panacea addressing all the problems of international trade. It is just one of the many trade facilitation measures recommended by WTO TFA. This is not a mandatory provision; members of WTO are encouraged to implement Single Window. Too much expectation from Single Window might lead to frustration. We must keep in mind that not all Single Windows are successful Single Windows. There are stories of unsuccessful Single Windows. We do not want to see that our Single Window fails. To make sure that it does not fail we will have to take all the necessary steps for proper implementation of it and make it sustainable. Many projects do not become sustainable. We must take lesions from other countries' experiences and take right initiative at the right time for its sustainability.

Single Window is basically automation of the business processes of Customs clearance and electronic interfacing with the participating agencies.Practice of uniform system with regard to submission of documents, steps required, payment of duties and taxes, etc. capitalizing the electronic platform available for facilitation of trade is necessary for right implementation of Single Window.

Success of Single Window largely depends on proper mapping of the existing business processes, identification of the shortcomings and careful & efficient preparation of to be processes. Of course, reengineering of to be processes, making a prototype, piloting of the prototype and rolling out are equally important. One of the challenges is making it

sustainable. Single Window desperately demands simplification and streamlining of the business processes for its success and sustainability. Then, this is a common demand for the implementation of all the trade facilitation measures and modernization of Customs Administration. To make it efficient and sustainable all the Custom Houses will have to follow common and standard business processes. Similarly, all the Land Customs Stations will require to put in practice same and standard business processes.

The writer is Member (Retd.), National Board of Revenue,
National Consultant, BSW

Digital Customs
Administration to Spearhead Cross-Border Paperless Trade

Noor Md. Mahbubul Haq

29 August 2017 marks an important milestone for Bangladesh to its journey towards establishing "Digital Bangladesh". On this date Bangladesh signed the *"Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Paperless Trade in Asia and the Pacific"* as one of the first pioneer countries.

Although sometimes misleading, "paperless" trade does not mean "without paper" rather it means trade taking place on the basis of electronic communications, including exchange of trade-related data and documents in electronic form. The objective of the Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Paperless Trade is to promote cross-border paperless trade by enabling

the exchange and mutual recognition of trade-related data and documents in electronic form and facilitating interoperability among national and sub-regional single windows and/or other paperless trade systems, for the purpose of making international trade transactions more efficient and transparent while improving regulatory compliance.

There is no denying that trade is the engine of growth and development. An efficient, unimpeded international trade transaction leads to trade creation and economic growth. Paperless digital data and document transaction across borders in international trade can make the business process more simplified, efficient and transparent by improving regulatory compliance and removing the bureaucratic red-tape. Implementation of the Agreement on Trade Facilitation adopted at the ninth Ministerial Conference of the World Trade Organization through facilitating mutual recognition and exchange of trade-related data and documents in electronic form between countries is now a priority which would significantly reduce transit time and costs and enhance trade and development opportunities.

Bangladesh entered in to the era of paperless trade to ensure an efficient trade environment by reducing hassles in cross-border trade and expeditious customs clearance. It aims at accelerating the implementation of digital trade facilitation measures for trade that will reduce time, cost, red-tapism, harassment and improve ease of doing business in cross-border trade.

The world is transforming digital faster than we could have imagined. The public and private sectors are also turning online just as fast as the demand of the time. The emerging technologies such as Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IOT), Big Data/Data Science, 3D-printing, Blockchain technologies, drones, self-driven vehicles, machine visions etc. are driving the 4th Industrial Revolution (4IR). Application of Information and Communications Technology (ICT) is everywhere in today's workplace. Customs, as a global organization and in the center of

trade operations, is also adopting and adapting with the demand of the time by transforming it into digital Customs.

Digital Customs means using digital systems to collect and safeguard Customs duties, to control the flow of goods, people, conveyances and money, and to secure cross-border trade from crime, including international terrorism which continues to rear its head across the globe. The Digital Customs initiative aims to replace paper-based Customs procedures with electronic operations, thus creating a more efficient and modern Customs environment in tune with global developments. Embracing new digital technologies in Customs administration is a signal of its aspiration to further develop digital solutions and services, making life easier for the trade community, other border agencies and Customs officers, and to further adopt enabling technologies, such as the use of big data, telematics and the Cloud, to help increase operational performance, and to facilitate the reinvention of the way we do business.

Digital trade facilitation refers to the application of modern information and communication technologies (ICTs) to simplify and automate international trade procedures. It is rapidly becoming essential to maintaining trade competitiveness and enabling effective participation in cross-border e-commerce.

Paperless trade generally refers to the conduct of international trade transactions using electronic rather than paper-based data and documents. It is more formally defined in the Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific as trade “taking place on the basis of electronic communications, including exchange of trade-related data and documents in electronic form”. The ultimate goal of paperless trade is to dematerialize all information flows associated with a given transaction for all stakeholders, paperless trade initiatives generally focus on facilitating data and documents flows between businesses and government and/or between governments.

Paperless trade generates significant economy-wide savings, including direct savings to traders in the form of lower compliance costs, as well as indirect savings from faster movement of goods and lower inventory costs. It also enhances opportunities for SMEs to participate in cross-border trade, affords timely availability of shipping documents and reduces errors associated with re-keying of data. In addition, through reduction in clearance times, it can increase port efficiency and reduce port congestion and related problems.

Importantly, the use of electronic rather than paper documents can also help enhance regulatory control and compliance by governments, especially when relevant data and documents can be exchanged among agencies and across borders. In particular, the availability or more accurate and timely data in electronic form can enable trade control agencies to more efficiently evaluate the compliance risks associated with individual shipments, enabling them to identify high-risk transactions, ultimately boosting Customs revenue while also speeding up the trade of compliant traders. The paperless trade and cross-border paperless trade measures include:

1. Electronic/Automated Customs System established (e.g., ASYCUDA);
2. Internet connection available to Customs and other trade control agencies at border-crossings;
3. Electronic Single Window System;
4. Electronic submission of Customs declarations;
5. Electronic Application and Issuance of Trade Licenses;
6. Electronic Submission of Sea Cargo Manifests;
7. Electronic Submission of Air Cargo Manifests;
8. Electronic Application and Issuance of Preferential Certificate of Origin;
9. E-Payment of Customs Duties and Fees;
10. Electronic Application for Customs Refunds.

In order to implement cross-border paperless trade the following six regulatory measures are to be ascertained:

1. Laws and regulations for electronic transactions are in place (e.g. e-commerce law, e-transaction law);
2. Recognized certification authority issuing digital certificates to traders to conduct electronic transactions;
3. Engagement of the country in trade-related cross-border electronic data exchange with other countries;
4. Certificate of Origin electronically exchanged between your country and other countries;
5. Sanitary and Phytosanitary Certificate electronically exchanged between your country and other countries;
6. Banks and insurers in your country retrieving letters of credit electronically without lodging paper-based documents.

Until 2018, it was a conscious decision of Bangladesh not to sign any bilateral free trade agreement (FTA) with any country. The reason behind it was very simple, since Bangladesh, as an LDC, was enjoying unilateral DFQF facility to most of her important export destinations so it was not necessary to sign one for reciprocating similar facility to the other country. But as Bangladesh is set to graduate from LDC, the DFQF facility will come to an end by the year 2026. Accordingly, it is now a priority of the Ministry of Commerce to sign bilateral FTAs with the important trading partners to protect erosion of export earnings. It is now envisaged as a major instrument to face graduation challenge.

Large majority of recent FTAs are now accommodating one more measures aiming to exchange trade-related data and information electronically. In many cases, recent FTAs are found to go further than the WTO TFA in promoting digital trade facilitation and the application of modern information and communication technologies to trade procedures. In the modern FTAs there are articles dedicated to “Paperless Trading” or

"Paperless Trade Administration", even provisions related to more specific paperless trade measures are found on Customs and trade facilitation as well as on e-commerce.

Whether we like it or not, the digital transformation of trade will happen. In order to assess our preparedness we must ask questions regarding whether we ready in terms of measures related to-

a) Acceptance of Electronic Copies;
b) E-submission of Trade-related Documents;
c) E-system for SPS Certification;
d) E-system for Certificates of Origin (COO);
e) Electronic Record-keeping;
f) E-payment System;
g) Electronic/Automated Customs System;
h) Electronic Single window;
i) Laws for Electronic Transactions;
j) Promoting E-certification and E-signature;
k) Trade-related Electronic Data Exchange;
l) International Standards for Paperless Trade.

Customs administration plays central role in trade operations. Trade facilitation activities also spin around Customs. Implementing provisions of cross-border paperless trade can facilitate exchanging trade-related data and documents in electronic form in a secure environment; which would enable business enterprises to operate more efficiently in international trade. Establishing digital Customs administration can create an enabling legal environment to maximize the benefits associated with cross-border paperless trade to attain sustainable development.

The writer is currently working in Head of Foreign Trade Agreement Wing, Ministry of Commerce as Additional Secretary.

স্বর্ণ আটকের পেছনের কাহিনি

ড. মইনুল খান

সামনে আটক স্বর্ণের চালান। টেবিলের ওপর সাজানো। এখনো গণনা শেষ হয়নি। সদ্য ধরা পড়েছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ছুটাছুটি করছে। সম্প্রতি কয়েকটি আলোচিত স্বর্ণ চোরাচালানীর মধ্যে এটি বৃহৎ হবে। যে কৌশলে ধরা হয়েছে, সেটি অভিনব। গত কয়েকদিন ধরে চেষ্টা সফল হয়েছে বলে হয়তো এই আনন্দ। কাহিনির বর্ণনায় কেউ তৃপ্ত। এখন সবার পদমর্যাদা সমান হয়ে গেছে। দলের সদস্যরা দলনেতাকে এমনভাবে সম্মোধন করছে, তারা যেনো সমমর্যাদার কলিগ। দলনেতাও স্টাফদের একইভাবে ভাবছে। কাঁধে হাত রাখছে। বন্ধুর মতো ব্যবহার। সদর দপ্তরের আরো কর্মকর্তা যোগ দিলো আনন্দে।

দুই সপ্তাহ ধরে খবর, বড় চালান বিদেশে থেকে আসবে। টাকার মূল্যমান কত জানা যায়নি। শুধু বলা হলো, বিজি ০৪৮। বিমানটি দুবাই থেকে আসবে। এটি হবে পাচারের বাহন। বিমানের ঐ ফ্লাইটটি ঝুঁকিপূর্ণ। বেশ কয়েকবার বিমানে চালান ধরা পড়েছে। এখন কার কাছে, কীভাবে পাওয়া যাবে সে তথ্য নেই। এ এক মহাযজ্ঞ। সমুদ্রে মুক্তা খোঁজার মতো। এর আগেরটা হাতছাড়া হয়েছে। ঘটনা মূল্যায়নের পালা। মোবাইলে কল।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ ঐ চালানটি কীভাবে চলে গেলো? আপনারা কী করেছেন?

ঃ স্যার, ট্রাকিং করে হাতেনাতে ধরা কঠিন। ইনফরমারের কাছ থেকে নতুন তথ্য এসেছে। প্রথম চালানটি সম্পর্কে ওরা আগে থেকে জেনে গিয়েছিল। ওরা অন্যপথে নিয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয় চালান আসবে। এটিও স্বর্ণ।

ঃ ০০৮১ (গোয়েন্দা কোড) কে আমার কাছে হাজির করো। আমি কথা বলতে চাই। এবার আমি নিজে মনিটরিং করবো।

ঃ স্যার, ০০৮১ ক্রিমিনাল দলের একজন। লোকটি সামনে আসতে চায়না। খবর পাঠিয়েছে, ভালো সোর্সমানি দিলে সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য দিবে।

ঃ কথা বলে ঠিক করতে হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সোর্স মানি পাবে। কথা বলো। সঠিকভাবে সোর্সমানি ব্যয় করতে চাই।

গোয়েন্দা অফিসার কথা বলছে। এই গোয়েন্দার চৌকষত্বে কয়েকটি নজরকাড়া মামলা হয়েছে। তার কথায় হতাশ হলেও, উত্তেজনা প্রশমন হলো না। গোয়েন্দাদের উৎসাহ দেখে প্রথমে অস্বস্তি লাগলেও, পরে দেখলাম এটি স্বাভাবিক। চাঞ্চল্যকর মামলা হলে, সবার মাঝে প্রশান্তির ঝড় বয়ে যায়। ধরা না পড়া পর্যন্ত উত্তেজনার রেশ থেকে যায়। ঐ গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে ডাকালাম। ধীরে ধীরে বের করার চেষ্টা। পেছনের কাহিনি জানতে। সাথে আরো দুজনের সাথে একান্তে কথা বললাম। জানলাম, ইনফরমার অন্য কেউ নয়। সংবাদ দেয়া তার পেশা। ক্রিমিনাল গ্রুপের একজন। গ্রুপের সাথে মিশে গেছে। ইনফরমার ০০৮১ মনোযোগ অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। আরো দুটোর ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে। অনেকদিন টেলিফোনে কথা হয়েছে। সামনে আসতে চায় না। ভিন্ন প্রকৃতির। মোবাইলের নম্বরও অনেকগুলো। কল ব্যাক করা যায় না। যখন সোর্স করবে তখনই কথা। চালান আসছে এটি নিশ্চিত। অন্য সোর্স থেকেও খবর পাচ্ছি। বিদেশি সোর্সও সেটি ইঙ্গিত করছে। এই সোর্স ৮ কেজি স্বর্ণের চালান ধরিয়ে দিয়েছে। পরিত্যাক্ত অবস্থায়। টয়লেটে পড়ে থাকা ছিলো। কমোডের উপরের অংশে পানির ভেতর দুটো স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো প্যাকেটে লুকায়িত। সোর্স এয়ারপোর্টে কাজ করে, এটি নিশ্চিত। বনিবনা হয়নি। তাই হয়তো ধরিয়ে দিয়েছে। চালানটি ধরা পড়লেও কৃতিত্ব নেয়ার কিছু নেই। সোর্সমানির কথা বলে বাজিয়ে দেখছে।

ঃ আজকের চালানটির সোর্সকে খবর দাও।

ঃ স্যার, ওরতো মোবাইল নেই।

ঃ ঠিকানা জানো?

ঃ জ্বি না স্যার। কোথায় থাকে জানায়নি।

কালা গোলাম। গায়ের রং কালো। তাই কালা গোলাম। চুল এলোমেলো। সামনের দুটো দাঁত নেই। গোফ আছে। বয়স ৪০। ময়লা রঙের শার্ট। পায়ে স্লিপার।

তিনদিন ধরে দেখছি। বাইরের গেস্ট রুমে বসে আছে। পিএ-র কাছে স্লিপ দিয়েছে। টেবিলে পৌঁছায়নি। স্লিপে পরিচয় নেই। পদ নেই। শুধু কালা গোলাম। পিএ এই স্লিপ টেবিলে দিতে রাজি না। দর্শনার্থী উদ্দেশ্য পরিষ্কার করছে না। শুধু বলছে, স্যারকে বলবো। সকালে আসার আগে গেস্ট রুমে দেখলাম। সন্ধ্যায় যাবার সময় একইভাবে বসে আছে। পরপর তিনদিন। দূর থেকে সালাম দিলো। ভাবলাম, অন্য কর্মকর্তার কাছে এসেছে। কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

ঃ লোকটি কে? পরপর তিনদিন দেখছি। কার কাছে এসেছে? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে দেখছি।

ঃ স্যার লোকটি তিনদিন আসছে ঠিক। কিন্তু নাম, পরিচয় ঠিকমতো বলছে না। একেকসময় একেকরকম কথা। কথাবার্তায় এলোমেলো। কোন ঠিকানাও দিচ্ছে না।

ঃ এখন কোথায়?

ঃ আজ তাড়াতাড়ি চলে গেছে।

ঃ মোবাইল নম্বর দিয়েছে? কল করে নিয়ে আসো।

ঃ স্যার তার কোন মোবাইল নেই। বলছে কাল দুপুরের পর আসবে। দুপুরের খাবার খেয়ে আসবে। এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। তিনদিন দুপুরে কিছু খায়নি এখানে। আমরা শুধু দুই কাপ চা দিয়েছি। সাথে টোস্ট বিস্কুট।

ঃ কী মনে হয়ে তোমাদের? লোকটি কে? কেন এসেছে?

ঃ স্যার মনে হয় সাহায্যের জন্য হতে পারে। এর আগে আরেকজন এসেছিলো ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য। তাকেও বিদায় করে দিয়েছি।

ঃ কী করে বুঝলে, সাহায্যের জন্য? আত্মীয়তার সম্পর্কওতো হতে পারে।

ঃ স্যার তাহলেতো ঠিকানা বলতো।

ঃ ঘটনাটি সন্দেহজনক। সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখবো। রিউইন্ড করো। মনিটরে নিয়ে আসো।

অস্থির। এলোমেলো। কখনো বসা। কখনো দাঁড়ানো। সারাদিন দুই কাপ চা। সাথে বিস্কুট। প্যাকেটের বিস্কুট শেষ করেছে। এটি ওর লাঞ্চ। ঘুমাতেও দেখলাম কিছুক্ষণ। সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অপেক্ষা। গেস্ট রুমে কেউ আসলে চা দেয়ার নিয়ম চালু। সরকারি অফিসের ভাবমুর্তির জন্য এটি করা। এখানে প্রয়োজন না হলে কেউ আসে না। নামি-দামি লোক আসবে। নিজেদের সমস্যা নিয়ে কথা বলবে। হয়তো ন্যায়সঙ্গত সমাধান হচ্ছে না। প্রতিকার পেতে আসছেন। কারোর পরিচয়ে আসছেন। কেউ সরকারকে সাহায্য করতে। অংশীদারিত্ব আছে অনেকের সাথে। কেউ তথ্য দিয়ে, কেউ মূল্যায়ন নিয়ে, কেউ ভবিষৎ পরিকল্পনায় অবদান রাখতে আসছেন। আত্মীয়-স্বজনও আসতে পারেন। কোন আত্মীয়-স্বজন বাসায়

যেতে পারেন না। সময়ও হয় না। অফিসে হ্যালো বলে চলে যান। চাকরি প্রার্থীরাও আসেন কোন রেফারেন্স নিয়ে। কোনটা সম্ভব হয়, কোনটা হয় না। যে লোকটা আজ আসলো তিনি কে? কোন পরিচয় দিচ্ছে না। শুধু কালা গোলাম বলছে। পরেরদিন আসলে দেখা করতে দিতে বললাম। এজাতীয় ভুল যেনো আর না হয় সতর্ক করলাম। দেখা করতে দিতে হবে। দুই মিনিট হলেও দিতে হবে। কার কী প্রয়োজন বলতে দিতে হবে। সরকারি অফিস। সবার জন্য উন্মুক্ত। সেবা পাওয়া সবার অধিকার। এটা দেয়াও কাজের অংশ। ইয়েস স্যার, বললো পিএ ফারুক।

চা। সাথে আলমন্ড। বাদাম। স্ন্যাকস হিসেবে খাচ্ছি। দৈনিক পত্রিকায় চোখ। হেডলাইনগুলো পড়ছি। বিস্তারিত পড়ার সময় নেই। হাতে অনেক কাজ। ড্রাফট হাতে। সংশোধন করতে হবে। প্রেজেন্টেশন স্লাইড তৈরি করতে হবে। শ্রিলঙ্কায় ন্যাশনাল কন্টাক্ট পয়েন্টের বার্ষিক বৈঠক। এবার কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হবে। গেলোবার ভিয়েতনামের ডানাঙ সিটিতে হয়েছে। বছরের আলোচিত গোয়েন্দা ঘটনা শেয়ার করতে হবে। স্বর্ণ, মুদ্রা ও মাদকের কয়েকটা ঘটনা এবারে স্থান পাবে। কেন চোরাচালান হচ্ছে, প্রধান বৈশিষ্ট্য কী, উৎপত্তি স্থান কী, কোথায় যাচ্ছে? অন্যদের সাথে মিলিয়ে দেখা। মিনি কনফারেন্স রুমে সভা ডেকেছি। সদর দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত। পরেরদিন সকাল ৯:৩০টা। পাঁচ মিনিট বেশি হয়ে গেছে। সময়মতো শুরু না করলে অন্য সভাগুলো পিছিয়ে পড়বে। পিএ ফারুক দুবার বাজ দিয়েছে। পিএ সেটে রিং। স্যার, ঐ লোকটা এসেছে। স্লিপ দিয়েছে। টেবিলে দেয়া হয়েছে। আবার যে কোন সময় চলে যেতে পারে।

ঃ এখন কেন এসেছে? আমারতো এখন মিটিং।

ঃ স্যার জানি না। তবে আবারো বলছে জরুরি।

ঃ দুপুরের পর আসার কথা না?

ঃ জ্বি স্যার। কালকে তেমনটাই বলেছে।

ঃ ভেতরে আসতে বলো।

গার্ড আসলাম দরজা খুলে দিলো। এখন ভেতরে। বসতে দিলাম। উসকুখুসকু। দুর্বল চেহারার। পাতলা গড়নের। শেভ করেনি। খোঁচা দাড়ি। দাঁতে ময়লা। হাতে ছোট হ্যান্ড ব্যাগ। ব্যাগে ভারি কিছু আছে। দামি ব্রান্ডের হবে। কালো রঙ। অফিস ব্যাগ। ভেতরে কী আছে? হয়তো ডকুমেন্টস। অন্য কিছুও হতে পারে। কোন ডিভাইস? অস্ত্র? বের করলে কী হবে? এলোক অচেনা। সোর্স হতে পারে। সোর্স এমন হবে কেন? এই বেশ কেন ধরবে? এক চোখ লাল। অন্য চোখ স্বাভাবিক। চাহনি অস্বাভাবিক। বেশভুষার সাথে ব্যাগটি বেমানান। কদিন ধরে আসছে। কোন কারণ ছাড়া আসার কথা নয়। আজ শুনতে হবে। মিটিং দেরি হলেও ম্যানেজ করে নিবো। যুগ্ম পরিচালককে সভা চালিয়ে নিতে বললাম।

ঃ বসুন প্লিজ। কী নাম?

ঃ কালো গোলাম।

ঃ কী, কালো গোলাম? আপনার আসল নাম কী?

ঃ যেইটা বলছি সেইটাই।

ঃ চা, বিস্কুট দিতে বলি?

ঃ জ্বি স্যার। দেন। ভুখ লাগছে। দিতে বলেন।

ঃ কোথায় থাকেন?

ঃ এয়ারপোর্টে।

ঃ এয়ারপোর্টেতো ঘরবাড়ি নেই। এয়ারপোর্টের কোন জায়গায় বাসা? উত্তরায় থাকেন?

ঃ না স্যার। আমি গরীব মানুষ। এয়ারপোর্টের রেলস্টেশনে থাকি।

ঃ কী করেন?

ঃ চুরি।

ঃ মশকরা করছেন?

ঃ না স্যার। আমি মশকরা করি না। আপনার সাথে মশকরা করুম ক্যান?

ঃ চুরি করা কী পেশা হতে পারে? আসলে কী করেন বলেন?

ঃ স্যার আমি চুরি করি চুরি।

ঃ কী চুরি করেন?

ঃ যহন যা পাই। এই যে দ্যাহেন ব্যাগ। সকালে চুরি কইরা ব্যাগ আনছি। বাসে আইতাছি। বাসের ভেতর থেইক্যা এইটা লইছি।

ঃ কী আছে এর ভেতরে?

ঃ কাগজপত্র। পাঁচশো ট্যাহা। একটা মোবাইল। আর এই ব্যাগটা।

নিশ্চিত হলাম। নাশকতা করার কিছু নেই। অজানা ভয়টা কেটে গেলো।

ঃ এখন কী করবা?

ঃ ট্যাহা দিয়া বাস ভাড়া দিছি। মোবাইল ও ব্যাগটা বায়তুল মোকাররমে বিক্রি করমু। কাগজপত্র ফালাইয়া দিমু।

ঃ আমার কাছে কী? কেন এসেছেন?

ঃ স্যার, একটা নিউজ দিমু।

ঃ কিসের নিউজ?

ঃ স্যার গোল্ডের।

ঃ কী গোল্ডের!

ঃ স্যার, তিনজন লোক প্রতিরাতে স্টেশনে আসে। দুজন এয়ারপোর্টে কাজ করে। বাইরের একজন। তিনজনে মিলা কথা কয়। গোপন কথা। আমি পাশ থেকে শুনি। হেরা কি জানি লেনদেন করে। ট্যাকা-পয়সা হবে। পাশে একটা প্যাকেট পইড়া ছিলো। উঠাইয়া দেখি ভেতরে গোল্ড। পরে আইস্যা হাত থেকে কাইড়া লইয়া গ্যাছে।

প্রথমে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। বলে কী এই লোক? একে তো জামাই আদর দিতে হবে। বেল দিলাম। গার্ড আসলমাকে বললাম, নাস্তা দিতে। ভালো করে চা বানাতে। ওয়াশরুমে গেলাম। সামনে কালা গোলাম। গার্ডকে রুমে রাখলাম। একা থাকলে ডিজি-র রুমে চুরি হতে পারে। ফিরে এসে আবার একান্তে কথা।

ঃ আপনি কী আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে পারবেন?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ কী আছে আপনার কাছে?

ঃ এই নিন স্যার।

ঃ এটিতো একটা স্কেচ ম্যাপ।

ঃ কবে স্বর্ণ আসবে?

ঃ দুই একদিনের মধ্যে। বুধবারের কথা কয়েকবার শুনছি।

ঃ কোন ফ্লাইটে?

ঃ জানি না। তবে হেরা দুবাই দুবাই করতাছিলো।

ঃ এয়ারলাইন্স?

ঃ তাও জানিনা।

ঃ এখানে কে আসতে বলেছে?

ঃ স্যার, স্বর্ণের পোটলা কাইড়া নেয়ার সময় আমাকে দুশো টাকা দিতে বলছিলাম। দ্যায় নাই। হাতের থেকে সোনা কাইড়া লইয়া গ্যাছে। ওস্তাদকে ঘটনা বলছি। ওস্তাদ আমাকে আপনার অফিসে আসতে কইছে। বিষয়টা জানাতে। ওস্তাদ ঠিকানা দিছে।

ঃ এই কাগজটা কোথায় পেলে?

ঃ পইড়া ছিলো। প্যাকেটা নিয়া তাড়াতাড়ি নিয়া গ্যাছে। এইটা নিচে ছিলো। তুইল্লা পকেটে লইছি। কী আছে জানি না।

ঃ আপনি চুরি করেন, পুলিশে ধরা খান নি?

ঃ খাইছি। পুলিশ এখন আর ধরে না। ধরলেও কিছুদিন থাইক্যা চইল্যা আসি। নেশা করি। নেশা করা লোক হাজতে রাখে না। চিৎকার করলেই ছাইড়া দেয়।

স্যান্ডউইচ খাচ্ছে কালা গোলাম। ক্ষুধার্ত। এসব খাবার স্বপ্নের মতো। মিষ্টিও শেষ করলো। সাথে চা। চিনি নিজেই নিলো। তিন চামচ। বিস্কুট ভিজিয়ে চা খাচ্ছে। ক্ষুধা মিটাচ্ছে। পকেটে হাত দিলাম। ৫০০ টাকার দুটো নোট দিলাম। খুব খুশি হলো। বললাম, তিনদিন যাতায়াত ভাড়া। আর খাবার খরচ। এখানে আসার জন্য চুরি করতে হবে না। যদি পাওয়া যায় আপনাকে সোর্স মানি দিবো। ভবিষ্যতেও চুরি করতে হবে না। ভালো থাকবেন। কনফিডেন্সিয়াল সহকারীকে ডেকে সবকিছু বুঝিয়ে দিলাম। কালা গোলামকে নিয়ে যেতে বললাম। রেজিস্ট্রারে নাম, পরিচয় ও স্বাক্ষর রাখতে বললাম। সোর্সমানি দাবি করতে এসবের প্রয়োজন হবে।

টিম 'বি' কে খবর দিলাম। সবাই হাজির। মিনি কনফারেন্স রুমের সভাটি শেষ হয়েছে। শ্রিলঙ্কায় সভার স্লাইডগুলো অনুমোদন করে দিলাম। অন্য মিটিং কাটছাট করতে হলো। কালা গোলামের তথ্য নিয়ে আলোচনা। বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ। কেউ বলছেন, এটি ভুয়া। কাল্পনিক। নেশাখোর ও চোর থেকে সাবধান। এদের থেকে কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে না। অভিযান ব্যর্থ হবে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে অভিযান হলে আমাদের রেটিং কমে যাবে। স্টেকহোল্ডাররা আমাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা নিবে। এতোদিনকার সাফল্য ম্লান হতে পারে। আমাদের প্রফেশনাল সোর্স আছে, নিজস্ব বিশ্লেষণ রয়েছে। নেটওয়ার্কের তথ্যও কাজে লাগাচ্ছি। নিজেদের উপর ভর করা ভালো। চোরের দেয়া এই তথ্যটি উড়ো খবর। কেউ হয়তো শত্রুতা করে কালা গোলামকে এখানে পাঠিয়েছে। নাশকতা করার জন্যও হতে পারে। যার পরিচয় নেই, তাকে মোটেই আমলে নেয়া উচিত হবে না।

দ্বিমত পোষণ। এই অফিসে যতোগুলো কাজ হয়েছে বেশিরভাগ নির্ভরযোগ্য সোর্সের। অপরিচিত সোর্সেও হয়েছে। তবে কম। এই সোর্সকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না। গোয়েন্দা কর্মকর্তা কিসমত ফ্লোর নিয়ে বললো, স্যার যে তথ্য আছে তা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কিসমত তিনটে কারণ দেখালো। প্রথমত, কালো গোলাম নিজে থেকে এসেছে। আসার আগে ওস্তাদের সাথে কথা বলেছে। ওস্তাদ ঠিকানা দিয়েছে। গোলাম নিজে চোর হতে পারে। কিন্তু তার ওস্তাদ কিছুটা খোঁজ-খবর রাখে। ওস্তাদ সঠিক জায়গায় পাঠিয়েছে। দ্বিতীয়ত, কালা গোলাম এখানে এসেছে ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে। এখানে 'ডিপ্রাইভেশন ফ্যাক্টর' কাজ করছে। সোনার পোটলা হাত থেকে কেড়ে নেয়ার সময় দুশো টাকা চেয়েছিলো। এটি না পেয়ে ওর মনে ক্ষোভ জন্মেছে। কাজটা অবৈধ। এটি দেখে ফেলায় ভাগ পাওয়া তার অধিকার। কিন্তু এটি না পাওয়ায় কালা গোলাম অসন্তুষ্ট। ক্ষুব্ধ মানুষ ক্ষোভ প্রকাশের জন্য সত্যি কথাই বলবে। তৃতীয়ত, এর দ্বারা তিনি লাভের আশা করছেন। ওস্তাদ নিশ্চয় জানেন সোনা ধরা পড়লে কিছু পাওয়া যায়। পত্র-পত্রিকায় হয়তো দেখেছে। ধরিয়ে দিতে পারলে তার ব্যক্তিগত লাভ হবে। চতুর্থত, কালা গোলাম থাকে এয়ারপোর্ট রেল স্টেশনে। এয়ারপোর্টের দুশো গজ দূরে। বের হলেই স্টেশন। এয়ারপোর্ট থেকে অপকর্ম করে রেল স্টেশনে চোরাচালানীরা জড়ো হতে পারে। লেনদেনও হতে পারে। গোলাম সবসময় থাকে। কী হচ্ছে নিজ চোখে দেখে। বারবার দেখলে সন্দেহ হবে। যে ঘটনাটি বলেছে তা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। স্কেচম্যাপ নিচে পড়েছিলো। এটি গোলাম হাতে করে নিয়ে এসেছে। অরিজিনাল মনে হয়। এটি ওর কাছে থাকার কথা নয়। কোন চক্রের কাজ। ভবিষৎ পরিকল্পনা করছে। এই স্কেচম্যাপ অনেককিছু ইঙ্গিত দিচ্ছে। পঞ্চমত, সবচেয়ে খারাপ লোকেরও কিছু জায়গায় নৈতিকতা টনটনে। চুরি করা লোকটির পেশা। এটি অকপটে স্বীকারও করে গোলাম। তবে বড় চুরির বিষয়টি তার নৈতিকতায় লেগেছে। কোন সুক্ষ্ম বিবেক তাকে তাড়িত করেছে। নইলে কেন সে পরপর তিনদিন না খেয়ে বসে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা না মিলছে ততক্ষণ তৃপ্তি পাচ্ছে না।

বিস্তারিত বিশ্লেষণ। পক্ষে-বিপক্ষে মতামত পাওয়া গেলো। বললাম, এধরণের সভায় উম্মুক্ত আলোচনা দরকার। যার যেমন অভিজ্ঞতা তেমনি বিশ্লেষণ হবে। ভালো-মন্দ দিক ব্যাখ্যা করতে হবে। আলোচনায় সবাই সমান অধিকার পাবে। পদমর্যাদাভেদে সবাই মতামত ব্যক্ত করবে। 'ডাইভারসিটি' জ্ঞানের অন্যতম উৎস। আরো অনেক মত আসলো। সদস্যরা জানে উম্মুক্ত আলোচনায় সবাইকে অংশ নিতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ মতামত দেয়া পেশাদার কর্মকর্তার আমলনামার অংশ। উৎসুক হয়ে মত দিবে। গার্ড আসলাম বললো, স্যার আমার মনে হয় ঐ চোরটা চুরি করার জন্যই এই অফিসে আসছে। তার চাহনি ভালো মনে হয়নি। আপনার টেবিলের শোপিসটার দিকে তাকাইতেছিলো। ওয়ালের ঘড়ির দিকেও। আজকে আইসা রেকি কইরা গেছে। পরে আবার আসবে। শোপিসটা হাতে নিয়া দেখছে। এই চোর দিয়া কোন কাজ হবে না।

ঃ এখানে আলোচনা শেষ। কালকে খুব সকালে আসতে বলো। টেলিফোনে জানিয়ে দাও। পরশুদিন অভিযান।

ঃ স্যার টেলিফোন নম্বর নেই। মোবাইল ব্যবহার করে না।

ঃ ওস্তাদের নামটি রেখেছো?

ঃ জ্বি স্যার। সাদা শ্যামল।

ঃ এটি আবার কী নাম?

ঃ স্যার, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমাকে বলেছে, চুল সাদা তাই নামের আগে সাদা। অরিজিনাল নাম শ্যামল। শ্যামল সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্য। এরা আবার ঐ এলাকার নেতার সাথে থাকে।

ঃ দুটো বিপরীত ধর্মী নাম। সাদা বনাম শ্যামল। টেলিফোন নম্বর রেখেছো?

ঃ না স্যার।

বুধবার অভিযান হবে। তথ্য সংগ্রহ শেষ। লিংকেজগুলো যাচাই হলো। ছোট চোর দিয়ে বড় চোর ধরতে হবে। কাটা দিয়ে কাটা। সবাই মেনে নিলো। সভার গ্রাউন্ড রুলস। যখন চাওয়া হবে তখন যে কেউ মতামত রাখতে পারবে। মতামতকে সম্মান দেখানো হবে। তা আমলেও নেয়া হবে। তবে যখন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, তা সবাইকে মানতে হবে। সিদ্ধান্তটি নিতে হয় সংস্থার বৃহৎ পরিসরে। কক্ষের ভেতরে যা ঘটছে তা কর্মকর্তারা দেখছেন। কক্ষের বাইরে কী ঘটছে তা বসকে সামাল দিতে হয়। সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, ত্যাগ ও অর্জিত ফল হিসেব করে বস সিদ্ধান্তটি নেন। জানিয়ে দিলাম, চোরের তথ্য কাজে লাগাতে হবে। আরো কিছু তথ্য সামনে আসলো। নেটওয়ার্ককে এলার্ট করা হলো। মনিটরিং হচ্ছে। তথ্য আরো সুনির্দিষ্ট করতে মনোযোগ। টিম 'এ'-র দলনেতা। একান্তে কিছু টিপস দিলাম। সাথের সদস্যদেরও। টিম 'এ' যেমন নির্ভরযোগ্য তেমন চৌকষ। সদর দপ্তরের ভরসা এই টিমের প্রতি। আগে বেশ কয়েকটি অভিযানে সফল হয়েছে। এবারেও হবে। সবাই ডিভাইস নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

টিমের সদস্যদের পূর্বের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম। সর্ববৃহৎ ১২৪ কেজি স্বর্ণ আটক হয়েছে ২৪ আগস্ট ২০১৩। এটি বিমানের এয়ারক্রাফটের নিচে কার্গো হোল্ড থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখানে সাধারণ যাত্রীদের প্রবেশাধিকার নেই। প্যানেলের স্ক্রু খুলে ইঞ্জিনের ভেতরে লুকায়িত ছিলো এসব স্বর্ণ। তদন্তে বের হয়েছে এই স্বর্ণ প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জের টয়লেটের কমোড খুলে নিচে ফেলা দেয়া হয়। যারা করেছেন তারা প্রশিক্ষিত। ভেতরের লোক জড়িত। অভ্যন্তরীণ সহায়তা ছাড়া এধরণের কাজ সম্ভব না। এগুলো কৌশলে আনা হলেও ছাড়িয়ে নেয়ার প্রক্রিয়াটাতেও অভ্যন্তরীণ সহায়তা প্রয়োজন। কারোর সহযোগিতা ছাড়া বাইরে নেয়া অসম্ভব। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে। ছবিসহ দেখানো হয়েছে কীভাবে সবচেয়ে বড় স্বর্ণ চোরাচালান সংঘটিত হয়েছে। এই ঘটনায় প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ১৪ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের ছবি দেখে টিমের সদস্যরা উৎফুল্ল। বুঝতে বাকি নেই কী করতে হবে তাদের।

ঃ তোমরা এখন কোথায়?

ঃ স্যার আমরা সবাই জড়ো হয়েছি।

ঃ ফ্লাইট কখন ল্যান্ড করবে?

ঃ সিলেট থেকে ছেড়েছে। দুবাই থেকে আসছে। বিজি০৪৮। এখন আকাশে আছে। সিলেট থেকে ৩০ মিনিটের ফ্লাইট। ১০ মিনিট হয়েছে সিলেট থেকে রওয়ানা হয়েছে। আমাদের টিমকে সেট করা হয়েছে। অন্য সংস্থার লোক সাথে আছে। তবে বিস্তারিত বলিনি। প্রয়োজন হলে বলবো।

এয়ারপোর্টে সকালে দুটো ঘটনা ঘটেছে। টিম 'এ' ৮টায় শাহজালালে হাজির। দুবাই ফ্লাইট আসবে ১০টায়। এয়ারপোর্ট সম্পর্কিত প্রস্তুতির জন্য এই আগাম উপস্থিতি। সকাল ৮:৩০ টায় গ্রিন চ্যানেলে যাত্রীকে গতিরোধ করে দুই কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করে। দুপায়ের জুতার নিচে স্কচ টেপ দিয়ে ১০টি করে ২০টি বার বহন করেছিলো যাত্রী। মনিটরে যাত্রীর হাটায় সন্দেহ হওয়ায় গতিরোধ করে তল্লাশি করে টিম সদস্যরা। জুতার ভেতর থেকে বের করে কোটি টাকার সোনার বারগুলো। অন্য ঘটনায়, কাস্টমস হলে বেল্টে ফেলে যাওয়া ২৬০০ কার্টন বিদেশি নিষিদ্ধ সিগারেট উদ্ধার করে। ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এই স্লোগান না নিয়ে বিদেশ থেকে সিগারেট আমদানি করায় আইন ভঙ্গ হয়েছে। এসব সিগারেট শুল্ক না দিয়ে পাচার হওয়ার আশঙ্কা ছিলো। টিমের সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে বেল্টে ফেলে চলে যায় যাত্রী। এই দুই উদঘাটন দিয়ে আজ টিমের যাত্রা শুরু। মনে হচ্ছে শেষটাও ভালো হবে। টিম 'বি' কেও রেডি রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে সদর দপ্তর থেকে মুভ করবে।

ঃ স্যার প্লেন ল্যান্ড করেছে। তবে বোর্ডিং বে-তে আসবে। বোর্ডি ব্রিজে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিলো। এখন বে-তে দেয়া হবে।

ঃ তোমরা কোথায়? পজিশন জানাও।

ঃ টিমের ৬ জন নিচে পাঠানো হয়েছে। ৫ জন কাস্টমস হলে। বাকিরা উপরে।

ঃ কিসমত কোথায়?

ঃ উপরে। আমার সাথে আছে।

ঃ ঐ ৩ জন প্যাসেঞ্জার কোথায়?

ঃ ওদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। চেকড ইন লাগেজ নেই। তাড়াতাড়ি নেমে গেছে। দ্রুত কেটে পড়ার চেষ্টা করায় গ্রিন চ্যানেলে আটকানো হয়েছে। তল্লাশি হয়েছে। এদের সন্দেহ করছি। এখনো কিছু পাওয়া যায়নি।

ঃ স্ক্যানিং মেশিনে কে আছো?

ঃ স্যার গোয়েন্দা টিম। ওরা ডাবল চেক করে দেখছে। সন্দেহ হলেই ম্যানুয়ালি খুলে দেখছে। এই ফ্লাইটে শতভাগ যাচাই করে দেখা হবে।

ঃ রামেজিং শুরু করেছো?

ঃ জ্বি স্যার। আমরা এখন প্লেনের ভেতর থেকে বলছি।

ঃ কী কী চেক করেছো?

ঃ সবগুলো সিট দেখেছি। সিটের নিচে। সিটের পাশে। লাগেজ চ্যাম্বারেও।

ঃ টয়লেট?

ঃ জ্বি স্যার। এই এয়ারক্রাফটি ভিন্ন প্রকৃতির। ১২৪ কেজির ফ্লাইটটির মতো নয়। নতুন এয়ারক্রাফট।

ঃ নিচে দেখেছো? কার্গো হোল্ড। যেখানে লাগেজ রাখে।

ঃ জ্বি স্যার। নিচের টিমটি দেখেছে। ভেতরে উঠে প্যানেল খুলেছে। বিমানের মেকানিক বাঁধা দিয়েছিলো। ওরা বলছিলো বিমানের সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া ভেতরের প্যানেল কেউ খুলতে পারবে না। এটি ওদের নিয়ম। পরে বলাকা ভবন থেকে ইঞ্জিনিয়ার এনে খুলে দেখেছি। কোন কিছু পাওয়া যায়নি।

ঃ ক্লিনারদের তল্লাশি করেছো?

ঃ জ্বি স্যার, উপর থেকে যারা নেমেছে তাদের তল্লাশি করেছি।

ওয়াকিটকিতে শুনলাম আরেকটা কাজ বাকি। ময়লার বিন চেক করা হয়নি। উচ্ছিষ্ট খাবারের ট্রলি। এগুলো একটু আগে নেমে গেছে। দলনেতা ছুটে গেলেন। এখনো বাইরে যায়নি। দ্রুত খোঁজা শুরু হলো উপরে থাকা গোয়েন্দাদের। কোথায় গেছে বুঝা গেলো না। সিসিটিভির মনিটরে রিউইন্ড করে দেখছে দলনেতা। এক্সিট গেটের কাছে। ৪ জন চারটি ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ৪টি ময়লার বিন। ৩ জন এক্সিট গেটে গেছে। ইউনিফরম পরা ক্লিনারদের থামানো হলো। প্রথমে ক্লিনারদের শরীর ও পরে ময়লার বিন তল্লাশি চলে। বাকি ৩ জন ক্যাটারিং সার্ভিস কক্ষে। খাবারের ট্রলি যেমনটি আছে তেমনটি। এখনো খোলা হয়নি। বিমানকর্মীর দ্বারা দ্রুত একেক করে খালি করা হলো ট্রলি। কোন কিছু মিললো না। হতাশ হলো না টিমের সদস্যরা।

কাস্টমস হলে ফিরে আসলো। আবার দ্রুত আলোচনায় বসলো গোয়েন্দারা। প্লেনের নিচের সদস্যরা পাহারা দিচ্ছে। অভিযান শেষ হয়নি। তারা অপেক্ষা করছে পরবর্তী নির্দেশনার জন্য। কাস্টমস হলে যাত্রীরা এখনো আছে। ভারী লাগেজ নিয়ে যাত্রীরা বের হচ্ছে। স্ক্যানিং মেশিনে গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। গ্রিন চ্যানেলে বাড়তি সতর্কতা। গোয়েন্দা কর্মকর্তা সিসিটিভি মনিটরেও পর্যবেক্ষণ করছে। কোন অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখলে রিপোর্টিং এবং তল্লাশি। ডজনখানেক যাত্রীকে বিশেষ তল্লাশির ব্যবস্থা নিচ্ছে। দৈবচয়ন ভিত্তিতেও যাত্রী নির্বাচন করছে। সেকেন্ডারি চেক। উন্নত দেশের এয়ারপোর্টেও এই রীতি অনুসরণ করা হয়। বাড়তি ঝুঁকি মোকাবিলায় এটি বিশেষ কৌশল।

ঃ স্যার, অভয় দিলে একটা কথা বলি?

ঃ চার্লি বলো।

ঃ স্যার চোরের তথ্য ঠিক না। ব্যাটা আমাদের বোকা বানিয়েছে। চোরের কাজ চুরি করা। স্বর্ণ ব্যবসার সাথে জড়িত থাকলে চুরি করতো না।

ঃ যে কেউ তথ্য দিতে পারে। আমরা তথ্য পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকি। তথ্য ক্রয় করি। তথ্যের জন্য অংশিদারিত্ব করি। অনেকের সাথে এমওইউ করছি। তথ্য যে কোন মাধ্যমে আসতে পারে। কোন তথ্য ফেলনা নয়। সকল তথ্যই বিশ্লেষণের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোনটা তাৎক্ষণিকভাবে কাজে আসে, কোনটি দূরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য। যা পাবে তাই কুড়িয়ে নিবে। সিদ্ধান্ত নেয়াটা স্বেচ্ছাধীন। তথ্য হাতে থাকলে সকল অপশন খোলা থাকে। তথ্যের জন্য সিদ্ধান্ত বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে।

ঃ সরি স্যার। বুঝতে পারিনি। আরো অপেক্ষা করবো। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত হবো ততোক্ষণ পর্যন্ত।

সদর দপ্তরে মনিটরে প্যাসেঞ্জার মুভমেন্ট দেখলাম। হুইল চেয়ারের প্যাসেঞ্জার সন্দেহজনক। পেছনে দুজন এয়ারপোর্টের কর্মচারী হাটছে। ইউনিফর্ম পরা। দুজন কেন হাটবে? একজন ঠেলছে, অন্যজন অনুসরণ করছে। যিনি অসুস্থ্য তিনি বয়স্ক নন। ৪০-৪২ বছর। স্লিম। পায়ে জুতা। চেহারায় অসুস্থ্যতার লক্ষণ নেই। কোন স্যালাইনের লাইনও নেই। অন্যজন কিছুদুর থেকে অনুসরণ করছে। কেন করছে? কিছু প্যাসেঞ্জার এখনো আছে। অল্প লোকের মাঝে লোকটি বেশি দৃশ্যমান। সিসিটিভি ক্যামেরায় ধারণ হচ্ছে। টের পাচ্ছেন না। আপন মনে আছে। নাকে হাত দিয়ে পরিস্কার করছেন। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। চার্লির চোখেও পড়েছে। গ্রিন চ্যানেলে থামানো হলো। জিজ্ঞাসা। ব্যাপকভাবে। সন্তুষ্ট নয় চার্লি। তল্লাশি কক্ষে আনা হলো। ফোনে জানালো, স্যার কিছু পাওয়া যায়নি। আজ শুরুটা ভালো গেলেও শেষটা খারাপ। বললাম, চোরের কাজ চুরি করা, গৃহস্থের কাজ ধরা। চোর ইনফরমেশন দিয়েছে, আমাদের কাজ ব্যবহার করা। সবসময় ফল আসবে এমনটা নাও হতে পারে। এই যে চেকিং হচ্ছে চোরাচালানীরা জানছে। দেখছে। ওরা জানছে আমরা অত্যন্ত সতর্ক। সাবধান। এতে ওদের ঝুঁকি বেড়ে যাবে। একাজ থেকে সরে যাবে।

ঃ আলফা টু চার্লি।

ঃ ইয়েস স্যার।

ঃ প্লেনের ভেতরে কোথায় কী চেক করেছো?

ঃ স্যার চেকলিস্ট পাঠিয়েছি। ওটি দেখুন প্লিজ।

ঃ এতে দেখছি আসল পয়েন্ট চেক হয়নি। ব্যাক ১১, ১২ ও ১৩ নম্বর পয়েন্ট তল্লাশি করেছো?

ঃ না স্যার। আমার কাছে ১০ পর্যন্ত ছিলো।

ঃ অপর পৃষ্ঠার বাকি ১০ পয়েন্ট তোমার কাছে নেই? এটির আপডেট তোমাকে এখনি দিচ্ছি। ভাইবারে খুলে চেক করো। দেখে নাও। দ্রুত চলে যাও প্লেনের ভেতর। বাকিগুলো তল্লাশি করো।

দ্রুত প্লেনের ভেতর চার্লির টিম। সাথে ৮ জন। ইউনিফর্ম পরিহিত। নিচের গোয়েন্দারা এখনো পাহারায়। তল্লাশিকালে ভেতরে বিমানকর্মীর হাটাচলা। এলোমেলো। চাহনি সন্দেহজনক। বিমানের লোগো গায়ে। ক্লিনার নয়। এখানে এখন ক্লিনার ছাড়া কারোর প্রবেশ করার কথা না। প্লেনের ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে রামেজিং চলছে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ দখলে নিবে না। শুল্ক গোয়েন্দার অনুমতি না নিয়ে প্লেন সরানো যাবে না। এটি আইনের বিধান। এখন প্লেনের ভেতরে বিমানের এই কর্মী কেন উঠবে?

ঃ কী নাম?

ঃ স্যার, মাসুদ মিয়া?

ঃ এখানে কী করো?

ঃ স্যার, আমি মেকানিক এ্যাসিসট্যান্ট। মেকানিক্যাল ফাংশন দেখতে এসেছি।

ঃ অনুমতি নিয়ে এসেছো?

ঃ জ্বি স্যার। এই দেখেন আমার ডিউটি পাশ। সিকিউরিটি পাশও আছে। এই দেখুন।

ঃ হাতে কী? ব্যাগটি ভারি লাগছে কেন?

ঃ স্যার ব্যাগে ইন্সট্রুমেন্ট আছে। এগুলো স্টিলের। তাই ভারি লাগছে।

ঃ দেখি।

চার্লি ও মাসুদের কথা। প্লেনের ভেতর মাসুদ মিয়া।

ব্যাগ তল্লাশি চলছে। তল্লাশির ভিডিও করছে প্রফেশনাল ক্যামেরাম্যান। নিশ্চিত ব্যাগে সোনা থাকবে। কালো রঙের কাপড়ের ব্যাগ এতো ভারি হবে কেন? স্বর্ণের ওজন বেশি। ছোট বার। তবুও ওজন। পাঁচ কেজি ওজনে পাঁচটি বার হতে পারে। মাসুদের কাপড়ের ব্যাগ দশ কেজি হবে। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাতে অস্বাভাবিক লাগছে। কথাতে আছে জড়তা। চোখে দৃঢ়তার অভাব। ভয় পেলে যেমনটি হয়।

নার্ভাস। সাথের মোবাইল ফ্লোরে পড়ে গেলো। রিং বাজছে। কয়েকবার। বারবার কেটে দিচ্ছে। কেন কেটে দিচ্ছে? ফ্লোর থেকে মোবাইল উঠিয়ে পকেটে। আবার ফোন। রিং টা হিন্দি গানের। পরিচিত গান। মিউজিক দিয়ে রিং টোন সেট করেছে। মোবাইলটা সিম্ফনি ব্রান্ডের। সাধারণ মানের। তবে লোকটি সন্দেহজনক। অস্বাভাবিক আচরণ। ব্যাগ তল্লাশি হয়ে গেছে। স্বর্ণ নেই। কিসমত ব্যাগ নিয়ে কাস্টমস হলে স্ক্যানিং মেশিনে চলে গেছে। ইনস্ট্রুমেন্টের ভেতরে কোন স্বর্ণ লুকিয়ে আনা হয়েছে কি না, নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। টেলিফোনে জানাচ্ছে সদর দপ্তরকে। কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

ঃ এই তোমার ফোনটা দাও।

ঃ স্যার এইটা আমার পারসোনাল ফোন।

ঃ দিতে বলছি দাও।

ঃ স্যার এইটা আমার পারসোনাল ফোন।

সন্দেহ আরো ঘণীভুত। ফোন নিয়ে এতো জড়তা কেন? কিসমত ফোনটা কেড়ে নিলো। আবার রিং টোন বেজে ওঠলো। নামটি সেভ করা নেই। কে করলো? নাম ওঠেনি। কিসমত ধরেনি। পরে ট্রাক করতে সুবিধা হবে। মোবাইলের মেমোরিতে বেশি নম্বর নেই। দুটো নম্বর কোড দিয়ে সেভ করা। সাদা শ্যামল, দুবাই সাইফুল। বুঝার বাকি নেই, একজন ঢাকায়। অন্যজন দুবাইতে। সাদা শ্যামলের নাম পরিচিত। চোরের ওস্তাদ। এই নাম এই নম্বরে কেন থাকবে? সাদা শ্যামল চোরের সাথে। চালান ধরাতে পরামর্শ দিয়েছে। এই নম্বর এখানে পাওয়া নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

ঃ এই তুমি সাদা শ্যামলকে চিনো?

ঃ স্যার, এই মোবাইল আমার না।

ঃ কার?

ঃ আমার বসের।

ঃ বসের নাম কী?

ঃ আবদুল মান্নান। সুপারভাইজার।

কিসমত মোবাইল দেখছে। চেক করছে কল লিস্ট। মাসুদের চোখ বড়। বারবার তাকাচ্ছে মোবাইলের দিকে। ফেরত দেয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করছে। ইনকামিং কল লিস্ট। আউটগোয়িং লিস্টও শেষ। বেশ কিছু কল এসেছে। গেছে কম। মিসকল ১১টি। টিম আসার পর এগুলো না ধরার কারণে মিসকলে জমা হয়েছে। এবার টেক্সট। কিসমতের চোখ বড়। বারবার দেখছে। অন্যকে দেখাচ্ছে। চার্লিকেও। কী লেখা আছে? জানতে চাইলো কিসমত। মাসুদ চুপ। স্যার আপনি নিজেই দেখছেন, জবাব দিলো মাসুদ। অন্যদুজন গোয়েন্দা মাসুদের হাত ধরলো। সদর দপ্তর থেকে দ্রুত টিম 'বি' পাঠানো হলো। কিছু একটা হতে যাচ্ছে। টিম 'এ'-র সদস্যদের সাথে যোগ দিতে হবে। আগেই তৈরি ছিলো সদর দপ্তরে টিম

'বি'। গাড়ি রওয়ানা দিয়েছে। রাস্তায় জ্যাম। একঘন্টা প্রয়োজন। শিফটের সদস্যদের ক্লোজ করে প্লেনে পাঠানো হলো। টিম 'বি' যাওয়ার পর পুনরায় শুরু হবে। এই সময়ে মাসুদকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আরো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পালা। ক্লু পাওয়া গেলো। এখন আর বুঝতে বাকি নেই। প্লেনে কিছু আছে। মেসেজ আবার চেক। এতে লেখা আছে, 'কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স এলার্ট'। আগের মেসেজটিতে আছে, '৪৩ সি, টয়লেট'।

মাসুদ কিসমতের হাতে। আসল রহস্য প্রকাশের টোপ দিলো। বলে দাও, তোমাকে ছেড়ে দিবো। বারংবার অস্বীকার।

ঃ কেন এসেছো এখানে?

ঃ স্যার ভেতরে মেকানিকাল ট্রাবল আছে কি না দেখতে।

ঃ এখন কেন?

ঃ আমরা যে কোন সময় আসতে পারি।

ঃ এই মেসেজের মানে কী?

ঃ স্যার জানিনা।

ঃ কে জানে? এই টেক্সট প্লেনের ভেতর থেকে করা হয়েছে। কেন এলার্ট করেছো? কাদের করেছো? কোথায় স্বর্ণ লুকানো হয়েছে?

ঃ স্যার জানি না।

সদরের টিম হাজির। যোগ দিলো জিজ্ঞাসাবাদে। দুজন ধরে রেখেছে। অন্যজন জিজ্ঞাসাবাদ করছে। নিচে পাহারায় একদল। তিনজন করে চারটি ছোট টিম করা হলো। সবগুলো পয়েন্টে গোয়েন্দারা নিয়োজিত। মাসুদের মোবাইল মেসেজের সূত্রে ৪৩ সি, টয়লেট চেক হলো। সিট ৪৩ সি-র নিচে কাপড়ে মোড়ানো স্বর্ণ। সিট সেলাই করে লুকানো। ১০০ গ্রামের কালো কাপড়ে সেলাই করা খাতায়। দুটো খাতা। ২২ কেজি। সবাই খুশিতে চিৎকার। খবর দেয়া হলো সদর দপ্তরে। এরপর ১৩টি টয়লেট। এখনো বাকি। আরো বের হবে। মেসেজে টয়লেটের কথা উল্লেখ আছে। স্কেচম্যাপেও আছে। ১০টি পয়েন্ট তল্লাশি করতে হবে। স্কেচম্যাপের ওপিঠ ফটোকপি হয়নি। একপাশ ফটোকপি নিয়েছে চার্লি। ভুল হয়েছে গার্ডের। ফটোকপি দিতে বলেছিলাম চার্লিকে। ওপিঠ না করায় অভিযানে ঝামেলা হলো। এখানে পেয়েছে। ছয় ঘন্টার তল্লাশি চলছে। এখনো শেষ হয়নি। শীঘ্র ভিভিআইপি মুভমেন্ট হবে। অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা। এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর জানতে চাইছে কখন বোর্ডিং ব্রিজ খালি হবে? দ্রুত শেষ করতে হবে। খালি না করলে বিপদ হবে। মারাত্মক হুমকি। সরকারি দায়িত্ব পালন করছি। সবদিক সামাল দিতে হবে। ভাগ্যিস ২২ কেজি স্বর্ণ এর মধ্যে উদ্ধার হয়েছে। নইলে এতক্ষণের দেরির খেসারত দিতে হতো। ২২ কেজি স্বর্ণের খবর মিডিয়ায় চলে এসেছে। তল্লাশি দলের সমর্থন বাড়লো। তল্লাশি এখনো চলছে। মিডিয়ার শীর্ষ হেডলাইন। সবাই জানার চেষ্টা

করছে সবশেষ আপডেট কী? এয়ারপোর্টের ডাইরেক্টরকে ফোন দিলাম। আরো আধঘন্টা সময় নিলাম। এর মধ্যে আর কিছু না পেলে প্লেন ছেড়ে দিবে।

মাসুদ নির্বাক। কোন কথা বলছে না। তার জবাব মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। স্কেচম্যাপ দেখানো হলো। আঙ্গুল দেখিয়ে ইশারা দিলো। স্কেচম্যাপ ১০-২০ এর পয়েন্টে ৭টি টয়লেটের লুকানো জায়গাগুলোকে দেখালো। অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও বলতে হলো মাসুদকে। দৌঁড়ে গেলো টিম সদস্যরা। টয়লেটের ভেতরে ওয়াল। ওয়ালের স্ক্রু খুলতে হবে। বিমানের ইঞ্জিনিয়ার আনা হলো। মেকানিক দিয়ে একেক করে স্ক্রু খুলে খাতাগুলো বের করে আনা হলো। সাতটা টয়লেটের সবগুলোতে একরূপে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো স্বর্ণগুলো। থরে থরে। মোট কত হবে? ওজন করতে হবে। কাস্টমস হলে নিয়ে মাপা হবে। স্বর্ণকারকে খবর দেয়া হলো। পাশেই থাকে। দীর্ঘদিন এয়ারপোর্টে কাজ করছে। আগেও মেপেছে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সংগঠনের স্বীকৃত স্বর্ণকার। নাম গোবিন্দ। বয়স ৪০। খাতা থেকে কেটে একে একে বের করছে গোয়েন্দারা। অন্য সংস্থার লোকজন হাজির। লক্ষ্য করছে। ইনভেন্টরি করতে সাহায্য করছে। সদর দপ্তর থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানকে খবর দেয়া হলো। সরকারের উপর মহল অবহিত। সবাই খুশি। এতোবড় চালান সম্প্রতি বড় আটক। গণনা চলছে। মিডিয়ার লোকজন চলে এসেছে। সংবাদ সম্মেলনে। অনেক প্রশ্ন মিডিয়ার। একদিকে শুল্ক গোয়েন্দার সফলতা। অন্যদিকে, এই চোরাচালান কীসের আলামত? কেন আসছে? চাহিদা কোথায়? গলদ কোথায়? একে একে জবাব দিলাম।

সংবাদ সম্মেলন শেষ। কিছু মিডিয়া লাইভ কাভার করেছে। স্বর্ণগুলো গণনা শেষে জব্দ করা হলো। মাসুদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সুপারভাইজারকে গ্রেফতার দেখানো হলো। সুপারভাইজার এয়ারপোর্টের ভেতরেই ছিলেন। নির্দেশনা দিয়েছে প্লেনের বাইরে থেকে। এ্যাসিসটেন্ট মাসুদকে পাঠিয়েছে ভেতরের অবস্থা জানতে। দুজনকে গ্রেফতার দেখিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হলো। আটক স্বর্ণ জমা হলো এয়ারপোর্টের শুল্ক গুদামে। পরেরদিন স্থানান্তর হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে।

আটক প্রতিবেদন সামনে। তিনদিন পর তৈরি হলো। মূল্য কোটি কোটি টাকা। মামলা নিষ্পত্তি হলে আর্থিক পুরষ্কার পাওয়া যাবে। বিধিমালায় এটি আছে। মামলা নিষ্পত্তি হলে পাওয়া যাবে। পাঁচ বছর মামলা চললে অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘদিন। সোর্সমানি তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া যায়। কালো গোলামকে সোর্সমানি দিয়ে পুরস্কৃত করতে হবে। সোর্সমানি পেলে আর চুরি করতে হবে না। স্টেশনে রাত কাটাতে হবে না। পরেরদিন গার্ড আসলামকে পাঠালাম এয়ারপোর্টের স্টেশনে। জানালো, কালো গোলামকে অনেকে চোর হিসেবে চিনেছে। তবে অনেকদিন তার দেখা নেই। সাতদিন পর আবার পাঠালাম, পাওয়া গেলো না। মোবাইল নম্বরও নেই। সোর্সমানির গোপন রেজিস্টারটি ডেকে আনালাম। লেখা আছে, কালো গোলাম, এয়ারপোর্ট। কোন ঠিকানা নেই। কালো গোলামের পক্ষে কেউ দাবি করার নেই। পীড়া দিলো। এই চোরের বদৌলতে বড় অর্জন হলো। মিডিয়াতে ব্যাপক কাভারেজ। টকশো।

টেলিফোনে ইন্টারভিউ। যে মানুষটির জন্য এই সম্মান তার ভাগ্যে কিছু জোটেনি। স্বীকৃতিও না। দুশো টাকা না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে এসেছে। রাষ্ট্র উপকৃত হয়েছে। গোলামের কোন উপকারে আসলো না। চোরের আসল নাম গোলাম। কালা টাইটেল। গায়ের রঙ কালো। তাই সবাই ডাকে কালা গোলাম। একান্ত আলাপে বলেছিলো। শান্তনার জায়গাটা অন্যখানে। গোলামের ভাগ্যে জুটেছে শোপিসটি। প্রথম দেখা করতে এসে টেবিলে রাখা শোপিসটি সরিয়ে ফেলেছে। গার্ড নিশ্চিত থাকলেও একফাঁকে গায়েব করে ফেলেছে। গার্ড টের পায়নি। চৌকষ চোর। এখন টেবিলে শোভা পাচ্ছে না। শোপিসটি বন্ধু সোহেল জার্মানি থেকে দুসপ্তাহ আগে এনেছিল। ভিন্নধর্মী। পেনহোল্ডার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সাথে ঘড়ি। শোপিসটাকে টেবিলঘড়ি হিসেবেও ব্যবহার করেছি। এটি এখন নেই। গোলামের পকেটে গেছে। এটির দাম কি গোলাম বুঝবে? পেটের ক্ষুধায় চার হাজার টাকার জিনিস দুশো টাকায় বিক্রি করবে। বন্ধুটি ৫০ ডলার দিয়ে কিনেছে। আসলাম বলছে, স্যার জিনিসটা সুন্দর ছিলো। বায়তুল মোকাররম মার্কেটে গিয়া খুঁইজা নিয়া আসি? চোর ঐখানে বিক্রি করতে পারে। বললাম, এখন হুস হয়ে লাভ কী? আগে হলে এটি হারাতো না। যেটি গেছেতো গেছে। আফসোস করে লাভ নেই।

গোলামকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওকে দরকার। মামলার সূত্রে আরো কিছু তথ্য অনুসন্ধানের কাজে। খুঁজে না পাওয়া অস্বস্তিকর। কারণটায় রহস্যময়। পুলিশে ধরা খেতে পারে। আগেরবার বাসে ব্যাগ চুরি করে অফিসে এসেছিলো। এটি সবসময় করে। এখন সেটা যদি না হয়? ছোট চোর বড় চোরকে ধরিয়ে দিলো। বড় চোর ধরিয়ে দেয়া সংক্রান্ত কোন দুর্ঘটনা না তো? বিশ্বাস, সেটি হবে না। অফিসের গোয়েন্দা অফিসের ভেতরেও চোরাচালানীর গুপ্তচর থাকতে পারে। এখান থেকে খবর গডফাদারের কাছে পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব কী? এমনটি বা হবে কেন? গোয়েন্দার মন, শুধু প্রশ্ন। জবাব না মিললে কেবলি সন্দেহ।

লেখকঃ বর্তমানে ভ্যাট গোয়েন্দা, তদন্ত ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদে থাকাকালীন (২০১৩-২০১৮) বিমানবন্দর ও দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে স্বর্ণ আটকের ঘটনার অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর এই লেখাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি তাঁর লেখা বই 'স্বর্ণমানব' (অন্যপ্রকাশ, ২০১৭) থেকে সংকলিত। এর উপর ভিত্তি করে একটি টেলিফিল্ম 'কাইল্লাচোরা' প্রচারিত হয়েছে।

The Role of Data Analytics (DA) for Enhanced Customs Control

Mohammad Abu Yusuf, PhD[1]

This paper provides a description of the concept and significance of data analysis, examples of success achieved by customs in detecting anomalies/fraud by data analysis, sharing of data for analysis and challenges associated with data sharing.

Customs deals with imports and exports of goods. The volume and diversity of import and export of goods are huge. In order to deal with the enormous volumes of trade, customs administrations rely more and more on information technology (IT) and risk management. In applying the concept of risk

[1]Dr. Mohammad Abu Yusuf is a member of BCS (Customs and Excise), 15th Batch. He is now a Joint Secretary in the Finance Division

management, analysis of data is vital. For instance, Customs Valuation Database is a typical risk management tool to assess potential risk regarding the accuracy of the import declarations. Here the risk of evasion of customs duty can be measured by comparing the declared value with the previously accepted customs values (Desiderio, 2019)

By analysing historical data and past frauds detected, Customs authorities can improve the effectiveness of controls and their overall performances. Moreover, Customs authority 'scans the environment' to identify evolving trends and patterns, assesses their impact, and responds to threats and opportunities posed by them. In responding to threats, Customs exercise sufficient control on risky goods/illicit trade. Allowing free flow of persons and goods posing no threat (no risk) comes as an opportunity for Customs as this will facilitate better utilization of scarce resources by Customs. Data analytics also help customs to help identify border risks. For example, New Zealand use data analytics to help identify risks to New Zealand. Data modellers, data scientists, data wranglers and business analysts work together in the Joint Border Analytics (JBA) team of New Zealand with input from subject matter experts. The objective of this analysis is to gain new insights into border risk through the use of analytics software and data sharing.

Data analytics is the process of obtaining raw data and examining that information in order to identify patterns and draw conclusions. It (DA) includes Traditional analytics (known as business intelligence, e.g. what happened) and Predictive analytics (e.g. what will or could happen?). Using analytic tools, data analysts piece together information from different sources to establish links and relationships. In other words, data analytics (DA) may offer customs with adequate cues to apply risk management techniques to strike a fine balance in dealing with legitimate and illicit goods.

Data Analytics can assist Customs in identifying errors such as valuation errors (i.e. to detect under-valuation with accuracy), incorrect classification, incorrect quantity and incorrect country of

origin resulting in leakage of duty and taxes (Keyes, 2015/16, p.14). It also helps customs identify new risks.

Data collection is the first step in the data analysis process. Customs get data from multiple data source such as information from Customs declarations (Bill of Entry), other government departments, commercially available databases, and open source information platforms. The analysis of official and open-source data related to import/exports, trade movements, bank suspicious activity reports, cash transaction reports and currency reporting forms has been proven to provide good results. Information can also be gathered from local and regional intelligence sources, e.g. WCO Regional Intelligence Liaison Office (RILO). Data also comes in various format, from structured data such as numeric data in databases to unstructured data such as text documents, email, audio, financial transactions etc.

Data is considered the 'new oil' (Humby, 2006) or the object of a new 'gold rush'. It is valuable, but if unrefined it cannot really be used. Through data mining, we can extract the useful data. In other words, data, like crude oil or gold, has value only after treatments and for a multitude of usages. However, the mining metaphor is not a proper jargon here because data is not scarce. It is the most widespread resource in the world and the most egalitarian one since everyone produces and owns data.

Not all collected data are equally useful. Some of the data is used to substantiate an analysis. In using data, the reliability and validity of collected data has to be ascertained. Customs may check the data through different means, including verifying the data against the relevant supporting trade documents received.

Singapore Customs Practice

Singapore Customs 'scans the environment' to identify evolving trends and patterns of fraud, assesses their impact, and responds to threats and opportunities posed by them. Singapore Customs has implemented anomaly-detection business intelligence (BI) tool to

flag shipments whose details fall out of the norm. On a real-time basis, the tool risk-scores Customs declarations based on pre-defined criteria and historical datasets in order to identify anomalies. Apart from identifying shipments that are out of the norm, Singapore Customs also analyses the similarities in Customs declarations. Customs declarations which are found extremely similar could be an indicator of rampant incorrect declarations.

Data Analytics for Risk Based Targeting

By analyzing data, such as data on historical shipment trends and modus operandi (MO) of consignments, Singapore Customs officers are able to *triangulate irregularities* that provide an indication of suspicious shipments for inspection. The outcome of these inspections also enriches the risk profiling capabilities of Singapore Customs.

Example: In a case of duty-unpaid cigarettes, Singapore Customs officers, through data analysis, observed that the weight of goods declared in a declaration was lower than the historical trend. In addition, shipment details were found inconsistent with an importer's past business activities. These irregularities were deemed to fit the risk profile of historical cases having similar method of operations, providing officers with solid basis to target the shipment for inspection. This data analytics consequently led to the detection of duty-unpaid cigarettes. (WCO News, n.d.)[2]

Unjustified export incentives through over invoicing: the case of Argentina

Customs analysts assigned to detect trade anomalies using trade data found that the government of Argentina had paid $130 million in unjustified export incentives[3] to companies there. In this case, six people were indicted including the president of a New York bank

[2] https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-82/data-analysis-in-risk-management-singapore-customs-perspective/ accessed on 07 January 2022

[3] governments often pay these incentives to manufacturers to encourage them to lower their prices and make their products more competitive abroad

and three former executives of a metal refining company on charges of defrauding the Argentine government of hundreds of millions of dollars in revenue in an elaborate manufacturing and export scheme.

The defendants colluded with Argentine manufacturers to overinvoice the value of metal goods exported from Argentina to the United States, according to a 51-count federal indictment disclosed in March 2000. The indictment alleges that from September 1992 through April 1996, the conspirators overvalued the exported metals. To justify the payment of rebates, the defendants presented the Argentine government with fraudulent bank documents and customs documents, as well as invoices from sham purchases As a result, the Argentine government paid $130 million in unjustified export incentives to companies there (Finkelstein, 2000).

Use of Big Data in Customs/Tax Administration

Analysis of BIG DATA (regular submissions, formatted data) tells Customs about

- Historical shipment trends
- Deviations
- Specific trends and patterns in trade environment
- Risk of consignment and targeting area (Satoko Kagawa, nd.)

The IRS of the USA uses Big Data to combat tax fraud. They employ social media data mining, to prove that people are living a more prosperous lifestyle than their tax records. Data comes from a variety of sources: banks, land registry, credit cards, owned or sold vehicles, tax documents, VAT registration, last year's tax return, any tax investigation, online platforms, social media, web browsing and email records.

Success Factors to use Big Data

1. Preparing the widest possible sets of data resource to provide the basis for analysis and reasoning.

2. Preparing digital models of irregularities.

3. Applying the models to the big data sets, meaning that the computer filters the data using the models of irregularities

A good use of big data is in detecting tax fraud and other irregularities. *British Connect System*, used by the British HM Revenue and Customs Office, provides a successful implementation of big data analysis for detection of irregularities.

Success Example of Big Data Application: British Connect System

"British Connect System was built at a cost of £45 m. In 2013, the British government granted an extra £150 m to HMRC to develop methods of tackling tax avoidance and evasion, as well as reducing fraud, error and debt in the tax credits system (HM Revenue & Customs, HM Treasury, 2015). In 2014, Connect recovered £35 bn of unpaid taxes (Caldwell, 2014 in Maciejewski, 2017).

The Connect system combines data from 28 different sources, including both public and private entities, such as the Land Registry, Companies House, the electoral roll and several others. Thus, it can analyse data such as information on property transactions, company ownership, loans, bank accounts, employment history and self-assessment records. Data held by local government, the Driver and Vehicle Licensing Agency, hospitals, insurers, professionals (Caldwell, 2014) and others were also analysed. In 2011, analyses based on the above information made it possible to detect individual tax irregularities and to indicate specific professions where there was the greatest likelihood of tax evasion. The success of the system influenced other countries to implement similar solutions (Zawadka, 2014 in Maciejewski, 2017 p. 125-126)"

There is, however, a considerable challenge for Customs in using big data. Customs (also trade) need to choose and implement right

technology to extract value from big data[4], and finding skilled personnel with data analytics skills.

Data Sharing for Customs Intervention

Cooperation arrangements between customs and other agencies including researchers underpin customs efforts of preventing fraud and duty evasion. There are examples of cooperation between Customs and researchers. The HMRC (Her Majesty's Revenue & Customs) of the United Kingdom launched a datalab in 2011. The HMRC 'lab' offers researchers access to individual and transaction-level data under strict security conditions (de-identified data, secure room, no internet connection, checks of data extractions) (Almunia et al., 2019). Transaction level Customs data has a very important value for commercial interests and economic policies (Kunio Mikuriya and Thomas Cantens, 2020). Niger customs use transaction-level data to measure the fiscal and economic impact of customs measures before proposing them in the finance law. In this context, it seems pertinent to mention that in sharing data, the WCO Data Model, a set of standardised and harmonised data and electronic messages that enable the sharing of information between Customs and other cross-border regulatory agencies may be followed.

Regulatory Challenge in Sharing Data

Sharing data and information between countries is a big challenge due to the variations in legal systems and procedures. For example, General Data Protection Regulation (GDPR), aimed at protecting personal data, entered into force in 2018 in Europe places significant restrictions on the kinds of data that can be shared and

[4]Almost everyone in modern society leaves digital traces of their lives, which may be gathered and may be available for easy processing and reasoning. The reasoning methods include aggregation of data, extraction, deduction, pattern detection, network analytics, trend evaluations, model creation, prediction and more. Big data allow irregularities to be effectively and quickly detected; they also offer benefits in terms of predictive and behavioural analytics, which can indicate the significant probability of irregularities occurring even before they happen (Pretty, 2013). An example of big data application comes from the US Department of Energy, which used big data methods to improve solar and wind forecasts and improve the assessment of renewable energy resources in the US energy system (IBM, 2015).

used for analytics purposes (Zarsky, 2016). Furthermore, no administration has yet emerged as data-driven.

Biasness of Data

Data may involve biasness. For instance, the 'dirty data' in the police, designating racist or ethnic biases (Richardson et al. 2019a), In Customs, a cause of bias can be data that is poorly collected (a lack of difference between the importer and the final owner, which will make some origins or importers invisible in the dataset) or data that is incomplete (information on the point of entry is not available for all offices and the capital is mentioned instead of a concrete border post). Another example is that corruption can bias the data: wrong values may be regularly accepted by Customs and will therefore be considered as regular by the machine.

Limitation of Data Analytics

An obvious limitation of analytical techniques is that one cannot get insights out of data that are not present in the data. Although analytics can contribute to a more efficient supervision, it does not offer a complete understanding of taxpayer behaviour.

Data Analytics: Bangladesh Scenario

Bangladesh customs is yet to apply data analysis in performing its day to day activities. Customs Intelligence and Investigation Directorate (CIID) seems to analyse data to some extent to target interventions in Customs Stations. They rely more on tips/intelligence to intervene in customs activities.

A new Risk Management Commissionerate is going to be established soon. Official approval has already been given for 108 officials/staff. It is expected the new *Customs Risk Management Commissionerate* will conduct the analysis of data for Bangladesh Customs and share the outcome of the analysis with the ASYCUDA WORLD and Bangladesh Single Window (BSW) Platforms for necessary intervention by the authority. This commissionerate will also deploy Automated Risk Management Solution (ARMS)

software to analyse data for targeting. Around 600-700 risk factors will be used/applied in analysing data for risk management (Discussion with Mr. Nurul Huda Azad, 1st Secretary, NBR, on 05/01/2022)

Concluding Remarks

Bangladesh Customs is yet to emphasise on and practice data analysis in its activities. As such, we are far from data-driven governance in decision making. It is expected that the NBR will achieve progress in data-analysis based governance after the formal launch of Customs Risk Management Commissionerate.

In this regard, it is to be noted that, to launch data analysis, capacity building of customs officials is imperative. Unlocking potential for big data usage needs developing the workforce of customs by identifying high potential data analysts. An online data analytics training course is available in English and French via the WCO CLiKC! Bangladesh Customs, in partnership with the WCO may organise this course available for capacity building of its officials. This will help build a comprehensive knowledge of a data science, to acquire practical knowledge and skills on handling data.

Customs officials may also attend the virtual Workshop on Data Analytics (DA) for manager levels in the Asia-Pacific (AP) region

In order to exploit the potential of big data, Customs, on the one hand, will need to have a strong mastery of its own structured data management and, on the other hand, to advance into other areas to exploit new data.

To conclude, it is not the focus of Customs Department to 'watch' the current movements of cargoes/shipments (to make sure there is no accident). It is however, expected that Customs will maintain and strengthen the cooperative relationship with shippers, carriers, forwarders etc. with a view to obtaining any information that corresponds to certain risk factors.

References

Desiderio, D. (2019). Data Analysis Techniques for Enhancing the Performance of Customs, *World Customs Journal*, 13(2), 17-22

Finkelstein, K.E. (2000). ***Banker Indicted in Fraud Case Said to Have Bilked Argentina, The New York Times, March 08***

Keyes. L. (2015/16). Data Analytics How data analytics can simplify and facilitate trade within the European Union

Kunio Mikuriya and Thomas Cantens (2020). If algorithms dream of Customs, do customs officials dream of algorithms? A manifesto for data mobilisation in Customs, *World Customs Journal*, 14(2)

Maciejewski, M. (2017). **To do more, better, faster and more cheaply: Using big data in public administration,** *International Review of Administrative Sciences*, 83 (IS). 120-135

Rukanova · B et.al., (2021). Identifying the value of data analytics in the context of government supervision: *Insights from the customs domain*, Government Information Quarterly, 38(1),

Zarsky, T.Z. (2016). **Incompatible: The GDPR in the age of big data,** Seton Hall Law Review, 47 (2016), p. 995

WCO (n.d). WCO News-Dossier Data analysis in risk management: Singapore Customs' perspective By Singapore Customs accessed via https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-82/data-analysis-in-risk-management-singapore-customs-perspective/ on 14 Dec. 2021

Discussion with Mr. Nurul Huda Azad, 1st Secretary, NBR, on 05/01/2022

সমন্বিত পারস্পর্যে বেনাপোলে কাস্টমস সংস্কার

মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরী

গত ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেছি। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-১৯৭৩ সালে দেশের রাজস্ব সংগ্রহ ছিল ১৬৬ কোটি টাকা। বেনাপোল কাস্টমস স্টেশনের আদায়ও নগন্য ছিল। গত পাঁচ দশকে পাল্লা দিয়ে এগিয়েছে দেশের অর্থনীতি। সর্বশেষ হিসাবে আমাদের মাথাপিছু আয় এখন ২৫৫৪ ডলার। ২০২২ এর জানুয়ারিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৪.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থনীতির আকার ৪০০ বিলিয়ন ডলার। স্থানীয় মুদ্রায় ৩৪ লাখ ৮৪ হাজার কোটি টাকা। ২০৩৫ সালের মধ্যে আমরা বিশ্বের পঁচিশতম অর্থনীতির দেশ হতে যাচ্ছি। দেশের অর্থনীতির এ রাজসিক উত্থানে সামনের সারিতে থেকে অবদান রেখেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ কাস্টমস। গত বছর ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধিসহ এনবিআরের সংগ্রহ ২ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা। কেবল বেনাপোল কাস্টমস হাউস সংগ্রহ করে ৪ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা। ২০১৮ ও ২০১৯ এর বেনাপোল কাস্টম হাউসের পরিবর্তন, সংস্কার ও একটি রুদ্ধশ্বাস ছুটে চলা উদ্যমী দলের অর্জনের উল্লেখযোগ্য কিছু গল্প বলব। তার আগে সুবর্ণ জয়ন্তীতে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশের কিছু উপাত্তে দৃষ্টিপাত করব।

বাংলাদেশ বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হলে পেছনে পড়বে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ডেনমার্ক, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, নরওয়ে, আর্জেন্টিনা, ইসরায়েল, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, নাইজেরিয়া, বেলজিয়াম, সুইডেন, ইরান ও তাইওয়ানের মতো বহু বড় দেশ। ব্রিটেনের সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ তাদের 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল-২০২১' এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হবার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। করোনাকালে গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জন ৫.৪ শতাংশ। মালয়েশিয়ায় এ

সময়কালে প্রবৃদ্ধি ৪.৯ শতাংশ। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপি বেড়েছে ৭.৪ শতাংশ। ভারতে এ হার ছিল ৬.৭ শতাংশ।

অর্থনীতির আলোচনায় অর্থ অপরিহার্য অনুষঙ্গ। দেশের এ উন্নয়নে অর্থের মূল যোগানদাতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। ১৭ জানুয়ারি ২০২২ এর দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের প্রধান শিরোনাম দেশের REER (Real Effective Exchange Rate) সূচক রেকর্ড ১১৪.৯০; পূর্বে ছিল ১১০.৫০। REER একটি দেশের রপ্তানি ও আমদানিতে উন্নতির অন্যতম সূচক নির্দেশক। পাঁচ দশকে দেশের অর্জন অসীম। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের উন্নত দেশের কাতারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক দেশপ্রেমী নেতৃত্বেই এ অসাধারণ সাফল্য।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে দ্বিতীয় বৃহত্তম কাস্টম হাউসের বর্ণিল পরিবর্তনগুলো আজকের প্রতিপাদ্য। দলগত স্পন্দন সাফল্যের দ্যোতনা। কর্মে সাধনা। সেবায় উদ্দীপনা। 'অতিক্রম নয় ব্যতিক্রম' এ টীমের প্রেরণা। ২০১৭ এর ২৬ নভেম্বর আমার বেনাপোলে যাত্রার সূচনা। অনুপ্রেরণার অনুষঙ্গ অতিমূল্যে পাওয়া স্বাধীনতার চেতনা। বছরে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি চার লক্ষ যাত্রীসেবার পরিকল্পনা। চ্যালেঞ্জিং সব লক্ষ্য সামনে নিয়ে আমাদের কাজ শুরু। দেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের পরেই বেনাপোল কাস্টম হাউস। সেবা সহজিকরণ ও পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে দেড় শতাধিক সংস্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বেনাপোল পূর্ণতা পায় আধুনিক কাস্টম হাউসে। এসব সংস্কারের প্রভাব শুধু বেনাপোল কাস্টম হাউসেই নয়, দেশজ বাণিজ্যেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াকে সহজিকরণ করার ফলে বেনাপোল দিন দিন অংশীজনদের আস্থা অর্জন করে। পণ্য খালাসের সময় ৩০ দিন থেকে ৬ ঘন্টায় নামিয়ে আনার গল্পগুলো খুব সহজ ছিল না।

১৯৫৭ সালে বেনাপোল চেকপোস্ট চালু হয়। এ সময় দিনে গুটিকয়েক মানুষ যাতায়াত করত। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির পর থেকে শুরু হয় বেনাপোল-পেট্রাপোল দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য। ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেনাপোল চেকপোস্ট পরিদর্শনে আসেন এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। দু'দেশের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ণাঙ্গ কাস্টম হাউস। বর্তমানে বছরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য সম্পন্ন হচ্ছে এবং চেকপোস্ট দিয়ে দিনে গড়ে দশ হাজার মানুষ যাতায়াত করছে। আন্তঃবাণিজ্যে স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিজিবি, পুলিশ, আনসার, সিএন্ডএফ সমিতি ও এলাকাবাসী কাস্টমসের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

পেট্রাপোল থেকে দ্রুত ট্রাক গ্রহণ, কালিতলা পার্কিয়ের দীর্ঘসূত্রিতা বন্ধকরণ, ভোর ৬টায় ভারতীয় কাস্টমস কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, রেল কার্গো চালুকরণ, চেকপোস্টে ভারতীয় অংশে বিড়ম্বনা পরিহার ইত্যাদি দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রিভেন্টিভ কমিশনারের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। ভারতীয় কর্মকর্তাদের অসংখ্যবার দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। কমিশনারদেরকে ইলিশ মাছ উপহার পাঠানো হয়। ফলে ভারতীয় পক্ষ দুটো লিংক রোড খুলে দেয়। দিনে ১০০০ ট্রাক ঢোকার ব্যবস্থা করে। একটা সময় কালিতলা পার্কিং খালি হয়ে যায়।

আলোকিত কাস্টমস-আলোকিত বাংলাদেশ এই স্লোগানকে ধারণ করে ২০১৯ সালে বিশ্ব ব্যাংক অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে বেনাপোল কাস্টমস। তাছাড়া আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে আধুনিকায়ন, শুল্কায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং যানজট নিরসনে তথা আধুনিক কাস্টম হাউস বেনাপোল নির্মাণের স্বীকৃতি হিসেবে 'বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯' লাভ করে। ..... "whereas Benapole has set an excellent example of reducing physical inspection through issuance of an office order with

reference to RM related clause of the Customs Act as well as having an assigned team in place to carry out risk analysis within their limited capacity. We believe the Custom Houses have a lot to learn from each other a" ..... ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের টীম পূর্নগঠিত বেনাপোল

বিশ্ব ব্যাংকের পুরস্কার

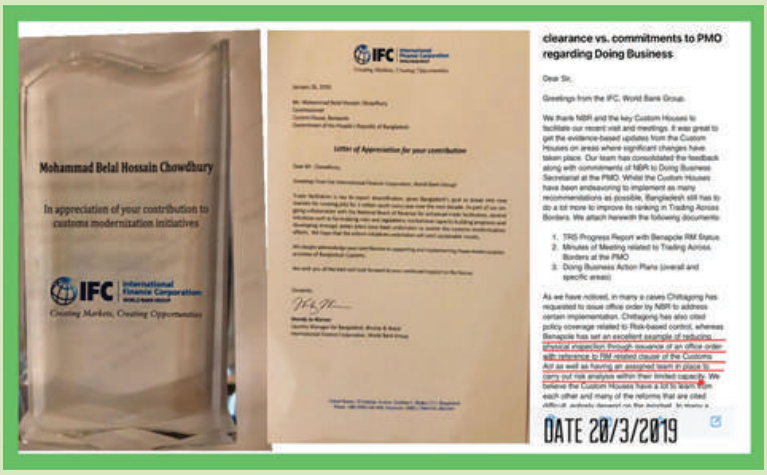

পরিদর্শন শেষে ই-মেইলে এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বর্তমানে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ৩০ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হয় এবং এ সময় প্রথমবারের মতো রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে দ্বিগুণ হয়। উল্লেখযোগ্য সংস্কারের মধ্যে আরও ছিল:

- বেনাপোল উন্নয়নে বাইপাস সড়ক চালু ও এ সড়ক দিয়ে ৬৫ শতাংশ পণ্য খালাস;
- দ্রুত ও সঠিক পরীক্ষণে কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শুল্কায়ন, মূল্যায়ন ও অডিটের ওপর নিয়মিত ইনহাউস প্রশিক্ষণ;
- ভারতে বেশি গাড়ি দেওয়া-নেওয়ার লক্ষ্যে লিংক রোড ১ ও ২ চালুকরণ;
- অনলাইন নিলাম ব্যবস্থা চালুকরণ;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় ই-টেন্ডার পদ্ধতি চালুকরণ
- কেমিক্যাল টেস্টের জন্যে রমন স্পেক্ট্রোমিটার স্থাপন
- দ্রুত শুল্কায়নের জন্যে শুল্কায়ন গ্রুপ ভেঙ্গে ৬টি থেকে ৯টি তে উন্নতীকরণ;
- গেটকন্ট্রোল ডিভিশন, আনস্টাফিং শাখা গঠনসহ চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি উদঘাটনে সোর্স নিয়োগ করা হয়;
- সুপেয় পানির বন্দোবস্ত, খেলার মাঠ প্রস্তুত ও কাস্টমস ক্লাব ব্যাপক সংস্কার;
- কাস্টমস শিক্ষণ ফোরাম গঠন করে স্থানীয় স্কুল শিক্ষার্থীদের রাজস্ব শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

Reformed Benapole Customs Points: Commissioners Room

Before **Now**

২০১৭-১৮ সালে কাস্টম হাউসের অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল দ্রুততম সময়ে প্রযোজ্য শুল্ক কর আদায় করে পণ্য চালান খালাস করা। এ সময় সৌজন্য সাক্ষাতে এসে একজন নামজাদা সিএন্ডএফ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বললেন, কালিতলা থেকে বেনাপোলে একটি পণ্য চালান পার হতে ৩৩ থেকে ৪০ দিন সময় লাগে। একজন যাত্রীর পার হতে সময় লাগে ৪ থেকে ৬ ঘন্টা। একটি বৈরী উত্তরকালীন প্রায় অসম্ভবতায় শুরু আমার কর্মকাল। বেনাপোল বলেই হয়তো এতোটা দূরূহ। পুরনো দিনের পুরনো সিস্টেমে চলছিলো সবকিছু। শুধু তাই নয় যানজট ও বন্দরের অব্যবস্থাপনাও ছিলো এই সমস্যার প্রধান নিয়ামক।

ক্রমবর্ধমান যাত্রী সংখ্যার সাথে যাত্রী সেবার মান বাড়াতে চেকপোস্টকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্হিগমন হলের কাস্টমস কার্যক্রম স্থলবন্দরের টার্মিনাল ভবনে স্থানান্তর করা হয়। সেবা নিবিড় ও যাত্রীবান্ধব করার জন্যে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ব্যাগেজ অবৈধ পাচার রোধে নো-ম্যানস ল্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় ডিভাইডার স্থাপন করা হয়। নিরাপত্তা জোরদারে স্ক্যানিং মেশিন মেটাল ডিটেক্টর ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। ট্রাভেল ট্যাক্স সহজে গ্রহণের জন্যে সোনালী ব্যাংক বুথ বৃদ্ধি ও টার্মিনাল ভবনে স্থানান্তর করা হয়। তথ্যকণিকাসহ চেকপোস্টে সর্বত্র ডিজিটাল ঘোষণা প্রচার করা হয়। যাত্রী হয়রানি বন্ধে চেকপোস্টে বহিরাগতদের প্রবেশরোধ করা হয় ও যাত্রীদের জন্যে ট্রলির ব্যবস্থা

বেনাপোল চেকপোস্ট সংস্কার

পূর্বে	পরে

করা হয়। বিশেষ করে পাসপোর্ট যাত্রী হয়রানি বন্ধে বেনাপোল কাস্টমস চেকপোস্ট ও ইমিগ্রেশনকে বিমান বন্দরের আদলে প্রস্তুত করা হয়। ফলে পাসপোর্ট যাত্রীদের দুর্ভোগ ও হয়রানি কমে যায়।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও বন্দর থেকে জরুরী ও নির্দোষ পণ্য দ্রুত খালাসের জন্যে প্রথমেই কাস্টম হাউসে (আমরা) ফোল্ডার পদ্ধতি

চালু করি। ফলে বেনাপোলের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের মাধ্যমে দ্রুত ও সহজে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বন্দর থেকে দ্রুত পণ্য খালাসের যুগান্তকারী পদ্ধতি চালু হয়। সুফল হিসেবে একটি ফাইল ২/৩ দিনের পরিবর্তে ২/৩ ঘন্টায় সম্পন্ন করে দিনের পণ্য দিনেই খালাস হতে থাকলো। বাণিজ্যবান্ধব কাস্টমস ও দ্রুত খালাসের জন্য 'ডি মার্ক' পদ্ধতি চালু করি। নির্দোষ, পরীক্ষিত ও গ্রীন আমদানিকারক, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, শিল্প খাতের সুনামধারী আমদানিকারকদের হয়রানি কমাতে এই পদ্ধতি চালু করা হয়। এই পদ্ধতির আওতায় প্রতিদিন সকালে বন্দর থেকে পণ্য চালানের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা হাউসে প্রেরণ করা হতো। পরে কমিশনার তালিকা দেখে পণ্য চালানের পাশে ইংরেজিতে 'ডি' অথবা 'ই' চিহ্ন বসিয়ে দিতেন। 'ডি' মানে ডাইরেক্ট (সরাসরি) আর 'ই' মানে এক্সামিন (পরীক্ষা)। এই পদ্ধতি চালুর পর আমদানির দিনেই গড়ে ৪০ শতাংশ পণ্য খালাস হয়। দুই দিনে ৬০ শতাংশ আর তিন দিনে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ পণ্য চালান বন্দর ছেড়ে যায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে যেখানে পণ্যভেদে ৩০ থেকে ৩৩ দিন সময় লাগতো সেখানে এই পদ্ধতি চালুর পর মাত্র ২/৩ দিন সময় লাগে। ফল ও পচনশীল পণ্য ৬ থেকে ১২ ঘন্টায় খালাস দেওয়া হয়। করোনাকালে আগত চালান ১০ মিনিটে শুল্কায়ন করে কয়েক ঘন্টায় খালাস দেওয়া হয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বেনাপোল কাস্টম হাউস পণ্য চালান খালাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায় এবং অন্য হাউসগুলোতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠে।

আধুনিক বেনাপোলের অন্যতম আরেকটি সাফল্য হলো বেনাপাস সফটওয়্যার। এর মাধ্যমে ভারতীয় আমদানি পণ্যবাহী গাড়ীর তথ্য ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় ধারণ করা হয়। প্রতিটি গাড়ী এন্ট্রিতে খরচের পাশাপাশি সময় এক অস্টমাংশে হ্রাস পায়। বেনাপোল কাস্টম হাউসের এ উদ্ভাবন ভারত ও বাংলাদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। রাজস্ব ফাঁকি রোধ ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে এই সফটওয়্যার। পরবর্তীতে দেশের সব কাস্টমস স্টেশন ও হাউসলোতে 'বেনাপাসের' মতো সফটওয়্যার ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। রাজস্ব ফাঁকি রোধ ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে বেনাপাস সফটওয়্যার। ২০১৮ এর অক্টোবরর মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জয়েন্ট গ্রুপ অব কাস্টমসের মিটিংয়েও সফটওয়্যারটির কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।

কাস্টম হাউস গঠনের পর হতে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বেনাপোল আধুনিকতার ছোঁয়া পায়নি। ২০১৭ হতে ২০১৯ সাল বেনাপোলের কাজ, সাফল্য ও গৌরবের বছর। আউট অব দি বক্স কাজ করে প্রায় দেড়শোর অধিক সংস্কার, পরিবর্তন করা হয়। এ সময়েই রচিত হয় বেনাপোলের পরিবর্তনের অধ্যায়। সময়ের প্রবাহে বেনাপোল আধুনিক সুবিধায় পরিপূর্ণ এক কাস্টম হাউস হয়ে ওঠে। বেনাপোলের

Reformed Benapole Customs Points: Main Building

Before **Now**

সকল শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষিত দীক্ষা নিয়ে এবং সকল ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সবাই সকল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়নে জমি অধিগ্রহণসহ ২০৫০ সালের উপযোগী করে সমগ্র বেনাপোল কাস্টম হাউসের নকশা প্রণয়ন করে পিডব্লিউডিতে প্রেরণ করা হয়। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানোর জন্য

কমিশনারকে অনুরোধ করা হয়। সমস্যা নয় সম্ভাবনার আলোকে আধুনিক বেনাপোল গড়তে, রাজস্ব বৃদ্ধিতে, আমদানি-রপ্তানির গতি ফেরাতে বেনাপোল বন্দর ও কাস্টমসকে উন্নত করতে একাধিক পরিকল্পনা নেয়া হয়।

'বেনাপোল এক্সপ্রেস' ট্রেন আধুনিক বেনাপোলে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। বেনাপোল-ঢাকা রুটে সরাসরি ট্রেন চালু বেনাপোলবাসীর দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী ছিল। মূলত: বেনাপোলের জন্য একটি বুলেট ট্রেন পাবার প্রত্যাশা নিয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে বেনাপোলের কমিশনার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এ বিষয়ে বেনাপোল সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সাথে কয়েক দফা সভা করে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বেনাপোল-ঢাকা রুটে বুলেট ট্রেন চালুর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিএন্ডএফ নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বুলেট ট্রেন আপাতত সম্ভব না হলে এ রুটে বিকল্প বিরতিহীন ট্রেন চালুর পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাবও করা হয়। পরবর্তীকালে বেনাপোল সিএন্ডএফ এজেন্টেস এসোসিয়েশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমানের নিকট অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন। জবাবে বিষয়টি যাচাই বাছাই করে দেখা হচ্ছে মর্মে জানানো হয়। পরবর্তীতে ১০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেনাপোল-ঢাকা রুটে সরাসরি এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর ঘোষণা করেন। এ ট্রেন চালুর ফলে এ অঞ্চলের যাত্রী, রোগী, শিশু ও বৃদ্ধদের ভ্রমণে বিদ্যমান দুর্দশা লাঘব হয়।

বেনাপোল সড়কে যানজট প্রধানতম সমস্যা ছিল। কলকাতা থেকে বেনাপোলের দূরত্ব মাত্র ৮৪ কিলোমিটার। সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় দেশের আমদানিকৃত পণ্যের সিংহভাগ আসে বেনাপোল বন্দর দিয়ে। স্বল্প সময়ে এবং কম খরচে আমদানিকৃত পণ্য দেশে আনতে পারায় এ বন্দরটি ব্যবসায়ীদের পছন্দের বন্দরে পরিণত হয়। বন্দরে স্থান সংকটের কারণে পণ্যজটে আক্রান্ত হতে থাকে বেনাপোল বন্দর। বিপাকে পড়েন বন্দর কর্তৃপক্ষ। আর পণ্যজটের সাথে সাথে বন্দর এলাকায় বাড়তে থাকে যানজটও। বেনাপোল বন্দরের দেড় কিলোমিটার এবং ভারতের পেট্রাপোল বন্দর থেকে চাকদা রোডের ২৩ কিলোমিটার পর্যন্ত আমদানিকৃত পণ্যবাহী ট্রাকের জট শুরু হয়। যা আধুনিক বেনাপোলের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দু দেশের জয়েন্ট গ্রুপ অব কাস্টমস এর মিটিংয়ে বেনাপোল চেকপোস্টকে যানজট মুক্ত করার আহবান জানানো হয়। বিজিবি, পুলিশ, আনসার, সিএন্ডএফ এজেন্টস ও ট্রাক শ্রমিকদের সহযোগিতায় চেকপোস্টকে যানজট মুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। চেকপোস্ট এলাকা থেকে প্রাইভেট কার, ইজিবাইক ও অবৈধ যানবাহনের স্ট্যান্ড উচ্ছেদ করা হয়। বাইপাস সড়ক দিয়ে ইজিবাইক ও ভ্যান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। বন্দরের সামনের সড়ক থেকে ট্রাক চেসিস সরিয়ে বন্দরের অভ্যন্তরে নেয়া

হয়। নিত্য ভোগান্তি হতো ১০ হাজার যাত্রীর, পাঁচশ ট্রাক চালক ও শতাধিক বাস চালকের, বাসযাত্রীর, আমদানি-রপ্তানি সম্পৃক্তের, প্রাইভেট কার যাত্রীর, ইজিবাইক, ভ্যান চালকের। বিশৃঙ্খলায় কয়েক গ্রামের সাধারণ মানুষ জিম্মি। স্কুল-কলেজের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সারাক্ষণ দূর্ঘটনার ভয়। অনিয়ম যেখানে নিয়ম। বছরময় লেগে থাকা যানজট। কাজটা সহজ ছিলনা। অবশেষে দীর্ঘ এক যুগ পর বেনাপোল কাস্টমস কমিশনারের নিবিড় উদ্যোগে বন্দর ব্যবহারকারী বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ সহযোগিতায় দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপোল ও শেরশাহ'র জিটি রোডকে যানজট মুক্ত করা হয়।

কর্মকর্তাদের দক্ষতার সাথে নিজ নিজ পর্যায়ে থেকে আন্তরিকতা ও অনুপাত জ্ঞানের উপর রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনিক সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাদের দক্ষতা অর্জনে দাপ্তরিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, কর্মকর্তাদের কর্মস্বীকৃতি, দ্রুত কার্য নিস্পত্তি, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, নিয়মিত রাজস্ব পরিসংখ্যান পর্যালোচনা, মামলা নিস্পত্তি, নিরঙ্কুশ বকেয়া আদায়, নিবারণী তৎপরতা ও নিবিড় মনিটরিংয়ের উপর নির্ভরশীল। পণ্য চালান খালাসে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানো হয়। শুল্ক ফাঁকি বন্ধে কড়াকড়ি আরোপ করায় কিছু ব্যবসায়ী এ বন্দর দিয়ে আমদানি কমিয়ে দেয়। শুল্ক ফাঁকির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়। সে সময়ে বেনাপোল ছিলো দুষ্টু আমদানিকারকগণের যমালয়।

Reformed Benapole Customs Points: OFFICERS CLUB

Now **Before**

ভাইবার প্লাটফর্মকে প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার মুখ্য মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। Benapole Vibes নামের দু'শতাধিক সদস্যের ভাইবার গ্রুপে আইন, প্রয়োগ ও কাজ শেখার অবিকল্প মাধ্যম ছিল। গ্রুপটি আমি বেনাপোলে যোগ দিয়ে খুলেছিলাম।

প্রথম দিকে অনাগ্রহ ও সপ্তাহে কয়েকটা পোস্ট হতো। কারো প্রতিক্রিয়া ছিল না। আমি এতে স্পন্দন আনলাম। এ প্লাটফর্মকে নিবিড় যোগাযোগ এবং জবাবদিহিতার অন্যতম প্লাটফর্ম বানালাম। তিন মাস পর দিনে শতাধিক পোস্টও দেখেছি। গ্রুপে দৈনন্দিন উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা, উন্মুক্ত আলোচনা, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, আইনের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক দিকনির্দেশনা দেয়া হতো। এটি একই সাথে শিখন, তত্ত্বাবধান, প্রতিযোগিতা ও যুগপৎ জ্ঞান চর্চার মাধ্যম হয়। Viber Group ছিল আমাদের পাঠশালা। Viber Group-এর একটি নোটিশে আধ ঘন্টার মধ্যে দেড়শো কর্মকর্তা ক্লাবে উপস্থিত হতো।

রাজস্ব আহরণ ও বাণিজ্য সহজিকরণে সে সময়ে বেনাপোলে এ রকম মহারণের শুভ সূচনা হয়। কয়েকটি শ্লোগান অনুপ্রেরণাদায়ী হিসেবে ভীষণ ফলপ্রসূ হয়। 'Connectivity is productivity' অটোমেশনের এই যুগে সর্বোচ্চ Connectivity এর সর্বাধিক সাফল্য বেনাপোল কাস্টমস অর্জন করেছিল। Benapole Vibes ভাইবার গ্রুপ কাস্টম হাউসের সকল স্তরের কর্মচারীদের একটি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে সম্পৃক্ত করেছিল। এর মাধ্যমে কমিশনার মোবাইলে গ্রুপ, পরীক্ষণ হল, চেক পোস্ট, গেট ও লিংকরোডের পদস্থ কর্মকর্তাদের পারফরম্যান্স প্রতি মুহূর্তে দৃষ্টি রাখতেন। অংশীজন করদাতাদের সাথে Connectivity রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়। 'Nothing goes unpaid in Benapole' আরেকটি কর্মোদ্যম জাগানিয়া শ্লোগান। কর্মকর্তাদের স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদানের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। কর্মকর্তা, করদাতাগণ সবাইকেই বিশেষ ভূমিকা ও অবদানের জন্য স্বীকৃতি দেয়া হয়। সেরা পারফর্মারদের প্রতিনিয়ত স্বীকৃতি প্রদান করায় অর্পিত কর্তব্য কর্মবিলাসে রূপ নেয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ কে মহামারী ঘোষণার আগেই দেশে করোনা সচেতনতায় যশোর সিভিল সার্জন অফিসকে নিয়ে ২৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে

বেনাপোলে সবচেয়ে বড় সেমিনার অনুষ্ঠান করে বেনাপোল কাস্টম হাউস। এসময়ে কাস্টমস, পুলিশ, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দর কর্তৃপক্ষ, সিএন্ডএফ মালিক ও কর্মচারীসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রায় ২০০'র অধিক সদস্য নিয়ে করোনা সেমিনার আয়োজন করা হয়।

পরিবারের রোজগেরে ছেলেটির মতো রোজগেরে বিভাগ হিসেবে আমরা কাস্টমস চাকুরেরা আত্মবিশ্বাসী নই। আমরা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করি। আমরা অপরিহার্য। আমরা দেশের প্রয়োজনে কর্মচঞ্চল। কিন্তু আমরা সেভাবে দৃশ্যমান নই। দেশের মানুষের কাছেও না, "সরকারের অন্যান্য সংস্থার কাছেও না।" দুর্বল চৈতন্য সবল করার জন্য নিজের কাজের গুরুত্ব আগে বোঝা দরকার। এ জন্যে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও মোটিভেশন। প্রশিক্ষণে, দক্ষতা। মোটিভেশনে, আত্মবিশ্বাসী কর্মপ্রবণতা। দুয়ে মিলে সাফল্যের ক্ষুধা। এভাবে অনেক কর্মীর কাজ একত্র হয়ে দেখা দেয় বিভাগের দলগত সাফল্য। মহামারীতেও দলগত সাফল্যে আমরা ছিলাম অতুল্য, অনুকরণীয়। বাংলাদেশ কাস্টমসের অহর্ণিশ কর্মযোগ করোনাকালেও দেশের অর্থনীতির ভারসাম্য ও আমদানি পণ্যের সাপ্লাই চেইন রক্ষা করে চলছে। এবারো প্রায় তিন লক্ষাধিক কোটি টাকা আদায়ে লড়ে যাচ্ছে এনবিআর ও কাস্টমসের লড়াকুড়া।

গল্প নয়, সত্যি। দেড়শ সংস্কার সাধন চ্যালেঞ্জিং ছিল। সীমান্তে চোরাচালান প্রবণতা, কায়েমী স্বার্থ, বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীনতা, ছিদ্রান্বেষী মনোবৃত্তি, পরিবর্তনে অনভ্যস্ততা, স্থানীয়দের সংস্কারে অনীহা, সরকারী বাজেট অপ্রতুলতা ও পরিবেশে বৈরিতা ছিল। অংশীজনদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বেনাপোল প্রতি অর্থবছরে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আহরণ করছে। যা জাতীয় উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখছে। আজকের বেনাপোলের প্রতি বছরের রাজস্ব আহরণের পরিমাণ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে। অর্জিত সকল সাফল্য আমাদের টীমের। একা হলে হারি, এক হলে পারি!

গভীর দেশাত্মবোধ, নিষ্ঠা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে অর্জন আসবেই। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের জন্য রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে সহজ, দ্রুত ও সুষম বাণিজ্য নিশ্চিত করতে সকল অংশীজনকে নিয়ে কাজ করতে হবে।

উদ্যমী অগ্রযাত্রার পথচলা হোক অশেষ,
আলোকিত কাস্টমস আলোকিত দেশ।

লেখক: মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ঢাকা।

Revenue Collection: How it relates with Stress and Anxiety?

Dr. Nahida Faridy

Revenue from taxes and customs provides governments with the funds needed to invest in development projects, relieve poverty and deliver public services; and the physical and social infrastructure required to enhance long-term growth. Strengthening domestic resource mobilisation is not just a question of raising revenue; it is also about designing a revenue system that prompts inclusiveness, encourages good governances, improves accountability of governments to their citizens and cultivates social justice. Developing countries always face a number of challenges in increasing their revenue collection from customs duties and from domestic sources. Though many of these countries have

made noticeable progress in revenue collection in the recent pasts, Bangladesh mobilizes less than 13% of their GDP in tax revenues, which is an important barrier to achieve the Sustainable Development Goal. But revenue collection is not an easy task for revenue administration. Benjamin Franklin has a memorable quote about tax collection, “nothing is indispensable on earth, except death and tax.” As dispensable, people always want to avoid it in any way. This paper will analyse the psychological factors tax collection: from taxpayers and tax officials’ corner.

One of the major aspects of taxation are the psychological effects of tax collection. About this matter, three of Adam Smith’s (1776) four maxims of taxation are concerned wholly or partly with compliance and include ‘psychological’ effects of compliance. For example, Smith's 2nd maxim argues that the tax which each taxpayer is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time and the manner of tax payment, the amount to be paid, ought to be clear and plain to the taxpayer, and to every other person. Any uncertainty of the tax payments can create feelings of helplessness in the taxpayers, which could be argued to be ‘psychological costs of taxation’. Smith’s 3rd maxim states that the feelings of ‘inconvenience’ associated with tax compliance may generate some kind of resistance and resentment among the taxpayers. These could be stated as the negative emotional feelings of ‘psychological’ costs. Smith's 4th maxim contains a clear statement of certain other 'psychological' elements of compliance costs, “By subjecting the people to frequent visits; and the odious examination of the tax gatherers, it may expose them to such unnecessary trouble, vexation and oppression, and though vexation is not; strictly speaking, expense, it is certainly equivalent to the expense of which every man would be willing to redeem himself from it”. (1952 (ed), p.362)

Smith also refers to the 'insolence' and 'oppression' of the tax gatherer as more burdensome than the tax itself. Overall, it can be appreciated that the 'psychological' cost of compliance is a multi-faceted notion reflecting many different characteristics. The

feelings of uncertainty, powerlessness, inconvenience, trouble, vexation and oppression are ones that taxpayers certainly might well wish to be without. Such feelings can be classified into two sub-sets of 'psychological' cost being anxiety and resentment. The first factor of 'anxiety' relates to stress, fear and uncertainty. The second factor of 'resentment' concerns invasion of privacy, inconvenience, trouble, vexation and oppression.

Both of these factors are negative emotional responses to the particular fiscal environment that the taxpayer inhabits, although measuring them is problematic. The Meade Committee’s (1978) report states that the worry and anxiety related to their tax affairs and borne by the taxpayers are almost impossible to value. It is this valuation issue that is largely the reason behind the paucity of research in this area. Even though the cost may be very real for those affected.

Stress is not an easy concept to define or to measure and most attempts to do so have originated from the field of health psychology and behavioural medicine. Literature suggests that some practical and theoretical limitations of measurement of specific stressors exist. For example, there is evidence that people often misattribute their feelings of stress to a particular source when the stress is actually due to another source (Gochman, 1979; Keating, 1979; Worchel & Teddlie, 1976).

The current World Health Organisation (WHO) defines ‘occupational or work-related stress’ as the response people may have when presented with work demands and pressures that are not matched to their knowledge and abilities and which challenge their ability to cope. Dealing with new legislation and the daily efforts to cope with new rules is also considered a type of workplace stress (Woellner et al., 2001). Life events and difficulties both contribute to an individual’s stress (Brown & Harris, 1989). Cox (1978) argues that an individual’s ability to deal with the mismatch between perceived demands and resources is an important factor when assessing stress levels. It is recognised

by researchers that positive events help neutralise the distress caused by negative events, and that life's daily hassles are better predictors of stress than major life events (Woellner et al., 2007). Kanner et al. (1980) described concerns about owing money, financial responsibility, fear of rejection, and unexpected company as the daily hassles of life. Epstein (1976) and Kanner et al. (1981) noted that pleasant experiences and 'daily uplifts' can help to reduce and prevents anxiety and stress. Cousins (1976) mentions that positively toned experiences (such as uplifts) might serve as emotional buffers against stress disorders.

Smith (1776) indicted that subjecting people to the frequent visits and the odious examinations of tax-gatherers may create unnecessary trouble, vexation, and oppression for the taxpayers. According to Smith, vexation is a kind of expense, and it is certainly equivalent to the expense at that every taxpayer would be willing to redeem themselves from it. Based on this idea, an Australian survey was undertaken by McKerchar few years back which found that the experiences of stress and anxiety were real for the taxpayers. The survey asked the respondents to indicate how much they would be willing to pay to have someone else complete their tax return and 29% of respondents replied 'zero', whereas, 55% replied 'more or less $100'. McKerchar (2003,2010) argued that a percentage of taxpayers choosing not to incur monetary costs in completing their tax returns did not necessarily mean that they had no costs associated with anxiety and stress. Lopes, Basto and Martins (2012) assessed the psychological costs of individual income taxpayers along with compliance costs in Portugal. The study used the 'classical' question derived from Smith's idea about how much taxpayers would be willing to pay to get rid of all the care and compliance costs of completing their income tax returns in Portugal. One-third of the respondents did not answer the question at all and another third stated 'zero'. These results tend to indicate low psychological costs in Portugal (Lopes, Basto & Martins, 2012). In the context of VAT in Ethiopia, Yesegat (2008), in a

semi-structured interview-based study, found that psychological costs are a significant component of the total costs of VAT compliance in that country, although no monetary value was given. A recent study by Lopes and Martins (2013) qualitatively measured the stress and anxiety incurred by Portuguese income tax taxpayers when complying with their tax affairs. They concluded that elderly and less educated taxpayers have higher psychological costs. However, due to valuation issues, the study did not consider the monetary value of psychological costs.

Woellner et al. (2001, 2007) conducted studies in Australia that evaluated psychological costs in a qualitative manner, relating to the behaviour and attitudes of taxpayers. They concluded that using external help decreases psychological costs for individual taxpayers, but increases the monetary costs of tax compliance. The study also indicated that the absolute valuation of psychological costs is extremely difficult, but not impossible, although they added that, in most cases, it is sufficient to identify taxpayers who incur this type of costs. One measure of psychological costs therefore could be the price people are prepared to pay in order to get rid of the trouble of interpreting and applying the law.

The complexity of the tax system and the uncertainty in tax law may increase compliance burden for taxpayers, as well as create anxiety. Therefore, as a result of tax complexity, psychological costs may increase. It is therefore argued that it is important to include psychological costs in the estimation of compliance costs. However, psychological costs are influenced not only by whether a tax system is enforced, but how it is enforced. Tax regulators commonly adopt one of two main approaches to enforcing the law: a stricter 'rule-based' approach, and somewhat softer 'principle-based' approach (Kirchler, 2007). The first approach is the traditional 'enforcement' paradigm, in which regulators view taxpayers as prospective criminals whose potentially illegal behaviour must be detected through regular audits, and punished with strict penalties. The second approach is based on a less strict 'service' paradigm, which it recognises that enforcement

necessarily has a role but also seeks to take account of social or community norms that can be utilised to help encourage greater tax compliance through administrative services provided by the tax authority (Alm and Martinez-Vazquez, 2007).

Woellner et al. (2001, 2007) described psychological costs of tax compliance as the negative experiences (such as anxiety and frustration), or stress, caused by tax compliance. In developed economies, people who suffer from the psychological effects of stress or anxiety may self-medicate through alcohol, smoking; consulting a psychologist or psychiatrist; possibly taking prescribed medication; or, in some cases, taking illicit drugs. Due to Bangladesh being predominately a traditional Muslim country, Bangladeshis experiencing stress or anxiety tend not to drink. The empirical indicators used to try to estimate psychological costs associated with the VAT compliance were the average annual cost per taxpayer of sleeping pills, tobacco, consulting psychologists or psychiatrists or similar medication used to relieve the symptoms of anxiety or stress connected with such compliance. While this is not a perfect indicator of the psychological costs, it does provide some important initial evidence in this regard.

Faridy et al. (2014) did a study about psychological factors of taxpayers in Bangladesh while paying tax and found that psychological costs are an important component of tax compliance costs for SMEs in Bangladesh and higher for the non-compliant taxpayers. As the non-compliant taxpayers have to deal with the non-compliant cases, they have to organize additional experienced staff to work in High Courts or have to pay lawyers. The time-consuming judiciary system may take some extra money from the non-compliant taxpayers. This study sought to estimate the potential psychological costs associated with VAT compliance. This measurement was done in two ways. Firstly, by getting taxpayers to provide estimates of the cost of things they did to relieve stress and anxiety. Secondly, taxpayers were also asked a question- “if you could claim from the VAT Authority for your stress or anxiety about complying with VAT for your business, how much would you have claimed?”

What was found was that the figure claimed would be 8 to 10 times higher than the estimates of compliance costs of things to do to reduce stress and anxiety. The reason for this large difference may be demonstrate the problem of getting taxpayers to estimate holistically overall amounts, compared to individual components. Alternatively, it may be that VAT taxpayers appear to include in their claim the total costs of compliance with VAT, particularly the use of VAT advisors. That is the whole compliance with VAT is a stress, and taxpayers could they pay someone to deal with it. Further, the estimate initially used to measure the individual psychological costs to release stress may be adequate. Also, it appears to include 'speed money' paid to the officials to progress matters (Faridy et al. 2017). This result is supported by findings from focus groups where participants were asked to indicate how much they would be willing to claim from the tax authority for their stress or anxiety (Faridy, 2014). Many of their responses were: 'the amount I paid my tax Consultant, tax advisor or the speed money I paid the tax Officials'. Overall, it was found that psychological costs appear to account for approximately 15% of total VAT compliance costs in Bangladesh. This would suggest that psychological costs may be a substantial component of VAT compliance costs for SMEs in Bangladesh. The results also suggest that one way to possibly reduce psychological costs is for the Revenue Administration to provide timely information and have a friendly attitude towards taxpayers. This may demonstrate that establishing a better relationship between the taxpayers and NBR can encourage voluntary compliance and help businesses manage their level of stress. This is consistent with Kirchler (2007) who found that strengthening relationships between the designated tax inspectors and taxpayers allow taxpayers to fulfil their obligations willingly. Woellner et al. (2007) also report that simplified legal drafting and friendly atmosphere of Revenue administration may reduce the psychological factors (stress and anxiety) of tax compliance.

Faridy's study also found that psychological costs relating to

VAT are excessive when compared to other taxes in Bangladesh (Faridy et al. 2016). This may be because, income tax returns have to be submitted once in a year and the taxpayers get sufficient time for income tax calculation and return preparation. On the other hand, registered Clearing and Forwarding Agents (C&F Agents) look after the customs related activities on behalf of the importers for import taxation. In case of VAT, to submit a monthly VAT return all transactions of sales need to be included in VAT return. Also input tax credit, record keeping, collecting VAT at different stages of production need more paper work and formalities. Sandford et al. (1981) noted that taxes such as VAT or GST are transaction-based taxes that required comprehensive record keeping and periodical reporting and remitting. Due to many Bangladeshi VAT payee industries not utilising computerised accounting system in their businesses; thus record keeping required for VAT can be hard. Also, the variability in the measure of Bangladesh's VAT calculation and the uncertainty surrounding it could create higher stress than other taxes. Stress could also be increased by VAT officials' surprise visit to the business premises and examinations could generate psychological costs, stress and anxiety for VAT payers compared to other taxes.

Taxpayers considered 'hassles' from tax officials, 'financial dealing' with tax consultants and revenue officials, 'worries' about the decisions from the NBR added to the stress of their life. Also, dealing with higher tax officials for non-compliance objections is the most unpleasant thing for taxpayers. Fear of confrontation and rejection, or the possibility of losing money through fines or penalties triggered mental pressure for taxpayers. For many to reduce the anxiety of taxes compliance they employed others. Gaining assistance from advisors or accountants was seen as providing some relief from tension or anxiety but clearly increased their tax compliance costs in monetary terms. Also, the complexity of the taxes law in Bangladesh is a key contributor to taxpayers' psychological costs. A simplified tax Law for taxpayers' would allow these operators to allocate more resources to operational areas of their businesses, rather than

those resources being used for meeting the compliance burden of a tax which is arguably too complex for most of the taxpayers. In a developing economy such as Bangladesh's, it is therefore critical that the tax system be reviewed in order to determine ways in which the taxes Law and its administration could be simplified for taxpayers to reduce their stress and anxiety and to increase voluntary compliance.

All the literature related to taxation mainly talks about taxpayers' corner. It is mostly an undiscovered area what tax officials are thinking about stress and anxiety while tax collection. Do they feel stress and anxiety while collecting revenues or while bargaining with taxpayers about depositing revenue? Actually, Revenue collection is a two-way traffic. Both the parties should come voluntarily to collect proper revenue. If the taxpayer is reluctant not to depositing proper revenue and choose tax avoiding scheme, this become a hassle for the tax officials' and stress comes not to achieve the given revenue targets. It is understandable that most of the developing countries have a fictious revenue targets which is a real burden for tax officials'; this creates huge stress to the tax officials. Therefore, sometimes they are bound to pressurize the taxpayers' for depositing more taxes. Taxpayers considered this as a 'hassle' from tax officials, which create stress and anxiety for both sides.

Is there any remedy of these problems? A good and friendly environment of revenue administration; a service and client relationship between taxpayers' and tax officials'; a simplified tax law which will reduce the compliance burden of tax payers'; a strong deterrent effect of tax avoidance can reduce stress and anxiety of both parties. Moreover, a transparent judicial system for taxpayers' and tax officials will assure them to get proper justice if they commit any intentional or non-intentional non-compliance about paying or collecting taxes. Such measures can reduce stress and anxiety of both parties; increase voluntary compliances and strengthen revenue collection in Bangladesh and other developing economies.

References

Alm, J., & Martinez-Vazquez. (2007). Tax Morale and Tax Evasion in Latin America, International Studies Program, Working Paper 07-32, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, December 2007.

Brown, G., & Harris, T. (1989).*Life and Illness*. London: Unwin Hyman.

Cousins, N. (1976).Anatomy of an illness (as perceived by the patient).*N.Engl. J. Med*. 295, 1458-1463.

Cox, T. (1978). *Stress*. Baltimore: University Park Press.

Epstein, S. (1976). Anxiety, arousal and the self-concept.inSarason, I. G., &Spielberger , C. D. (Ed.), *Stress and Anxiety*, Vol.3, (pp.185-224), Washington: Hemisphere.

Faridy, N., R. Copp, B. Freudenberg and T Sarker. (2014). Complexity, Compliance Costs and Non-Compliance with VAT by Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bangladesh: Is there a Relationship. *Australian Tax Forum* 29(2) 281– 328.

Faridy, N., B. Freudenberg, B.,& T. Sarker. (2016). The Hidden compliance cost of VAT: An exploration of psychological and corruption costs of VAT in a developing country. *eJournal of Tax Research,*vol 14, no. 1.

Faridy, N., B. Freudenberg, & T. Sarker. (2017). The Devil is in the Detail: An Analysis of VAT Compliance Costs for SMEs in a Developing Nation. *New Zealand Journal of Taxation Law and Policy*. Vol 23, 176-203.

Gochman, I. (1979). Arousal, attribution and environmental stress. inSarason, I. G., &Spielberger , C. D. (Ed.), Stress and Anxiety, Vol.6, (pp.67-92), Washington; Hemisphere.

Kanner, A., Coyne, J., Schaefer, C., & Lazarus, R. (1981). Comparison of two modes of stress measurement: daily hassles and uplifts versus major life events. *Journal of Behavioral Medicine*, 4, 1-39.

Keating, J. (1979). Environmental stressors misplaced emphasis. in Sarason, I. G., & Spielberger , C. D. (Ed.), *Stress and Anxiety*, Vol.6,(pp. 55-66), Washington: Hemisphere

Kirchler, E.(2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Lopes, C. M., Basto, J., & Martins, A. (2012). Compliance Costs of Individual Income Taxation: Some Empirical Evidence from Portugal. *Journal of Higher Education Theory and Practice,* 12(4).151-64.

Lopes, C. M., & Martins, A. (2013). The Psychological Costs of Tax

Compliance: Some Evidence from Portugal. *Journal of Applied Business and Economics*, 14(2), 53-61.

McKerchar, M. (2003).*The Impact of Complexity upon Tax Compliance: A Study of Australian Personal Taxpayers*, Research Study 39, Sydney: Australian Tax Research Foundation.

McKerchar, M. (2010).*Design and Conduct of Research in Tax, Law and Accounting*. NSW, Australia: Thomson Reuters.

Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, 1952 (Ed.), Chicago: William Benton.

Woellner, R., Coleman, C., McKerchar, M., Walpole, M., & Zelter, J. (2001).Taxation or vexation- measuring psychological costs of tax compliance. In Evans, C., Pope, J. & Hasseldine, J. (Eds.), *Tax Compliance Costs: A Festschrift for Cedric Sandford* (pp. 35-51), St. Leonards, Australia: Prospects Media

Woellner, R., Coleman, C., McKerchar, M., Walpole, M., & Zelter, J. (2007). Can simplified legal drafting reduce the psychological costs of tax compliance? An Australian perspective. *British Tax Review*, 6, 717-734.

Worchel, S., & Teddlie, C. (1976). The experience of crowding: A two factor theory. *Journal of Personality and Social Psychology,* 34, 30-40.

Yesegat, W.A. (2008). Value added tax in Ethiopia: A study of operating costs and compliance. Unpublished PhD Dissertation, University of New South Wales.

The writer is currently working in Customs, excise and VAT Commissionerate Dhaka (East), Dhaka as Additional Commissioner.

"International Customs Day-2022"

Expectation & Reality

(an anecdote of self-Experience)

Mirza Shahiduzzaman

Each year 26th January is celebrated as the "International Customs Day "all over the globe. The year 2022 A.D is of no exception. World Customs Organization (WCO)has dedicated 2022 as "Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem ".Before going to the theme related discussion, i would like to illustrate some basic features of Customs and the historical background of "International Customs Day".

The word 'Customs 'means an authority or agency in a country responsible for collecting tariffs and for controlling the flow of goods, including animals, transports, personal effects and hazardous items into and out of a country.

On the other hand' Custom' refers to a traditional and widely accepted way of behaving or doing something that is specific to a particular society, place or time.

International Customs Day (ICD):

The day was instituted by the World Customs Organization (WCO)to commemorate the day in 1953 when the inaugural session of the Customs cooperation council (CCC)was held in Brussels, Belgium. Now 183 countries of the world are the members of WCO.

International Customs Day-2022, Bangladesh perspective:

Bangladesh is a proud member of WCO. We have our competent representative in the World Customs Organization and in every 04 years our representative is replaced by another competent official from Bangladesh Customs. Like all other member countries of WCO, Bangladesh celebrates International Customs Day every year with due importance and festivity. All offices of Customs and VAT celebrate this day with a festive mode. To increase the intensity of celebration Income tax wing of NBR is invited and incorporated to the program. All District offices, Divisional offices make arrangements for celebrating the day. The central program is arranged in the capital city. Colorful banners, festoons and digital displays are visible all over the city creating the aura of joy and celebrations. Renowned personnel of the country are invited to augment the festivity of the day. The dignitaries share their valuable thoughts and views with us and we become enriched. Among officers who have contributed to the Customs department by their excellence and sometimes by endangering their precious lives, are evaluated and awarded accordingly. Some top 20 are awarded the 'Certificate of merit 'issued by honorable Secretary General of World Customs Organization (WCO) for extraordinary performances in service.

By the year 2021 Bangladesh Customs has developed in various working zones noticeably. Entire working environment has become Digital. All the documents can be submitted via online. Asycuda World system plays a pivotal role for assessment and clearance of imported goods. Tendering process in all Customs Houses is ended by e_tender .It has reduced the cost and time of submission of tender which is hassle free. Benapol Customs House, Jashore has introduced the software "Benapass ",which helps to quick entry and exit of carrier vehicles from the Customs yard. Following

"Benapass "all other Customs Houses and Customs stations have introduced the system named "Car Pass ".From 01st January 2022 the payment for all kinds of Customs duty has become payable via e _payment method mandatorily.

The theme of International Customs Day-2022 is very pragmatic and fulfils the demand of present necessity. We are living in an era of digital exchange of all sorts of activities both at domestic level and abroad. There is no room to lag behind in digitalization simply to survive in a competitive world economy. All the transactions in a developed country are conducted digitally. For any kind of import or export we have to connect to a second country and that country is supposed to be a country of maintaining digital methodology for it's economic or Customs procedures. If we want to be congruent to the second country for Customs procedures, we have no way but to be digitalized. And the digital platform can read only the numerical for its activity. Numerical constitute data, so a “Data Culture” is the only pathway to meet the requirements of time.

The theme of International Customs Day (ICD)- 2022 instigates us to accept a data culture and to build a data ecosystem for the transformation of Customs procedures to a digital pathway and thereby making the extent of Customs procedures wider and easily accessible to all attached entities e.g importer, exporter, c&f agents, chamber of commerce and industries ,the income tax authority and all other government and semi government agencies. This will largely help us to connect to the importing/exporting countries in terms of opening of L.C,value fixation,sharing and interchange of trade related data/information etc. If we construct a bridge connecting the all the stakeholders, it will benefit all concerns without the aid of a mediator. Ease of doing business will be facilitated and the business community will attain a comfort zone for better pursuit. The concept of National single window(NSW) is of unique choice for this new but pragmatic approach.

The concept of earning revenue by Customs Houses is new. During the rule of Emperors Customs was a means to wish another emperor

and create an amicable relationship among states. But now a days Customs earns revenue in the form of Customs duty (CD) in a view to maintain a trade balance and equilibrium of "goods value" among states. But still the main duty of Customs is to control the border and anti smuggling . For ensuring this purpose The Korea Customs established the CBCTI (Customs border control training institute).Bangladesh is of no exception. We are surrounded by two mighty states of the subcontinent (India and Myanmar). These two countries use the border for various ill intentions e.g human trafficking, arms and ammunition trading, passage of narcotics e.g. yaba, phensydil, heroine, marijuana etc. If we can incorporate these issues into our national database then it will be easier for our border controlling forces to adopt planned and effective measures in cooperation with the neighboring states. On the other hand in pursuit of facilitating seamless trade in the border zones a database of the business entities can help the law enforcement agencies to provide services to the said community in a concerted manner.

The digital applications that are in the mainstream in action are:

Asycuda World, Authorized Economic Operator (AEO),post clearance audit (PCA),E_tender and E_auction . Auction is a neglected but revenue generating sector for Customs Houses ,but due to lack of proper monitoring this sector remains unattended for years. But if it could be included in the database of the Customs Houses and take action on proper time mandatorily, then this congestion could easily be removed and a healthy environment will prevail in the Customs Houses.

During this pandemic Customs is playing a vital role to ensuring an aseptic environment and controls cross border transmission of CORONA and all other microorganism susceptible diseases. For this purpose, all the international airports and land Customs Stations are following Covid Protocols. In a view to protect our country from further risk of newly originated organisms, we have to maintain an interconnected database of risk prone countries, so that we can immediately adopt effective measures for prevention.

Another important part of Bangladesh Customs is "Airport Customs". In developed countries Customs maintains a database for 'risk group ' passengers, it helps Customs authorities to facilitate the

incoming and outgoing passengers for their hassle free movement through the airports. But in case of Bangladesh Customs, there is no such reliable database and as a consequence all the passengers are maltreated equally. It transmits a vibe of inefficiency about Customs officials of Bangladesh Customs.

From the above discussion it is easily conceived that Customs needs a shifting or transformation from it's existing operational procedures for achieving a parallel height in relation to international Customs standards. This shifting can be attained by maintaining an effective database for all interrelated entities and this database has to be incorporated in an unique server (NSW) so that the inserted data can be verified by any member entity of the NSW (National single window) ensuring it's authenticity.

There are a number of synergistic effects of this database digital transformation. Some of them are as follows:

- Bangladesh Customs will gain a strong foundation on it's own.
- Customs will be able to render more services to it's dignified stakeholders.
- Transparency will be ensured by the system, human interruption will be minimal.
- Corrupt practices will be hindered.
- Bangladesh Customs will gain an international standard.

There are much more advantages of this strive which i cannot illustrate here because i cannot recall them all.

Let's have a fresh start for Bangladesh Customs. Happy International Customs Day 2022.

Key words:

Scale up: increase something in size, number or extent.
Ecosystem: a complex network or interconnected system.

N.B: The opinion and findings stated in the above article are exclusively writer's own reasoning which may not quench the thirst of the inquisitive mind of sagacious readers.

The writer is currently working in Customs, excise and VAT Commissionerate Dhaka (East), Dhaka as Additional Commissioner.

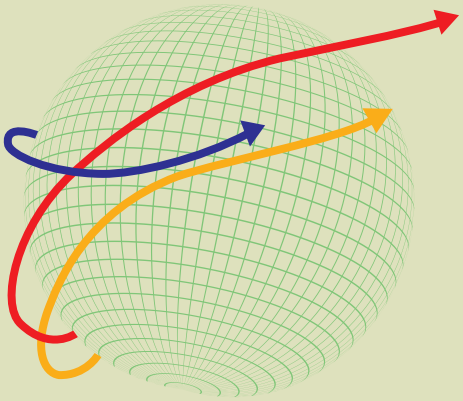

The Green Customs!
Shaping the future

Md. Tariq Hassan

It is imperative that we all understand the importance of having a green future and this cannot be achieved without having a green economy. And here comes the role of customs. Customs is the first borderline agency to protect citizens and society against illegal drugs, defective goods, dangerous substances and hazardous materials etc. as well as to preserve the environment and to protect the interest of the consumers and the environment by adopting a green trade policy. The traditional role of customs officers as guardians of the trading system is evolving into a more nuanced one encompassing different dimensions of sustainable development related to the well-being and protection of society. Now the customs officers are supposed to be at the frontline not only of trade, but also of environmental protection, and to contribute to the greening of trade.

For this cause, the Green Customs Initiative was launched in 2001 as a result of a series of collaborative activities carried out by United Nations Environment Programme (UNEP) and its partner organizations which aimed at raising the awareness of customs and border control officers on several trade-related multilateral

environmental agreements (MEA). It is particularly targeted to prevent the illegal trade in environmentally-sensitive commodities such as ozone depleting substances (ODS), toxic chemical products, hazardous wastes, endangered species and living-modified organisms and to promote trade in environmental goods (EG) and low carbon goods (LCG). The World Customs Organization (WCO) is one of the most important partners of the Green Customs Initiative. The other partners of the Green Customs Initiative comprise the secretariats of the relevant multilateral environmental agreements (Basel, Cartagena, CITES, Montreal, Rotterdam Stockholm), Interpol, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, UNEP and also a number of other national, regional and international agencies.

In order to understand the baseline and purpose of this initiative we need to focus on the MEAs which are described in brief below:

❖ Basel Convention

The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal was adopted on 22 March 1989 by the Conference of Plenipotentiaries in Basel, Switzerland, in response to a public outcry following the discovery, in the 1980s, in Africa and other parts of the developing world of deposits of toxic wastes imported from abroad. Awakening environmental awareness and corresponding tightening of environmental regulations in the industrialized world in the 1970s and 1980s had led to increasing public resistance to the disposal of hazardous wastes known as the NIMBY (Not In My Back Yard) syndrome – and to an escalation of disposal costs. This in turn led some operators to seek cheap disposal options for hazardous wastes in Eastern Europe and the developing world, where environmental awareness was much less developed and regulations and enforcement mechanisms were lacking. Basel Convention's thrust at the time of its adoption was to combat the "toxic trade". The Convention entered into force in 1992.

The overarching objective of the Basel Convention is to protect human health and the environment against the adverse effects of

hazardous wastes. Its scope of application covers a wide range of wastes defined as “hazardous wastes” based on their origin and/or composition and their characteristics, as well as two types of wastes defined as “other wastes” - household waste and incinerator ash.

Common methods of illegal traffic include making false declarations, the concealment, mixture or double layering of the materials in a shipment and the mislabeling of individual containers. Such methods seek to misrepresent the actual contents of a said shipment and because of this, the meticulous and thorough scrutiny of national enforcement officers is required to detect cases of illegal traffic

❖ Stockholm Convention

The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) was adopted in 2001. It bans or severely restricts production, trade and use of twelve POPs known as the “dirty dozen.” The dirty dozen are listed below:

1. **Aldrin**, an insecticide used in soils to kill termites, grasshoppers
2. **Chlordane**, an insecticide used to control termites and on a range of agricultural crops
3. **Dieldrin**, a pesticide used to control termites, textile pests, insect-borne diseases and insects living in agricultural soils
4. **Endrin**, an insecticide sprayed on the leaves of crops and used to control rodents.
5. **Heptachlor**, a pesticide primarily used to kill soil insects and termites
6. **Hexachlorobenzene (HCB)**, a chemical used to treat seeds because it can kill fungi on food crops
7. **Mirex**, an insecticide used against ants and termites or as a flame retardant in plastics, rubber, and electrical goods
8. **Toxaphene**, an insecticide used on cotton, cereal, grain, fruits, nuts and vegetables, as well as for tick and mite control in livestock
9. **Polychlorinated biphenyls** (PCBs), used as heat exchange fluids, in electrical transformers, and capacitors, and as additives in paint, carbonless copy paper and plastics

10. **Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)** is probably the most infamous and widely used POP.
11. **Dioxins** are unintentional by-products of high-temperature processes, such as incomplete combustion and pesticide production.
12. **Polychlorinated dibenzofurans** are by-products of high-temperature processes, such as incomplete combustion after waste incineration or in automobiles, pesticide production.

These POPs are organic compounds that are resistant to environmental degradation through chemical, biological, and photolytic processes. Because of their persistence, POPs have significant impacts on human health and the environment. Most of these chemicals are no longer manufactured or used in industrialized countries; however, the nature of POPs means that people can be seriously impacted by releases of POPs that occur hundreds or even thousands of miles away. The Stockholm Convention contains provisions for the disposal and treatment of POPs wastes and stockpiles. It also establishes procedures for listing additional POPs that may be banned or severely restricted.

❖ Rotterdam Convention

Rotterdam Convention promotes shared responsibility and cooperative efforts among parties in the international trade of certain hazardous chemicals in order to protect human health and the environment from potential harm. It also promotes the environmentally sound use of those hazardous chemicals, by facilitating information exchange about their characteristics, by providing for a national decision-making process on their import and export and by disseminating these decisions to Parties.

❖ Montreal Protocol

It is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion. The treaty is structured around several groups of halogenated hydrocarbons that have been shown to play a role in ozone depletion. Ozone-depleting substances (ODS) are chemical substances—basically chlorinated, fluorinated or brominated hydrocarbons—that have

the potential to react with ozone molecules in the stratosphere. If a substance is only fluorinated (does not contain chlorine and/or bromine), it is not an ozone-depleting substance. ODS include:

• Chlorofluorocarbons (CFCs) • Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)
• Halons • Hydrobromofluorocarbons (HBFCs)
• Bromochloromethane • 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform)
• Carbon tetrachloride • Methyl bromide.

The ability of these chemicals to deplete the ozone layer is known as their ozone depletion potential (ODP) and are assigned particular ODP.

In most developing countries like Bangladesh, the largest sector in which ODS are used is refrigeration and air-conditioning. CFCs and HCFCs are used as refrigerants for the cooling circuits. But HCFCs, transitional substances, are being phased out worldwide under the Montreal Protocol and hence we should also take necessary steps regarding this as part of our commitment to build a green future.

❖ Cartagena Biosafety Protocol

The precautionary principal mentioned in the Rio declaration on the Environment and development mandates taking all practical precautions to safeguard the environment from human intervention. The Cartagena Biosafety Protocol tries to fulfill this objective by ensuring an adequate level of protection in the field of safe transfer, handling and use of living modified organisms (LMOs) resulting from modern biotechnology (Genetically Modified Organisms) that may have adverse effects on the conservation and sustainable use of biodiversity, taking also into account risks to human health and specifically focusing on trans-boundary movements.

❖ Convention on International trade of Endangered Species (CITES)

It is a multilateral treaty to protect endangered plants and animals. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. It was drafted as a result of a resolution adopted in 1963 at a meeting of members of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). Bangladesh is also a party to CITES.

The importance of the role of the customs administration in the area of protection of society has recently increased. Protection is truly a key element in the work of the customs administration and is certainly not related to only the domestic market or the health and safety of individuals. This is also related to the competence of the customs administration in the area of consumer protection, consisting in control of the general safety of products. For products proposed for release into the procedure of free circulation, emphasis is placed primarily on whether the product or series of products exhibit characteristics that could constitute serious and imminent danger to the health of the consumer. This applies, e.g., to toys, drugs, foodstuff and similar products, which must be accompanied by a document confirming their safety. The customs authorities also control whether the product is labelled with the appropriate labelling in accordance with the valid legal regulations. Customs officers ensure that any goods entering or leaving a country comply with the national laws. If their country is a party to one or more multilateral environmental agreements (MEAs), then these agreements are likely to be included in the national laws and regulations. Today, many environmental problems are trans-boundary in nature and have a global impact. They can be effectively addressed only through international co-operation and shared responsibility, made possible through MEAs. Several MEAs regulate the cross-border movement of items, substances and products, mainly in the form of imports, exports and re-exports. Thus the front-line Customs and border protection officers responsible for controlling trade play a very important role in protecting the national and global environment.

From the discussions above it can be understood that, the tasks assigned to Customs are a huge responsibility. While it is clear that national territories must be protected and safeguarded, governments need to maintain a balance between compliance and facilitation so as not to introduce costly and ineffective controls which could adversely affect trade flows, investment, employment and economic development. To perform their multifaceted tasks and rise to these challenges, Customs administrations throughout the world need to operate on an international basis. International co-operation forms

the core of all success, and Customs services need to develop their ability to exchange information and intelligence both nationally and globally. Although Bangladesh is a signatory to few MEAs described above, we are still not in the track to be an active member of this green customs initiative which may prove very costly for us in the future. Hence joining this initiative immediately could be the first step towards shaping our green future.

Reference

Basel Convention, 1989. Basel convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal. March 22, 1989. <http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx.>

Montreal Protocol, 1987. Montreal protocol on substances that deplete the Ozone Layer. <http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php>.

Rotterdam Convention, 1998. Rotterdam convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade. <http://www.epa.gov/oppfead1/international/agreements/#A9.>

Stockholm Convention, 2001. Stockholm convention on persistent organic pollutants. <http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/DeDefau.aspx.>

Saxena, Gupta & Bhatt, Understanding Green Customs, NACEN

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpr9zWqbbUAhUFqI8KHQGLA4oQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nacenkanpur.gov.in%2Fdownload3.inc.php%3Frid%3D23&usg=AFQjCNEp_ywc6ehZZiSoxojj31NO8N_A8Q>

The writer is currently working in Custom House Chattogram as Deputy Commissioner.

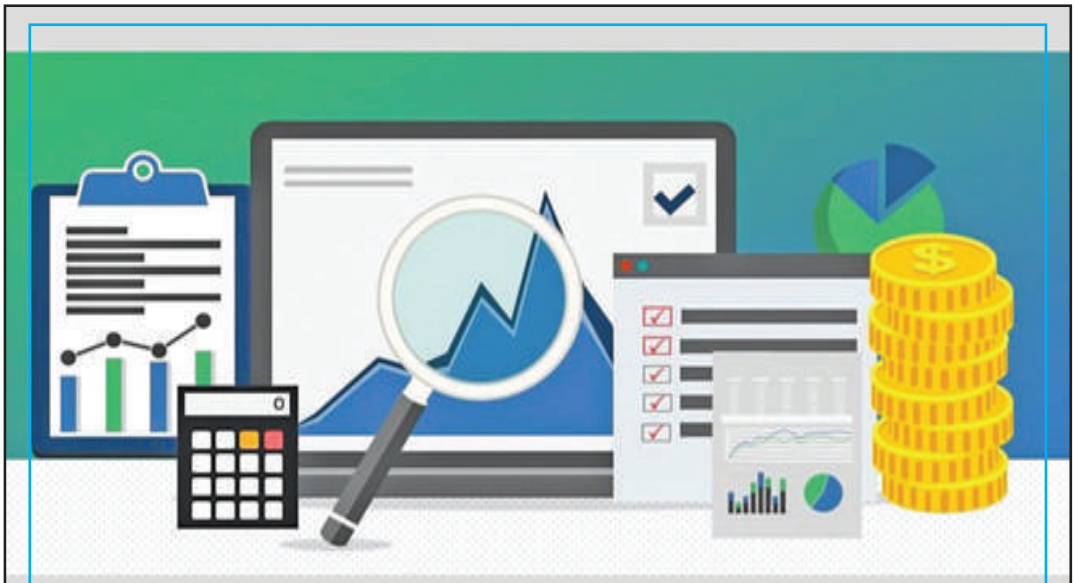

Revenue gap and better fiscal policy

Kanchan Rani Dutta

Economic trend has been transformed across the world as Coronavirus disease (Covid-19) made shake on business activities hitting most territories. The scenerio is not different in Bangladesh as well. Meanwhile, the authorities have to focus on assessing the revenue gap for formulating better fiscal policy to face challenges after normalcy of the Corona situation.To achieve economic stability and secure revenue it demands better fiscal policy. At the same time trade requires also easy revenue collection procedures and better design tax systems for strengthening revenue raising capacity as well as trade facilitation. Tax revenue plausibly matters more than non tax revenue to creating state capacity. In our country, sources of tax revenue are less diversified

to some extent. Modern tax approaches prioritise on inclusiveness, accountability, transparency, equitable and uncomplicated tax system. Unadorned tax systems are also more transparent than complex one. International Organisations (IOs) are also working relentlessly on various Tax matters. The International Monetary Fund (IMF), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the United Nations (UN) and the World Bank Group (WBG) jointly launched the Platform for Collaboration on TAX (PCT) in April 2016. It is designed to intensify the co-operation between these IOs on tax issues. It formalises regular discussions between the four IOs on the design and implementation of standards for international tax matters. Quality of budget formatting institutions is vital for economic health of any country. It provides a crystal appearance of country's economy. Here it has been discussed only from customs revenue perspective. Customs revenue share is near about 27 to 28 percentage on an average of National Board of Revenue (NBR) total revenue. Bangladesh Customs has also adopted all major modernization techniques in line with complying international agenda especially prescribed by world Customs Organization (WCO), World Trade organization (WTO) and World Bank Group (WBG). In recent time, WCO has introduced BACUDA (Band of Customs data Analysts) projects. It's a collaborative research project between customs and data scientists. Its objective is to develop data analytics methodology as a response to WCO members' request. Here it has been trying to look over how Revenue Gap Analysis (RGA) may advantageous to formulate better Fiscal Policy. Gap Analysis Technique can be the better tools ultimately for better policy intervention. Through analysing the gap, customs administration easily can detect major things such as fraud documentation, missed invoicing, profit shifting, illegal money laundering and smuggling so on.

To estimate the revenue gap or RG used in an aggregated manner for specific imported items or even for each origin country. RGA based on estimating the trend which represents the potential revenue sectors. If we unearth the potential revenue sectors then we can

estimate the gap which is the differences between the actual revenue and estimated potential level. In simple words, RG is the difference between actual collections and potential collections. Potential revenue is related to compliance gap in major cases. It's difficult for customs administration to identify all the factors that affecting tax revenue performance. Measuring the compliance gap gives us an indication. RG could be negative (earned less than target) and also could be positive (earned more than target). Negative gap is an indicator for under invoicing or smuggling. Positive gap could be indicator for over invoicing or illegal money laundering. Therefore RGA could feed risk management system to target certain items or certain origins. In case of fluctuating revenue trend, we can compare the difference between certain month of revenue and previous month, in case of seasonality it can be taken the difference between each month and same month of previous year. Output derives from RGA can easily utilise to formulate better Fiscal Policy as it requires. Sometimes unrespectable disaster may costs huge and which is not prediction able. In line with this, policy may needs to be changed. All expenditure and revenue matters are covered by the national fiscal policy.

Writer is Deputy Commissioner at Customs Excise and VAT Commissionerate, Dhaka (South), Dhaka.

Foot Note: This article was published in The Daily Sun on 15.05.2020